উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৯৬৬.৩৫ (-১৮৭.৯০)
নিফটি : ২৪,৪৩৫.৯৫ (-৩৫.৭৫)

এসটিএফের জালে পাকিস্তানি চর ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৭°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৬°
কোচবিহার	৩৪°	২৭°
আলিপুরদুয়ার	৩৪°	২৭°

সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকি অভিষেকের ৭

চুপিসারে বিয়ে রোনাল্ডোর ১১

শিলিগুড়ি ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 August 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 87

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আয়, জমির কিছু শর্তে ‘অন্নপূর্ণা’

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : সব লক্ষ্মীই আর অন্নপূর্ণা নন। অন্নপূর্ণা যোজনায় সুযোগ থাকল না সব লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকের। মাসিক ১০ হাজার টাকা আয় আছে, এমন মহিলারা আর অন্নপূর্ণা হওয়ার যোগ্য নন। পারিবারিক আয় বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা হলেও বিজেপি সরকারের এই যোজনা থেকে মহিলারা বাদ। রাজ্যের ৭টি পুরনিগম এলাকায় জমির মালিকানাও অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসার অন্যতম শর্ত।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, পুরনিগম এলাকায় কোনও মহিলার ৫০ ডেসিমালের বেশি জমি থাকলে, তাঁকেও অন্নপূর্ণা যোজনায় ভাতা দেওয়া হবে না। ৭টি পুরনিগমের বাইরে পুরসভা এলাকায় বসবাসকারী মহিলার তিন কামরার বাড়ি বা ফ্ল্যাট থাকলেও তিনি এই যোজনার আওতায় থাকবেন না। তবে গ্রামাঞ্চলে জমি ও বাড়ির এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না। ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি বিধবা ভাতা প্রাপকরাও অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বঞ্চিত হবেন।

ফলে সন্দেহ নেই যে, যাঁরা তৃণমূল জমানায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন, তাঁদের ১০০ শতাংশ অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা পাবেন না। ইতিপূর্বে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, ১০ অগাস্ট তিনি নারীকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মালতী রাভাকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অন্নপূর্ণা যোজনা পাওয়ার শর্তগুলি জানাবেন। সেই ঘোষণাই ১০ তারিখের বদলে বুধবার হল নবান্নে।

এরপর আটের পাতায়

ক্ষমা করো সুভাষ

অপমানে কড়া শাস্তি

নেতাজির অপমান মানে দেশের অপমান, দশের অপমান। দেরিতে হলেও সে কথা বুঝেছে রাজ্য সরকার।

নাম না করে সতর্কবার্তা নগেনকে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অসম্মানে শেষপর্যন্ত ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামল রাজ্য সরকার। বিজেপির কেউ কেউ, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায় কিছুদিন ধরে সুভাষ সম্পর্কে নানা অপমানজনক মন্তব্য করছিলেন। রামপুরহাটে নেতাজির নামাঙ্কিত সড়কের নাম পর্যন্ত বদলে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শুধু বাংলায় নয়, দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠছিল।

চরম অস্বস্তি শুরু হয়েছিল বিজেপির অন্দরে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়কের প্রতি কুরুচিকর ও মিথ্যা তথ্যের মন্তব্যে বিজেপির ভাবমূর্তিতে ধাক্কা লাগছিল। দলের মধ্যে থেকে এরকম আচরণের জন্য কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হচ্ছিল নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারের কাছে। দলগতভাবে কোনও পদক্ষেপ না হলেও শেষপর্যন্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা হল রাজ্য সরকারের তরফে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ‘যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক, মিথ্যা অপপ্রচার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছি।’ যাঁরা এসব করেছেন, তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘এটা ভালোভাবে নিচ্ছি না। অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন। অসম্মানজনক পোস্ট ডিলিট করুন।’

যদিও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘ডিলিট করলেই কেউ ছাড় পাবেন- তা কিন্তু নয়। পুলিশ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেবে। পুলিশের এই কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। পুলিশের সাইবার সেলকে এব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি।’ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের বিধায়করা এনিয়ে আমার কাছে দাবি জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এসব চলবে না।’ তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি রাজ্যসভা সাংসদ নগেন রায়কে নিশানা করেই কথাগুলি বলেছেন।

গত কিছুদিন ধরে নেতাজি সম্পর্কে প্রকাশ্য সভায় নানা কুরুচিকর মন্তব্য করছিলেন নগেন। বিজেপির সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতা। সমাজমাধ্যমে তাঁর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক চরমে ওঠে। আজাদ হিন্দ বাহিনী সম্পর্কে নগেন্দ্রর দাবি ছিল, জার্মানির হাতে বন্দি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নেতাজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন নেতাজি।

এরপর আটের পাতায়

মহারাজের পড়াশোনা অস্তিত্বহীন স্কুলে

অনন্ত বিড়ম্বনা ২

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এবার প্রকাশ্যে এল স্বঘোষিত মহারাজ সেজে বসা নগেন্দ্র রায়ের আর এক কুকীর্তি। সরকারি খাতায় যে স্কুলের অস্তিত্বই নেই সেই স্কুলেই নাকি পড়াশোনা করেছিলেন নগেন্দ্র। রাজ্যসভার মনোনয়নপত্র পেশের সময় নির্বাচন কমিশনের কাছে যে হলফনামা জমা দিয়েছেন ওই বিজেপি সাংসদ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭৫ সালে অসমের সরুপেটা ইংলিশ হাইস্কুল থেকে তিনি অষ্টম শ্রেণি পাশ করেছেন। অথচ তাজ্জবের বিষয় হল, অসম সরকার বলছে, বাস্তবে ওই নামের কোনও স্কুলই নেই। তাহলে অস্তিত্বহীন সেই স্কুল থেকে কীভাবে শংসাপত্র পেলেন নগেন্দ্র সেই প্রশ্ন উঠেছে। নগেন্দ্রর বিরুদ্ধে হলফনামায় ভুয়ো তথ্য পেশের অভিযোগ তুলেছেন আইনজীবী তথা অসমের ধুবড়ি ল’ কলেজের সহকারী অধ্যাপক উদয়নারায়ণ রায় প্রধানী। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চেয়ে শীঘ্রই তিনি আইনের দ্বারস্থ হবেন বলেই জানিয়েছেন উদয়নারায়ণ।

শুধু হলফনামা নিয়ে নয়, প্রশ্ন উঠেছে নগেন্দ্রর চাকরি নিয়েও। সূত্রের খবর, নগেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস লিমিটেড (বর্তমানে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের অংশ)-এ চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসাবে চাকরি পেতে গেলেও ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। নগেন্দ্র হলফনামায় উল্লেখ করা শংসাপত্র

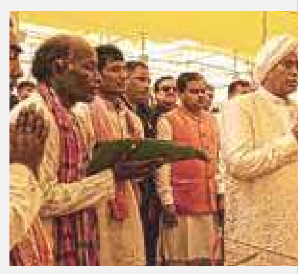

দিয়েই চাকরি পেয়েছিলেন কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদি সেই শংসাপত্র দিয়েই নগেন্দ্র চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁর নিয়োগের বৈধতাও বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে। উদয়নারায়ণের অভিযোগ, ‘সম্ভবত সরুপেটা স্কুলের ভুয়ো শংসাপত্র দিয়েই বেআইনিভাবে চাকরিতে ঢুকেছিলেন নগেন্দ্র। বিষয়টি নিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি আইনি পদক্ষেপ করব।

এরপর আটের পাতায়

- নির্বাচনি হলফনামায় নগেন্দ্র লিখেছেন, তিনি ১৯৭৫ সালে অসমের সরুপেটা ইংলিশ হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করেছেন
- বরপেটার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাতুলকুমার দাস সরকারি চিঠিতে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট নামের কোনও স্কুলের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই
- অস্তিত্বহীন স্কুল থেকে কীভাবে শংসাপত্র পেলেন নগেন্দ্র সেই প্রশ্ন উঠেছে
- অভিযোগ, ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে নগেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থায় চাকরি বাগিয়েছিলেন
- উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চেয়ে নগেন্দ্রর বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হচ্ছেন ধুবড়ির অধ্যাপক

বাতিল মমতা জমানার সব ওবিসি শংসাপত্র

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : তৃণমূল আমলে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় (ওবিসি) শংসাপত্র প্রাপকরা অথই জলে পড়লেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যাঁরা ওই শংসাপত্র পেয়েছিলেন, তাঁদের আর ওবিসি স্ট্যাটাস থাকল না। তাঁরা এখন থেকে সাধারণ শ্রেণি (জেনারেল ক্যাটিগোরি) হিসাবে বিবেচিত হবেন। এই পরিস্থিতির নেপথ্যে আছে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের একটি আদেশ।

বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অনুজ সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্য সরকার ওবিসি ‘এ’ বা ‘বি’ বলে বিভাজন তুলে দেওয়ায় ওই শংসাপত্রের আর কোনও বৈধতা নেই। আগের রাজ্য সরকারের ওবিসি তালিকার ভিত্তিতে ওই শংসাপত্রগুলি দেওয়া হয়েছিল বলে সেগুলি বৈধতা হারাল বলে হাইকোর্ট জানিয়ে দিল।

ফলে ওবিসি সংরক্ষণ নীতিতে বড় ধাক্কা লাগল। ওবিসি শংসাপত্রধারী প্রচুর মানুষ চাকরিতে আর সংরক্ষণের আওতায় থাকলেন না। বর্তমান সরকার আগের ওবিসি তালিকা বাতিল করায় সংরক্ষণ নীতিতে এই জটিলতার কারণে ২৬,০০০ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.

সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রাজ্যের আইনি প্রদর্শনী কাওয়াখালিতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : চিকেনস নেকের নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আইনি বিষয়গুলি। যা গত ১৮ জুলাই উত্তরকন্যায় শীর্ষ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার দেশের তিনটি নতুন আইন নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক এবং সচেতন করতে ল’ এগজিবিশন বা বিশেষ আইনি প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরাজ্যের একমাত্র প্রদর্শনীটি হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন কাওয়াখালির মাঠে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, জায়গাটি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইচ্ছে গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে ফের সামনে আসছে চিকেনস নেক প্রসঙ্গ। ২২ থেকে ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত পাঁচদিনের প্রদর্শনীর প্রথমদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অমিত শা’র পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপি জমানায় দেশে কার্যকর হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ)। কিন্তু এই নতুন তিনটি আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা নেই। তাই সাধারণ মানুষকে নতুন আইন সম্পর্কে সচেতন করতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ আইনি প্রদর্শনীর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইচ্ছায় এরাজ্যের প্রদর্শনীটি হতে চলেছে শিলিগুড়ির কাওয়াখালি মাঠে। হাতে বেশি সময় না থাকায়, শিলিগুড়ির প্রশাসনিক কর্তারা এমন কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে সমন্বয় রাখছেন কলকাতার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচদিনের এই প্রদর্শনীতে মোট ২২টি স্টল থাকবে। স্টলগুলির মাধ্যমেই কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে আদালতের বিচার প্রক্রিয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি কীভাবে চলে, তা তুলে ধরা হবে। এর মধ্যে একটি স্টলে থাকবে থানার জেনারেল ডায়েরি রুম ও ফোন আসার দৃশ্য, পরবর্তী স্টলে পুলিশের ঘটনাস্থলে যাওয়ার দৃশ্য এবং শেষে থাকবে হাইকোর্টের আদলে তৈরি প্রদর্শনী, যেখানে নতুন আইনের বিচার প্রক্রিয়া বোঝানো হবে। পাশাপাশি, মূলমঞ্চ থেকেও আইন সংক্রান্ত নানা বিষয় তুলে ধরা হবে উপস্থিত সাধারণ মানুষের সামনে।

এই মেলাকে সফল করতে এবং উত্তরবঙ্গজুড়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচারের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি রাখতে চাইছেন না প্রশাসনিক কর্তারা।

এরপর আটের পাতায়

- দেশে কার্যকর হওয়া তিনটি আইন সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করতে উদ্যোগী কেন্দ্র
- দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইনি প্রদর্শনীর সিদ্ধান্ত, এরাজ্যের প্রদর্শনী কাওয়াখালিতে
- ২২-২৬ অগাস্টের প্রদর্শনীর জন্য উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রচারের সিদ্ধান্ত, দফায় দফায় বৈঠক প্রশাসনের

জেলা হাসপাতালে অমিল জরুরি ওষুধ

জ্বর-সর্দির মরশুমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মিলছে না প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক। বিনামূল্যে ওষুধ না পেয়ে বাইরে থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন গরিব রোগীরা। অথচ সব ওষুধ পর্যাপ্ত রয়েছে বলে দাবি স্বাস্থ্যকর্তার।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : ঘরে ঘরে এখন সর্দি-জ্বরের প্রকোপ। আবহাওয়া বদলের জেরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন রোগীদের ভিড় উপচে পড়ছে। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

অভিযোগ, সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ মিলছে না। ফলে বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে চড়া দাম দিয়ে ওষুধ কিনতে হচ্ছে গরিব রোগীদের। বিশেষ করে জ্বর, সর্দি ও সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ‘অ্যামোক্সিসিলিন-ক্ল্যাভুলানেট ৬২৫’, ‘অ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫০০’-এর মতো অত্যন্ত জরুরি অ্যান্টিবায়োটিক এবং ‘প্যারাসিটামল ৬৫০’-এর ব্যাপক আকাল দেখা দিয়েছে হাসপাতালের ফার্মাসিতে। এই জরুরি ওষুধগুলি কেন অমিল, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ রোগীদের পরিবারগুলি। অথচ জেলা স্বাস্থ্যকর্তার দাবি, হাসপাতালে সব ওষুধ পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।

বাস্তব ছবিটা অবশ্য স্বাস্থ্যকর্তার এই দাবির সঙ্গে একেবারেই মিলছে না। প্রতিদিন সকাল থেকেই বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে চিকিৎসকের পরামর্শ মেলার পর শুরু হচ্ছে নতুন ভোগান্তি। চিকিৎসকরা নিয়ম মেনেই রোগীর ডোজ অনুযায়ী প্রেসক্রিপশনে প্রয়োজনীয় ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছেন। কিন্তু হাসপাতালের ফার্মাসির দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে যখন রোগীরা কাউন্টারের সামনে দাঁড়াচ্ছেন, তখন তাঁদের শুনতে হচ্ছে ‘ওষুধ নেই’। মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে যে, এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলি বাইরে থেকে কিনে নিতে হবে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ফার্মাসির সামনে ভিড়।

যে ওষুধগুলি ফার্মাসিতে অমিল, সেগুলির নামের পাশে ফার্মাসিস্টরা পেন দিয়ে গোল বা টিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছেন। অভিযোগ, চিকিৎসকরা প্যারাসিটামল ৬৫০ লিখে দিলেও রোগীদের হাতে তার বদলে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্যারাসিটামল ৫০০ এমজির ওষুধ।

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা কামনা ঘোষকে চিকিৎসক অ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫০০ ও প্যারাসিটামল ৬৫০ লিখেছিলেন। ফার্মাসিতে অ্যাজিথ্রোমাইসিন না থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁকে বাইরে থেকে তা কিনতে হয়। কামনার কথায়, ‘আমার মতো অনেকেই ফার্মাসি থেকে এই ওষুধ পাননি। প্রেসক্রিপশনে গোল দাগ দিয়ে ফার্মাসিস্ট বাইরে থেকে ওষুধ কিনে নিতে বললেন। প্যারাসিটামলও ৬৫০-এর বদলে ৫০০ দেওয়া হয়েছে।’ কানের ব্যথা নিয়ে ভক্তিনগর এলাকা থেকে এসেছিলেন মিষ্টু ঘোষ। তাঁকেও অ্যামোক্সিসিলিন-ক্ল্যাভুলানেট ৬২৫ লিখেছিলেন চিকিৎসক।

এরপর আটের পাতায়

মেখলিগঞ্জের সোনিয়া 'কন্যারত্ন'

কোচবিহার, ১২ অগাস্ট : সাহসিকতার জন্য 'কন্যারত্ন' পুরস্কার পাচ্ছে মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের ছাত্রী সোনিয়া খাতুন। ১৪ অগাস্ট কলকাতায় যুব ভারতীতে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বিষয়টি সামনে আসতেই গোটা কোচবিহারের শিক্ষা মহলে জোর কৌতূহল শুরু হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস বলেন, 'সাহসিকতার জন্য সোনিয়া কন্যারত্ন পুরস্কার পেতে চলেছে। তার এমন কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা গর্বিত।'

সোনিয়ার বাড়ি প্রত্যন্ত ১২৫ খড়খড়িয়া গ্রামে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কল্পনা মহন্ত জানান, ছয়-সাত মাস আগে বাড়ির লোকজন তার বিয়ে ঠিক করেছিল। এই অবস্থায় সোনিয়া নিজে থেকেই চাইল্ড লাইন সহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ির বিশেষ অনুষ্ঠানে পুলিশ গিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। কল্পনার কথায়, 'আমরা ওকে কুর্নিশ জানাই। আগামীদিনেও এধরনের ঘটনার মুখোমুখি হলে ছাত্রীরা যেন সোনিয়ার মতো পদক্ষেপ করে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D. (S.S), N.B.M.C. Sub-Division, invites e-Tender for hiring inspection vehicle under this Sub-Division. NIQ No. 06 of 2026-27. Tender id : 2026_WBPWD_5018425_1. Bid submission start date (online) 14.08.26. from 09:00 a.m. Bid submission closing date (online) 24.08.2026. upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. (SS) N.B.M.C. Sub-Division. ICA-T15055(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 17) Tender Id: 2026_WBPWD_5018426_1, 2026_WBPWD_5018426_2, 2026_WBPWD_5018426_3, 2026_WBPWD_5018426_4, 2026_WBPWD_5018426_5 & 2026_WBPWD_5018426_6. Bid submission start date : 14.08.2026, 16:30 hrs. & Bid submission closing date : 21.08.2026 (Sl. No. 1, 2 & 3), & 29.08.2026 (Sl. No. 4, 5 & 6) at 10:30 hrs respectively. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T15058(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_11 of 2026-2027. Tender ID- 2026_PHED_1037676_1 to 2026_PHED_1037676_2. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) : - 22/08/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 02 (Two) nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T15008(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender for Construction of toilet complex & grill fixing at CMOH office campus in Coochbehar District vide Tender ref no: DHFWS/CBR/NIeT/CIV/26-27/08, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.coochbehar.nic.in and www.wbhealth.gov.in Any corrigendum will published in website only. Sd/- CMOH, Cooch Behar ICA-T14980(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5018476_1. Bid Submission end Date: 31.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T15074(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-tender for 4 (four) nos. Civil work. e-NIT No. 06 (Sl. 01 to 04) of 2026-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5018438_1 to 4. Bid submission start date (online): 17/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online): 31/08/2026 at 11:30 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T15076(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD e-NIQ Corrigendum
Last date & time of Bid Submission of Online tender eNIQ-06 of 26-27 [ID:2026_WRDD_1034919_1 to 2], Tender Reference number- WRDD/EDAM /MLD-I/eNIQ-06/2026-27 has been invited by the Executive Engineer(A-M), Malda-I (A-M) Division, at Madhabnagar, Mokdumpur, Malda-732103 is 17.08.2026 upto 14.00 Hrs. instead of 10.08.2026 upto 14.00 Hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website (https://wbtenders.gov.in).
Sd/-
Executive Engineer(A-M),
Malda-I(A-M) Division, Madhabnagar, Malda.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MD/NIeT_05 of 2026-2027, Vide NIeT memo no. 3046/MD, Dt-10/08/2026. Tender ID- 2026_PHED_1037312_1 to 2026_PHED_1037312_71. Last date for submission of Technical and Financial Bid (online) :- 28/08/2026 upto 5:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Annual Operation Maintenance & Emergent repair of pipe line of distribution system & Rising main and IEP Govt. property of different Places under Malda Division, P.H.E. Dte. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, P.H.E. Dte., Government of West Bengal. ICA-T15002(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge Tender Notice of Re-E-NIT No. 03/RATION(DOG)/BUDGET/GWLD/2026-27(2nd Call)
An e-tender is being invited by the Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri for "Supply of Feed Materials for Departmental Sniffer Dog (1 No.)" under Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on monthly basis for the F.Y. 2026-27. Details of which may be had from this office during the office hours or may be seen on Website: www.wbtenders.gov.in Name of Work : "Supply of Feed Materials for Departmental Sniffer Dog (1 No.)" under Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri on monthly basis for the F.Y. 2026-27. Last Date of Bid Submission : 21.08.2026 up to 17:00 hours. Sd/- Dwijaa Pratim Sen, IFS, Divisional Forest Officer, Gorumara Wildlife Division, Jalpaiguri. ICA-T14975(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Chanchal Sub-Division, Chanchal, Malda Notice Inviting e-Quotation for the work of - Hiring one no. of Inspection vehicle (Bharat Stage-VI or higher emission standard Luxury Motor Cab with Diesel Engine/CNG) on Monthly temporary basis for official use of the Assistant Engineer, Chanchal Sub-Division, PWD, Chanchal, Malda. Tender ID: 2026_WBPWD_5018038_1. e-NIQ No. 01 of 2026-27 of the AE, PWD, Chanchal Sub-Division, Chanchal Malda. Bid submission start date & time (online): 10.08.2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 19.08.2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.Q. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Chanchal Sub-Division, Chanchal, Malda. ICA-T15022(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. - NIT Reference No. :- WBMSCL/NIT- 669/2026 Dated- 10/08/2026 West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System and RO plant (including consumables, spares etc.) for Falakata Super Speciality Hospital during the year 2026-27 and 2027-28 (2 years)." Last date of submission of bid (online)- 27.08.2026 upto 3:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on 13.08.2026 at 11:00 A.M. request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T14981(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Deputy Director of Agriculture (Admn.), Alipurduar invited e-tender vide-e-NIT NO: WB/AGRIL/DDA(ADMN)/APD/01/26-27, Dated, 05.08.2026. Tender Id: 2026_DOA_5017946_1 to 2026_DOA_5017946_11. (Sl. No. 1 to 11). Last date of bidding (On Line) Dated_05/09/2026 upto 06:30 PM. Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in Sd/-Deputy Director of Agriculture (Admn.) Alipurduar. ICA-T15068(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Auction Notice
Principal. Govt. I.T.I, Jalpaiguri Invites e-Auction vide NIA No. ITI Jalpaiguri/e-Auction-01/2026-27 dated: 21-07-2026 and NIA No. ITI Jalpaiguri/e-Auction-02/2026-27 dated: 21-07-2026, Auction ID: 2026_WB_5686 and 2026_WB_5690 for sale of Ten (10) items / lots and four (04) items / lots comprising different condemned unserviceable old Machinery, Ferrous Metal / Alloy scrap / scrap items pertaining to different trades of Govt. I.T.I Jalpaiguri, "As Is Where Is" basis. Date of publishing N.I.A (Online): 20/08/2026 at 17:00 hours, Last date of submission, 10/09/2026 up to 16:30 hours. The details of the e-Auction are available on the website, https://e-Auction.gov.in. Sd/- Principal, Govt. ITI Jalpaiguri ICA-T14993(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Quotation for One no. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.inNIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/23/2026-2027. NIQ ID: 2026_WBPWD_5018347_1. Bid submission End Date for the works : 31.08.2026 upto 02.00 PM. Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors Note:- Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only Sd/-Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division. Siliguri. ICA-T15035(3)/2026

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ-এর চুক্তি
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ RN-ST-19-2026-27, তারিখঃ 10-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ রঙিয়া ডিভিশনে বিজি-I সেকশন (চাংসারি-ডাংতল)-এ ২ (দুই) বছর সময়ের জন্য এফটুনিক মেক ডেটালগারের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ-এর চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,৩০,২৩৩.৪৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩০,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং ০৭-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় সিনি. ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি)/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the E.E./NBDD Vide NIeT No. 23 (Sl-01 to 12) of 2026-27 & NIeT No. 24 (Sl-01 to 08) of 2026-27 of the E.E, NBDD. Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in.
Sd/- Executive Engineer
North Bengal Development Department

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer, Sadar Block, Jalpaiguri
আজ ১৩.০৮.২০২৬ তারিখ নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা ব্লক অফিস সহ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, সংঘ সমবায়ের অফিসে প্রকাশ করা হল, বিস্তারিত জানতে ব্লক অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
সংঘ সমবায় সমূহ :
1. ক্লাস্টার বাহাদুর মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
2. বোয়ালমারী নন্দনপুর আশ্রিতা মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
3. গড়ালবাড়ি মাতঙ্গিনী মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
4. খারিজা বেরুবাড়ি-১ প্রগতি মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
5. খারিজা বেরুবাড়ি-২ স্বপ্নদ্বীপ মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
Sd/-
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-NIT (Item Rate) invited for the work "Ancillary electrical works for Setting up of 50 Bedded Critical Care Hospital Block at Malda Medical College & Hospital, Malda. (Electrical Work) - SITC of AC Machine. Tender ID: 2026_WBPWD_5018381_1. Last date of bid submission 08.09.2026 up to 14:00 Hrs. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- Superintending Engineer, P.W.D, Northern Electrical Circle Malda. ICA-T15044(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Darjeeling Electrical Division invites e-tender for the work of "Annual Comprehensive Maintenance contract of Split, RAC and 6 body mortuary chiller Air-Conditioning Machine installed under Various site of Islampur Electrical Sub-Division. (For One Year)." [e-NIT No. WBPWD/EE/DED/e-NIT- 35 of 2026-27. Estimated amount Rs. Item Rate. Tender ID: 2026_WBPWD_5018371_1. Bid Submission start date (Online): 12.08.2026 09:00 A.M. Bid Submission closing date (Online) : 27.08.2026 at 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: www.tenders.wb.gov.in Sd/- A. R. Prodhan, Executive Engineer, PWD, Darjeeling Electrical Division. ICA-T15047(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
No. AGRI/COB/e- NIT-02/2026-27 & AGRI/COB/e- NIT-03/2026-27Dated 04.08.2026. (https://wbtenders.gov.in) Procurement rate contract of Pendimethalin 30% EC, Quizalofopethyle 10 % EC (100 ml) & CRIJAF MULTI ROW SEED DRILL & NAIL WEEDER to the O/o the Asst. Director of Agriculture of twelve blocks of Cooch Behar District from the Bonafide Manufacturer/Authorized Agencies/ Dealers/Principal Suppliers only. Last date of application for tender papers:- 30.09.20266.00PM. Details of advertisement will be available at O/o the DDA(Admn.) Cooch Behar Sd/-Deputy Director of Agriculture (Admn) Cooch Behar. ICA-T15067(3)/2026

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ 41/W-2/APDJ, তারিখ: 10-08-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নংঃ 15-AP-I-2026। কাজের নামঃ শ্রীরামপুর (আসাম)-নিউ বানেশ্বর-শ্রীরামপুর (আসাম)- এসএসই/ওয়ার্কস/নিউ আলিপুরদুয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্যক্তিগতভাবে ২০৪ কোয়ার্টার -এর জন্য জল ট্যাঙ্কের স্টেজিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৫৪,৩৯,৩৭৫.২৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/পার্কিং/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫, তারিখ : ০৭.০৮.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের ভাগলপুর(বিজিপি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-১৮-২০২৬; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় : ২৪.০৮.২০২৬, বেলা ১১টায়। লট নম্বর : পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-পিসিসিভি-৬৯-২৬-১; স্টেশনঃ ভাগলপুর। সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস-ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-163/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ EL_TRD_10_26-27; তারিখঃ 07-08-2026; (বিড নংঃ EL_TRD_10_26-27)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ মেকানিক্যাল কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজঃ "এমইএমইউ স্টক-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিলিগুড়ি জংশনে ডেমু শেডের সম্প্রসারণ"। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৩,৬৬,৪২৯.৭০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৭,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৪ তারিখঃ ১০.০৮.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন খ্যাতনামা ফার্ম/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৪; কাজের নামঃ মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে মর্চুয়ারি ও রেফ্রিজারেটর সহ উইন্ডো রুম এয়ার কন্ডিশনার, স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার এবং ওয়াটার কুলারের ০৩ (তিন) বছরের জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ৮৮,৫৯,৫৭৪.১৯; বায়না অর্থঃ ₹ ১,৭৭,২০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ডঃ সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/ এমএলডিটি; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MLD-162/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED e-TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte, Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 10 of 2026-2027" for (02) two nos work having Tender ID : 2026_PHED_1037444_1 and 2026_PHED_1037444_2 under Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte. The Tender Document collection and submission from 12.08.2026, 10:00 A.M. to 27-08-2026, 2:00 P.M. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD P.H.E. Dte. ICA-T15015(3)/2026

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.-03(2026-27) (MGNREGA) Memo No-3153/BDO, dated-11.08.2026 & eNIT No.-04 (2026-27) (MGNREGA) Memo No-3154/BDO, dated-11.08.2026 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25.08.2026 upto 11:00 AM. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://tenders.wb.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/- BDO Balurghat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIQ for the work of "Supply of 1 (One) No Good condition Motor Cab with commercial permit with driveron per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W (Roads) Directorate, Malda." of e-NIQ No.-02/2026-27/AE/GHSD/PW(R)D. Tender ID : 2026_WBPWD_5018358_1. Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 17.08.2026 up to 2:00 P.M. Time of Opening of the Bid Doc. 19.08.2026 at 02:30 P.M. (online). Details of e-N.I.Q and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, GHSD, PWRD, GOVT OF W.B. ICA-T15050(1)/2026

অবশিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের সম্পাদন
টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিই/সিওএন/আরই/এমএলজি/০২/২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ইএলসি-আরই-এমএলজি-০৪-২৫-২৬-আরটি২। কাজের নামঃ ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এবং বেবেজিয়া, বক্সো, গোয়ালপারার ট্রান্সমিশন লাইনের ১৩২ কেভি সুইচ য়ার্ডের অবশিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের সম্পাদন। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৭০,৮২,৭০৪.৪৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১১,৪১,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে- ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিইই/সিওএন/লামডিং, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"একান্তচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম
কাটিহার মণ্ডলের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-আরজিজে-২৬		
এসাইন্ড সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-আরজিজে -এমএক্স- ১৮৭-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রড)	কাটিহার মণ্ডলের রায়গঞ্জে তিন বছরের জন্য দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত ও চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৮-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৩ তারিখঃ ১০.০৮.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক স্বচ্ছলতাসম্পন্ন খ্যাতনামা ফার্ম/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৫৩; কাজের নামঃ মালদার ডিআরএম ভবনের কন্ট্রোল রুমে স্থাপিত স্ক্রল কম্প্রেসার সহ ৫ x ১১ টন ক্ষমতার এয়ার কুলড স্ক্রোল মাউন্টেড প্যাকেজড ইউনিট এয়ার কন্ডিশনার এবং মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের ওটি-তে অবস্থিত ২ x ৭.৫ টন প্যাকেজড এসি প্ল্যান্টের ৩ বছরের জন্য ওভারহলিংসহ দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ২৯,৮২,৪১৫.৬৫; বায়না অর্থঃ ₹ ৫৯,৭০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ১৮.০৮.২০২৬ থেকে ০১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ডঃ সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/ এমএলডিটি; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MLD-161/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Repair and improvement of Old NH-34 road by potholes repairing, premix carpet with seal coat and providing table top hump at different stretches in the district of Malda, under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5018387_1, Estimated Amount: Rs. 13,66,241.00, e-NIT No. 11 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 14/08/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 28/08/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T15043(3)/2026

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER No-
i) 01/SECY/MZRMC/26-27 (Sl No- 1 to 6), Dated-11/08/2026 Memo No-388/MZRMC/2026, Dated-11/08/2026
ii) 02/SECY/MZRMC/26-27 (Sl No-1), Dated-11/08/2026 Memo No-389/MZRMC/2026, Dated-11/08/2026 and N.I.Q No. 01/SECY/MZRMC/26-27, Dated-11/08/2026 Memo No-390/MZRMC/2026, Dated-11/08/2026
On behalf of Secretary MZRMC invites e-tender (online). Tender ID for
i) NIT No-01/SECY/MZRMC/26-27 (Sl No- 1 to 6), Dated-11/08/2026 is 2026_WBSMB_5018424_1 to 6
ii) NIT No-02/SECY/MZRMC/26-27 (Sl No-1), Dated-11/08/2026 is 2026_WBSMB_5018428_1
ii) NIQ No. 01/SECY/MZRMC/26-27, Dated-11/08/2026 is 2026_WBSMB_5018419_1 to 2.
Details information download/upload will be available from website- https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Secretary
Malda Zilla RMC Malda
Memo No : 566(2)/DICO/MLD. dt-12.08.2026

Government of West Bengal
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites Item Rate electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms/companies/individual contractors for the following works : Tender No.-NIT 037/ENGG/ELECT/2026-27 of SJDA Name of Work : Supply,Installation, Testing and Commissioning of Smart Entry/Exit management System comprising Automatic Boom Barrier, POS Terminal and Online Application Software with cloud Hosting for parking area at Mela Ground, Kanchanjungha Stadium Money-Rs. 15,000.00 , Tender Documents Sale/Download Start Date & Time 13.08.2026 at 4:00 PM and Bid Submission End Date & Time-31.08.2026 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals-03.09.2026 at 11:00 AM Date of opening of Financial Proposals- to be notified after technical evaluation Corrigendum if any will be published in website only All details can be obtained from the website-www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353)2512922, 2515647.
Sd/- Chief Executive Officer

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2nd Floor), A. C. Market, Malda - 732101.
e-Mail: med.malda@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
e-Tenders are invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for Canal Cleaning Work as per the detail given below: NIeT No. - 02 of EE/MED/MLD/2026-2027(2nd Call) : Name of the ULB & Work 1 : Canal Cleaning from Gangarampur Municipality Office via Bandha More Lock Gate to Punarvabha River in Ward No.- 13,14 & 16 within Gangarampur Municipality, Dakshin Dinajpur. Tender ID : 2026_MAD_5017809_1. Amount Put to Tender Rs. 17,70,633/- 2 : Canal Cleaning from Dhal Dighi via Barabazar Lock Gate to Punarvabha River in Ward No.- 07 & 11 within Gangarampur Municipality, Dakshin Dinajpur. Tender ID : 2026_MAD_5017809_2. Amount Put to Tender Rs. 21,91,387/- 3 : Canal Cleaning from Rabindra Bhavan via Kartabya Sangha to Punarvabha River in Ward No.- 05,13 & 14 within Gangarampur Municipality, Dakshin Dinajpur. Tender ID : 2026_MAD_5017809_3. Amount Put to Tender Rs. 16,44,160/- 4 : Cleaning High Drain from i) Annapurna Hotel (High Road) via Gangarampur Municipality office to Kaldighi hospital in Ward No.- 13,16 & 18, ii) Rabindra Pally to Mission More in Ward No.- 17 within Gangarampur Municipality, Dakshin Dinajpur. Tender ID : 2026_MAD_5017809_4. Amount Put to Tender Rs. 22,36,730/- Date of publishing online: 13th-August-2026 at 11:00 A.M. Last date of submission online : 31st-August-2026 at 02:00 P.M. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Division, M. E. Directorate. ICA-T14972(3)/2026

আলীপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজের লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম
আলীপুরদুয়ার ডিভিশনে বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজের লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিসিএল-লিজ। বিবরণ: এসএলআর কোচে পার্সেলের স্থান (একক কামরা)। লট নিলাম শুরুর সময় (সকল লট): ২৪-০৮-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায়; একক দর: প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স ফি; মেয়াদ: ১০৯৬ দিন;

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৮-২৬ তারিখ ১১:৩০ টায়
এএ/২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৬-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৮-২৬ তারিখ ১১:৪০ টায়
এএ/৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	২৪-০৮-২৬ তারিখ ১১:৫০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড : ৩০ মিনিট। পরবর্তী লট বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের www.ireps.gov.in ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, আলীপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

তাজ স্পাইস হোটেল & রেস্টুরেন্ট
তাজ স্পাইস হোটেল & রেস্টুরেন্ট, শিলিগুড়িতে নিয়ে এসেছে সুস্বাদু বাঙালি খাবারের হোম ডেলিভারি। সেইসঙ্গে বাইপাস রোডে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশে নিরিবিলি পরিবেশে A/C & Non A/C) বসে খাবারের ব্যবস্থা আছে। মোবাইল নম্বর - 9635511168/8918326845/8759198382. (C/122972)

আমন্ত্রণ
আগামী ২১/৮/২৬ শুক্রবার, দুপুর ১২ টায় মোহিতনগর কলোনী তারা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটি গঠনের সভায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় পরিচালনায় যুক্ত সদস্যগণ, বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী, প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোগী তাঁদের পরিবারের বর্তমান সদস্যদেরকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। -প্রধান শিক্ষক। (C/123294)

Amarpati Lions Citizens Public School
Eastern Bypass, Siliguri
(A CBSE affiliated Co-Educational School)
Invites application for **PRT & TGT Teachers** for all subject. TGT teachers should be B.Ed with minimum 4 years of teaching experience
Please apply with full resume at alcpsslg@gmail.com
Cont. 7699995532

অ্যাফিডেভিট
D.L. No- WB 7120160912841 আমার নাম ভুল থাকায় গত 16/7/26 জলপাইগুড়ি নবাববাড়ি জুডিশিয়াল কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sariful Islam এবং Soriful Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123110)
•
তুফানগঞ্জ জেএম কোর্টে 5/8/26 এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Elora Parvin, এবং আমার ছেলে Iliyas Rahaman এর জন্ম সংশাপত্রে মায়ের নাম হিসেবে আমি Elora Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (T/A)
•
আমি, Rakesh Verma আমার ভোটের কার্ডে ভুলবশত, Huro Mahato উল্লেখ থাকায়, গত 21/5/26 তারিখে জলপাইগুড়ি LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Huro Mahato থেকে Huro Verma বলে পরিচিত হলো - উভয় একই ব্যক্তি। (C/113882)

কর্মখালি
Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের ঃ- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602379600 (C/122973)
•
সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9635658503 (C/122970)
•
শিলিগুড়িতে মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন - 15000/-, পেট্রোল আলাদা। 8116743501. (C/122969)
•
বিদ্যালয়ে স্নাতক কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজন। জীবনপঞ্জী দিয়ে সাত দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। ট্রেনিং প্রাপ্তরা অগ্রাধিকার। মো: 9002388661-প্রিন্সিপাল। (S/C)
•
Wanted A.T. Qualification B.Sc. (Pass) Physical Science., B.Ed. Against Maternity Leave Vacancy upto 25-11-26. Reserved for UR (PwBd) Apply within 10days, Headmaster, Dhalpal High School, Vill & P.O.- Dhalpal, Dist-Cooch Behar, Pin-736159. (D/S)

আজ টিভিতে

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড সন্ধে ৬.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ হিম্মত, দুপুর ১.০০ বাঘবন্দি খেলা, বিকেল ৪.১৫ টেকো, সন্ধে ৬.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, রাত ৯.১৫ জিও পাগলা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ লে হালুয়া লে, দুপুর ১.৩০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৪.৩০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ মহান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ রুদ্র দ্য ফায়ার, দুপুর ১২.০০ শতরূপা, ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ চিতা, ১০.৩০ মর্জিনা আবদাল্লা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দিদি আমরা মা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবুজ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ৯.৫৪ গঙ্গোত্রী, দুপুর ১২.০২ ফুকরে গ্যাং, ২.২৪ টার্বো, বিকেল ৫.২৩ শ্রীনিবাস কল্যাণম, সন্ধে ৭.৫৫ ঝুন্ড, রাত ১১.৩২ ফাইনাল ডেস্টিনেশন ব্লাডলাইনস

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫০ আগ, দুপুর ১.৪৪ অওলাদ, বিকেল ৪.৪৯ ইয়ারানা, সন্ধে ৭.৫০ ওয়াক্ত কি আওয়াজ, রাত ১০.৪৯ দিলদার

ঝুন্ড সন্ধে ৭.৫৫ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে খুব ঠান্ডা মাথায় কাজের সমাধান করার চেষ্টা করুন। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকুন। প্রেমের জটিলতা কাটবে। বৃষ : আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় একটু মানসিক চাপ থাকবে। প্রিয় বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতা কেটে যাবে। মিথুন : সংসারের আর্থিক সমস্যা সামলাতে পরিবারের সব সদস্যের সহযোগিতা পাবেন। আজ খুব সতর্কভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। কর্কট : যৌথ ব্যবসায় উন্নতি। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। ব্যক্তিগত কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সিংহ : না জেনেবুঝে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন পদ পাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে। কন্যা : আর্থিক লেনদেনে শুভ ফল আশা করতে পারেন। দাম্পত্যে আনন্দ বজায় থাকবে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। তুলা : ব্যবসায় টাকাপয়সার লেনদেন সাবধানে করুন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন। ঠান্ডা লেগে বিপত্তি হতে পারে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রু থেকে একটু সতর্ক থাকুন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। ধনু : কোনও ধার্মিক মানুষের সংস্পর্শে মানসিক অশান্তি দূর হবে। চাকরিতে কাজের চাপ কমবে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। মকর : পরিবারের কারও স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হতে পারে। অপরিচিত লোকের কথায় প্রভাবিত হয়ে কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগ করবেন না। কুম্ভ : অতিরিক্ত আমোদপ্রমোদের জন্য আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। মীন : সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চালুন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ২২ শ্রাবণ, ১৩ অগাস্ট ২০২৬, ২৭ শাওন, সংবৎ ১ শ্রাবণ সুদি, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।১০। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৯।৫৩। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৭।৫২। বরীয়ানযোগ দিবা ৩।৪। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১০।৪৫ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।৫৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৭।৫২ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৯।৫৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৯।৫৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৫৬ গতে ৬।১০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪২ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৫২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ৭।৫২ গতে ২।৫৬ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দিবা ২।৫৬ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ঝুলনযাত্রারম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ১০।২০ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ – রাত্রি ১২।৪৪ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লালবাড়ির পুনর্বিন্যাস প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : রাজ্যে পুরভোটের আগে বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংশোধনী বিল। বুধবার এই বিল পাশের ফলে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়তে চলেছে। ইতিমধ্যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে কলকাতার ছোট লালবাড়িতে। বৃহস্পতিবার থেকে মোট চার দফায় বোরো ভিত্তিক বৈঠকের ডাক দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন কলকাতা পুরপ্রশাসক স্মিতা পান্ডে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, কর আদায়, রাস্তা-ঘাট-নিকাশি ব্যবস্থা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে বলে খবর পুরসভা সুত্রে। বিজ্ঞপ্তিটি কলকাতা পুরসভার পুরসচিব, যুগ্ম পুরসচিব, এলাকার বিধায়কদেরকেও পাঠানো হয়েছে।

এসবের মধ্যে বুধবার দুপুরে আচমকাই কলকাতা পুরসভায় গিয়ে পুরপ্রশাসক স্মিতা পান্ডের সঙ্গে দেখা করেন কালীঘাট তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলার বৈশ্বনর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। পুনর্বিন্যাস সময়ের দাবি কিন্তু তার পদ্ধতিগত কিছু প্রশ্ন তুলে পুরপ্রশাসকের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন তাঁরা।

ফের হাজিরা

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : শালবনির জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় বুধবার ফের ভবানীভবনে হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়। সকাল ১০টা নাগাদ সিআইডি দপ্তরে পৌঁছে যান তিনি। সুমিতকে মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার চিন্তাভাবনা করছেন তদন্তকারীরা।

তথ্য তলব

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : বেআইনিভাবে ইউনেসকোর নাম ও লোগো ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো ও প্রিভিলেজ পুজো এনট্রির টিকিট বিক্রির অভিযোগে বিপাকে পড়লেন প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন। তাঁদের সংস্থা মাস আর্টের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তলব করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

পাচার করা হচ্ছিল রেল ও নৌসেনার তথ্য : এসটিএফ

জালে পাক চর

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : ২০১২ সাল থেকে এই রাজ্যেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল সন্দেহভাজন পাক নাগরিক রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলম। নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী ও রেলের তথ্য পাচার করছিল রানা। শেষ পর্যন্ত বনগাঁ-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এসটিএফের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত। বুধবার সীমান্ত থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে হাবড়ায় তল্লাশি চালিয়ে রানাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ভুয়ো আধার কার্ড সহ বিভিন্ন ভারতীয় নথি। স্বাধীনতা দিবসের আগে এই পাক নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এসটিএফ সূত্রে খবর, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন আইএসআইয়ের চর হিসেবে কাজ করছিল রানা। আদতে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের বাসিন্দা সে। নেপাল থেকে বেআইনিভাবে দেশে প্রবেশ করেছিল সে। তার গ্রেপ্তারির সূত্র ধরে তপসিয়া থেকে মহম্মদ ইজাজ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, কলকাতায় বসে ভুয়ো নথি তৈরি করে রানাকে সাহায্য করছিল সে। তার সঙ্গে রানার সরাসরি যোগাযোগ ছিল। দুজনেই আইএসআইয়ের সঙ্গে যুক্ত। আইএসআইর-এর 'হ্যান্ডেলার' হিসেবে নেপাল থেকে ভারতে ঢুকেছিল রানা।

রাজ্য থেকে একের পর এক জঙ্গির গ্রেপ্তারি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। এদিন উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের সঙ্গে

> **এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী সক্রিয়তা এ রাজ্যে নতুন নয়। এসব আগেও হত। এখন যেহেতু পুলিশ ও এসটিএফ কাজ করছে তাই আপনারা জানতে পারছেন।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বৈঠকের পর নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী সক্রিয়তা এ রাজ্যে নতুন নয়। এসব আগেও হত। এখন যেহেতু পুলিশ ও এসটিএফ কাজ করছে তাই আপনারা জানতে পারছেন।' তিনি আরও বলেন, 'গত ২ বছরের ঘটনাক্রম দেখুন। হরিহরপাড়ায় যে গ্রেপ্তারি হয়েছিল তা অসম এসটিএফ করেছিল। বাংলার এসটিএফ করেনি। ক্যানিংয়ে যে জাভেদ মুন্সি গ্রেপ্তার হয়েছিল তাকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এসটিএফ ধরেছিল। আগে অন্য প্রদেশের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। এখন রাজ্য পুলিশ করছে।' রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একসঙ্গে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, '১৫ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যা করে গিয়েছে এগুলি তার ফল। আজকের জায়গায় জায়গায় জঙ্গি, রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে তাদেরকে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এগুলি পরিষ্কার করতে আমাদের সময় লাগবে। সাধারণ মানুষকে বলতে চাই, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখলেই আমাদের খবর দিন। সব বসে আছে স্লিপার সেল চারদিকে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

সম্প্রতি জঙ্গি সন্দেহে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এসটিএফ। তাদের সঙ্গে আইএসআই এবং পাকিস্তানের কুখ্যাত গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির গোষ্ঠীর যোগ ছিল। তাদের নিশানায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রীরা। কিন্তু রানার ক্ষেত্রে অভিযোগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অভিযুক্ত সরাসরি পাকিস্তানেরই বাসিন্দা। তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন, রেল ও নৌসেনার তথ্য পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছিল। সেই তথ্য হাতে এসেছে। তপসিয়ায় থেকে টুকটাক কাজ করত সে। বিশেষত কাঠমান্ডু থেকে কাজকর্ম চালাত রানা। কাজের জন্য প্রায় ভারতে আসত সে। সম্প্রতি কাঁকরভিটা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল। কলকাতা থেকে বনগাঁ সীমান্তে যাওয়ার সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যশোর রোড এলাকায় তাকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আধার কার্ডে তপসিয়ার ঠিকানা ছিল এবং এই রাজ্যে ওয়াহাব নামে পরিচিত ছিল। ইতিমধ্যেই দুজনের থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। তপসিয়ার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সম্প্রতি এসআইআর-এর সময় বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল সে। স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজ্যে বড়সড়ো নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিন পাক গুপ্তচর রানাকে বারাসত আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে এসটিএফ।

আদ্যাপীঠ মন্দিরে অ্যাম্বুল্যান্স ও মেডিকেল ইউনিটের উদ্বোধনের পর। বুধবার দক্ষিণেশ্বরে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'ছেড়ে পালালেন কেন'

ওয়ার্ড বৃদ্ধিতে ববিকে কটাক্ষ সজলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়ানো সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। পুর পরিষেবা আরও উন্নত করতেই এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি শাসকদলের। বিজেপির দাবি, গত পুরবোর্ডে নিজেদের ব্যর্থতা ও দুর্নীতির দায় এড়াতেই এই পদক্ষেপ।

বিতর্কে অংশ নিয়ে বিধানসভায় বিজেপি বিধায়ক তথা কাউন্সিলার সজল ঘোষ সরাসরি নিশানা করেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। কড়া সুরে তাঁর প্রশ্ন , '৬ মাস তো সময় ছিল, ছেড়ে পালালেন কেন?' পালটা জবাব না দিয়ে ফিরহাদ মুখ্যমন্ত্রীর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। বিজেপি এতে তৃণমূলের 'সেমসাইড গোল'-এর ইঙ্গিত পেলেও মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সরকার বদলের পর পুরপ্রধানদের পদত্যাগের হিড়িক নিয়ে বিজেপি দাবি করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনরোষ থেকে বাঁচতেই তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন। হাওড়ায় বেআইনি আবাসন ও ঠিকাদারদের প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে উমেশ রাইও ফিরহাদকে বিঁধেছিলেন। ফিরহাদ অবশ্য ঠিকাদারদের সঙ্গে মন্ত্রীর গোপন বৈঠকের খবর তুলে পালটা জবাব দেন।

বালি পুরসভাকে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত ও পরে বিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েও বিজেপি সরব হয়। এই বিষয়ে তৎকালীন মেয়র রথীন চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ উঠতেই রুষ্ট হন আসানসোলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র তিওয়ারি। অধিবেশনে অনুপস্থিত কারও নাম নিয়ে অভিযোগ তোলা যাবে না

বলে তিনি অধ্যক্ষের কাছে আপত্তি জানান। ফিরহাদ বলেন, 'তুমি তো আমার অধীনেই কাজ করতে, নাম না নিয়ে কীভাবে বলতে হয় তা আমি জানি।' তবে দু'পক্ষের উত্তপ্ত বাক্যবাণের পর অধ্যক্ষ সেই বক্তব্য কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সব ওয়ার্ডে সমান জনসংখ্যা নেই। সরকার চায় ভৌগোলিক আয়তন কমিয়ে ওয়ার্ডগুলোর বৈষম্য দূর করতে। যাতে সকলেই সমান পুর পরিষেবা পান।

বিরোধীরা এই বিলের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে দ্বিমত না হলেও, প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, আগাম সিদ্ধান্ত না জানিয়ে আগে সাধারণ বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। সাবেক মেয়র ফিরহাদ হাকিমও বলেন, 'এটি আমলাদের হাতে না রেখে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত করা উচিত।' অন্যদিকে, জাভেদ খান আশঙ্কাপ্রকাশ করে জানান, ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা ও সম্প্রদায়ের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করলে সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

বিরোধীদের বক্তব্য, রাজনৈতিক স্বার্থে সীমানা বদল করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'ওয়ার্ডভিত্তিক মানচিত্র চূড়ান্ত করার আগে অন্তত দু'বার সর্বদল বৈঠক হবে। নিয়ম মাফিক খসড়া প্রস্তাবে অভিযোগ ও দাবি জানাতে পারবেন।' তবে কী তথ্যের ভিত্তিতে কলকাতার ওয়ার্ড সংখ্যা ২০৯ এবং হাওড়ার ওয়ার্ড ৬৮টি নির্দিষ্ট করা হল, সেই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি।

স্থগিত কাউন্সেলিং

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পরেও থমকে গেল একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর আচমকা কাউন্সেলিং স্থগিতের সিদ্ধান্তের জেরে চরম অনিশ্চয়তায় হাজার হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ। প্রতিবাদে বুধবার উত্তাল হয়ে উঠল সল্টলেকের বিকাশ ভবন চত্বর। 'স্কুল সার্ভিস কমিশন চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে'- এই অভিযোগে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। কমিশনকে 'কুম্ভকর্ণ' আখ্যা দিয়ে আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন, সরকার বদলালেও তাঁদের দুর্ভোগের ছবিটা বদলাচ্ছে না কেন?

এদিন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আনটেইনটেড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর ব্যানারে করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। এরপর কমিশন, পর্ষদ ও বিকাশ ভবনে তাঁরা ডেপুটেশন জমা দেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জটিলতা

অভিযানে চাকরিহারা শিক্ষকরা

দ্রুত মিটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। না পারলে সময়সীমা বাড়ানোর দায় পর্ষদকেই নিতে হবে। এমনকি নিয়োগের গতি বাড়াতে মেডিকেল ভেরিফিকেশন পরে করার প্রস্তাবও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

সংগঠনের সভাপতি মৃণ্ময় মণ্ডল উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'আমরা কোনওরকম দোষ না করেই সাজা পাচ্ছি। আমরা কোর্টের মানদণ্ডে দণ্ডিত। বিগত সরকারের আমলে যে আধিকারিক, মন্ত্রী, নেতারা চুরি করল, তাঁরা কোনও শাস্তি পেল না। অথচ সাজা পেলাম আমরা। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রক্রিয়াটা শুরু হতেই ওবিসি জটে সব থেমে গেল। বহু শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন।' কমিশন সূত্রে খবর, ১৪ অগাস্ট থেকে সাড়ে সাত হাজার শিক্ষকের তথ্য যাচাইয়ের কথা ছিল। কিন্তু ওবিসি সংরক্ষণের নতুন জটিলতা এড়াতে আপাতত তা স্থগিত রাখা হয়েছে।

পালটা রং

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : ফের বদলে গেল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের টিকিট কাউন্টারের দেওয়ালের রং। সাদা রং থেকে গেরুয়া রঙে আবৃত হল। বুধবার শিবপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের উপস্থিতিতে ওই দেওয়ালে ফের গেরুয়া রং করা হয়।

অ্যাকাডেমি চত্বরে ওঠে 'জয় শ্রী রাম' ও 'বন্দেমাতরম' স্লোগানও। ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগেই নাট্যজগতের শিল্পীদের একাংশ অ্যাকাডেমির ওই দেওয়ালের গেরুয়া রং মুছে সাদা করে দিয়েছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলের একাংশের সমর্থক অ্যাকাডেমির টিকিট কাউন্টারের দেওয়াল গেরুয়া করে দেন।

রেললাইনে মাথা দিয়ে ঘুম

নকশালবাড়ি, ১২ অগাস্ট : আত্মহত্যা করতে গিয়ে রেললাইনে শুয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন কেউ। কিন্তু ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় সেই রেললাইনেই যদি ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে কেমন হবে! গল্পের বইয়ে বা হাসিঠাট্টার রিয়েলিটি শো-তে এমন কাহিনী শোনা যায়। তা বলে বাস্তবেও! বুধবার নকশালবাড়ির হাতিঘিসায় কিন্তু তেমনই এক ঘটনা ঘটেছে।

পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে রেললাইনের ধারে চলে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তারপর শুরু ট্রেনের জন্য অপেক্ষা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে কখন যে দুই চোখের পাতা এক হয়ে গিয়েছে, টেরও পাননি। হঠাৎ ট্রেনের শব্দে ঘুম ভাঙে। কাঁচা ঘুম ভাঙা মাথায় তখন আবার আত্মহত্যা করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন সেই তরুণ। শিয়রে ট্রেন দেখে পড়িমরি করে পালাতে যান। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন ঠিকই, তবে শেষমুহূর্তে উঠতে গিয়ে শিলিগুড়ি-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন সেই অভিমানী তরুণ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাট যাচ্ছিল ট্রেনটি। হাতিঘিসার কাছে লাইনে ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে ট্রেনের গার্ড বিষয়টি চালককে জানান। ট্রেন থামিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, জখম ব্যক্তি মূলত ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে সপরিবার অটল চা বাগান এলাকায় থাকেন তিনি। তাঁর হেপাজত থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে বলে রেল পুলিশ সূত্রের খবর। তা থেকেই জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি রেললাইনে আত্মহত্যা করার জন্য শুয়েছিলেন। তবে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে রেল পুলিশ।

ট্র্যাক্টর সহ ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১২ অগাস্ট : মহানন্দা নদী থেকে বেআইনিভাবে মাটি কেটে পাচারের চেষ্টা রুখল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় নাইজার হোসেন (২৪) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত হরদিগছ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশি অভিযানে ছোট হাপতিয়াগছ এলাকা থেকে একটি ট্র্যাক্টর আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেটিতে মাটি বোঝাই ছিল। চালক কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। জেরায় চালক স্বীকার করে নেন, মহানন্দা থেকে বেআইনিভাবে মাটি কেটে সুদামগছ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ট্র্যাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : এটিএম প্রতারণা কাণ্ডে গ্রেপ্তার জগন্নাথ ঘরামিকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিকে, এদিন পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগে সাইবার সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত পৃথক ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার এটিএম প্রতারণার চক্রের এই সদস্যও গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা ১০টা বিষয়কে সামনে রেখে সাইবার সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছি। সমস্ত বয়সিরা এব্যাপারে সতর্ক হলে সাইবার অপরাধের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।’ অন্যদিকে, মঙ্গলবারের ঘটনায় চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

নিশানায় সমগ্র শিক্ষা মিশন, সরব শিক্ষকরাও

কাজ না করেই টাকা লোপাট

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমায় সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে সমগ্র শিক্ষা মিশনের বরাদ্দ টাকা লোপাটের বড়সড়ো অভিযোগ উঠল। বিধানসভা ভোটের আগে ওই বরাদ্দ টাকার সিংহভাগই কাজ না করে বা নিম্নমানের কাজ করে তুলে নেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই সরব হয়েছেন প্রধান শিক্ষকদের অনেকে। ঠিকাদারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের যোগসাজশে বিল পাশ করিয়ে টাকা তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার (ডিপিও) তারাশংকর প্রামাণিক অবশ্য দ্রুত তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে ৮০.৪৪ লক্ষ টাকা আর্থিক আনুকূল্যে মহকুমা পরিষদের মাধ্যমে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ৪৩টি স্কুলে মেরামতির কাজ শুরু হয়। অবশ্য কোন স্কুলে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং কী কাজই বা করা হবে, তার কোনও তথ্য জানানো হয়নি স্কুলগুলোকে। রাজ্যে পালাবদলের পর বিষয়টি নজরে আসে। সম্প্রতি সমগ্র শিক্ষা মিশনের তরফে ব্লক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে বরাতপ্রাপ্ত তালিকাভুক্ত প্রাইমারি ও হাইস্কুলগুলিতে গিয়ে কাজ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরেজমিনে কাজ দেখতে এসে মাথায় হাত পড়ে ইঞ্জিনিয়ারদের। দেখা যায়, বাস্তবে কিছু স্কুলে মেরামতির কোনও কাজই হয়নি। অথচ ঠিকাদারি সংস্থা টাকা তুলে নিয়েছে। যেমন, খড়িবাড়ি গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ টাকা। এই স্কুলে কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ করেন খোদ প্রধান শিক্ষক সৌভিক চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, ‘আমার স্কুলে কোনও কাজই হয়নি। অথচ সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ার স্কুলে হওয়া কাজ দেখতে এলে তাঁর

- বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার ৪৩টি স্কুলে মেরামতির কাজ শুরু হয়
- সমগ্র শিক্ষা মিশন ৮০.৪৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে
- অবশ্য কোন স্কুলে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং কী কাজই বা করা হবে, তার কোনও তথ্য জানানো হয়নি

কাছে বরাদ্দ তালিকায় দেখতে পাই, এই স্কুলে এক লক্ষ টাকার কাজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এক টাকারও কাজ হয়নি। যেভাবেই হোক, বরাদ্দ টাকার কাজ স্কুলে করতে হবে।’ বিষয়টি তদন্তের জন্য তিনি ডিপিও, বিডিও সহ বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আবার খড়িবাড়ি ব্লকের অধিকারী কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩.৬৬ লক্ষ টাকা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাপ্পালি রায় বলছেন, ‘দোতলায় ওঠার তিনটি সিঁড়ির মধ্যে দুটি সিঁড়ি জীর্ণ হওয়ায় বন্ধ। বিভিন্ন স্তরে সিঁড়ি দুটি সংস্কারের আবেদনের পর একটি লোহার সিঁড়ি তৈরি করা হয়, মুক্তমঞ্চের দু-তিনটে টিন লাগায় এবং একটি রুম রং করে। কিন্তু কত টাকার কাজ, কেউ বলেননি।’ তাঁর কথা, ‘বারবার ঠিকাদারকে পুরোনো সিঁড়ি সংস্কারের জন্য বলেছিলাম। কিন্তু কথা না শুনেই লোহার সিঁড়ি লাগিয়ে চলে যান।’ তাঁর বক্তব্য, ‘অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ করা হয়েছে।’

সরেজমিনে কাজ দেখে এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলে বড়জোর এক লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। এদিকে বিষয়টি জানার পর মঙ্গলবার কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি জেলা সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, ‘ভোটের আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মাধ্যমে কাজটি করা হয়েছিল। এখানে খুব বেশি হলে দেড় লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে। বাকি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। মহকুমা পরিষদ বা সমগ্র শিক্ষা মিশনের কেউ যুক্ত না থাকলে এটা সম্ভব নয়।’ কে বা কারা এই সরকারি টাকা লোপাটের সঙ্গে যুক্ত, তার দ্রুত তদন্তের দাবি করেছেন বিজেপি নেতা।

শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন স্কুলে হওয়া এই সংস্কারের কাজের খোঁজখবর করছেন সহকারী ডিপিও আতিকুল ইসলাম। তবে এই বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। ডিপিও তারাশংকর প্রামাণিকের বক্তব্য, ‘আমি এই পদে নতুন যোগ দিয়েছি। কিছু জানা নেই।’ তবে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

মহাবীরস্থানে বিক্রি হচ্ছে তেরঙা। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা

ইসলামপুর, ১২ অগাস্ট : বুধবার ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ল। ৩৯ সদস্যের পঞ্চায়েত সমিতি বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আছে। একজন সদস্য আগেই পদত্যাগ করেছেন, ফলে সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৩৮ জন। এদিন মহকুমা শাসকের কাছে বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন সদস্যরা। অনাস্থার পক্ষে থাকা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের হয়ে তৃণমূলের মহম্মদ শাহজাহান বলেছেন, ‘আজ মহকুমা শাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা করেছেন ক্ষুব্ধ সদস্যরা। মহকুমা শাসক যেদিন অপসারণের তারিখ দেবেন, সেদিনই সভাপতি ও সহ সভাপতি সরিয়ে দেওয়া হবে।’ তাঁর বক্তব্য, ‘এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের প্রভাবেই পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছিল। আর তা হবে না।’ তাঁর কথায়, ‘একটি স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি গড়ে তুলতে হবে। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে আমাদের কাছে ১৭ জন সদস্যের সমর্থন রয়েছে।’

৩৯ জন সদস্যর মধ্যে ৩৭ জন তৃণমূলের ও ২ জন বিজেপির। অনাস্থার ক্ষেত্রে বিজেপি সদস্যরা নিরপেক্ষ থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। তবে সভাপতি, সহ সভাপতি এবং জাকিরকে ফোনে না পাওয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে বুধবার টানটান উত্তেজনার মধ্যে ইসলামপুর ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। এদিন অনাস্থা প্রস্তাবকে ঘিরে গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অনাস্থা প্রস্তাবের সভা শুরুর আগেই বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সদস্যদের উপর হামলার অভিযোগ ওঠে প্রধান গোষ্ঠীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

যদিও হামলার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন প্রধান অনুগামী সদস্যরা। এরপর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয় অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটি। ভোটাভুটিতে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সমর্থন করায় তা পাশ হয়ে যায়। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এখন গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী প্রধান কে হবেন, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

নতুন দায়িত্বে

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। আগামীদিনে এলাকার স্বাস্থ্য দপ্তরের নানা কাজে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবেন বলে জানিয়েছেন দুর্গা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
কাজের ফাঁকে।। গোয়ালপোখরে ছবিটি তুলেছেন পামল হাটের নির্মল মণ্ডল।

‘ভালো’ তৃণমূলের সমর্থনে বোর্ড পদ্মের

ফুলবাড়ি-১ পঞ্চায়েত দখল বিজেপির

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : ‘ভালো’ তৃণমূলিদের সমর্থন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল বিজেপি। দীর্ঘদিন ধরে ঘাসফুল শিবিরের নিয়ন্ত্রণে থাকা ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে পালাবদলের পর বিজেপিকে সমর্থনকারী তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের ‘ভালো’ পঞ্চায়েত সদস্য বলে রীতিমতো সার্টিফিকেট দিচ্ছে পদ্ম নেতৃত্ব। তৃণমূলের ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থনে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছে বিজেপি। নতুন প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির দয়াল রায় এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপিরই আন্না সরকার। এনিয়ে বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি মণ্ডল ১-এর সভাপতি রাহুল বর্মন বলছেন, ‘তৃণমূলের দুর্নীতিমুক্ত যেসব সদস্য রয়েছেন, আমরা এক্ষেত্রে তাঁদেরকেই বেছে নিয়েছিলাম। তাঁদের নিঃস্বার্থ সমর্থনে আজকে আমরা প্রধান নির্বাচন করলাম।’ বোর্ড দখলের পর এলাকায় গেরুয়া আবির মেখে বিজয় মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা।

৩০ আসনবিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে এতদিন বিজেপির হাতে ছিল ৬টি আসন এবং তৃণমূলের হাতে ছিল ২৪টি আসন। জুলাই মাসে ব্যক্তিগত সমস্যার কারণ দেখিয়ে প্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেন সুনীতা রায় চক্রবর্তী। বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকেই কার্যত পঞ্চায়েতে অচলাবস্থা তৈরি হয়। এক সময়ে প্রধান পদত্যাগ করেন। তারপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ তুলছিল বিজেপি। বিজেপির অভিযোগ, প্রধানের

গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেওয়ার পরই এদিন দলীয় কর্মীদের নিয়ে অম্বিকানগর বাজার পরিদর্শন করেন নতুন প্রধান ও উপপ্রধান। যদিও এদিন যেসব তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর সমর্থনে বিজেপি এই সাফল্য পেল, সেই তৃণমূল সদস্যরা নিজেদের আড়ালেই রাখলেন।

পঞ্চায়েত অফিসের সামনে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মীদের। বুধবার।

পদত্যাগের পর থেকেই গোটা পঞ্চায়েত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই নানা কাজে এসে হয়রান হতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন তাঁরা। অবশেষে বুধবার তৃণমূলের ২৪ জন সদস্যের মধ্যে ১২ জনের সমর্থন পেয়ে ম্যাজিক ফিগার ১৬ অতিক্রম করে বিজেপি। মোট ১৮ জন পঞ্চায়েত সদস্যর সমর্থনে বোর্ড দখল করে পদ্ম।

একদিকে যেমন তাঁরা নিজেদের নাম প্রকাশ্যে আনছেন না, তেমনই বিজেপির তরফ থেকেও নাম প্রকাশে ‘সমস্যা রয়েছে’ বলে জানানো হয়। এদিকে দায়িত্ব পেয়েই সদ্য নির্বাচিত প্রধান দয়াল রায় বলেছেন, ‘জলপাইগুড়ি জেলায় ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে এক নম্বরে নিয়ে আসাই আমাদের লক্ষ্য। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে সবাই যাতে ঠিকভাবে পরিষেবা পান, সেই ব্যবস্থা করব।’

পুষ্পার স্বামীর বাড়ি বাজেয়াপ্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : গত মে মাসে রাজ্য পুলিশের তরফে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের প্রতিটি থানার সঙ্গে বিশেষ ভিডিও কনফারেন্স করা হয়েছিল। সেই কনফারেন্সের মাধ্যমে মাদক কারবারিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনার তিন মাসের মধ্যেই বুধবার মাটিগাড়ায় মাদক কারবারির অন্যতম কিংপিন সারিনা খাতুন ওরফে পুষ্পার স্বামীর নামের ৭৪ লক্ষ টাকার বাড়ি বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

ওই সম্পত্তির পেছনে মাদক কারবারির টাকার সূত্র পেয়েছে পুলিশ। স্মাগলার্স অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানিপুলেটর্স অ্যাক্ট (সাফেমা)-এর আওতায় থাকা অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনালের অর্ডারে ওই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নোটিশ এদিন ওই বাড়িতে টাঙানো হয়েছে। এই ধরনের বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে দেখা যায়নি। পুলিশের এক কর্তার কথায়, ‘আমরা

মাদক কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

এখন শুধুমাত্র মাদক কারবারিদের ধরার ওপরে বিশেষ জোর দিচ্ছি না। মাদক কারবারের টাকায় তৈরি করা নিজের নামে কিংবা পরিবারের অন্য কারও নামে কেনা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়েও যাতে জোর দেওয়া হয়, আইনের সহায়তা নিয়ে সেই দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’

মাটিগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় সারিনা খাতুন ওরফে পুষ্পা মাদক কারবারের জগতে বিগত কয়েকবছর ধরেই অতি পরিচিত নাম হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকবছর ধরেই সারিনা ব্রাউন সুগারের ডিলার হিসেবে কাজ করছিলেন। লালগোলা ও সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে এসে মাটিগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় প্যাডলারদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেন। পুষ্পা ব্রাউন সুগারের পাইকারি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। যদিও গত মে মাসের ২৩ তারিখ গোপন সূত্র মারফত অভিযানের ভিত্তিতে তালুকজোতের ভোটাপাড়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৯৫৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। সঙ্গে প্রায় ২৮ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সারিনাকে গ্রেপ্তারের পরে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার নির্দেশেই এনডিপিএস ৬৮এফ (২) ধারা লাগু করে সারিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তাতেই তালুকজোতের ভোটাপাড়ার পাশাপাশি গুড়িয়াজোতে কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তির হদিস পায় পুলিশ। এরপর যাবতীয় সম্পত্তির হিসেব তুলে সেটা অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনালে পাঠানো হয়। সেখানেই শুনানি চলার পর মঙ্গলবার স্বামীর নামে গুড়িয়াজোতে থাকা ৭৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো এদিন ওই বাড়িতে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তালুকজোতের বাড়িটি খাসজমির ওপর রয়েছে। ওই বাড়িটির কী করা হবে, সেই সংক্রান্ত এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি।

চাঁদার জুলুম

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে চাঁদার জন্য জুলুমবাজির অভিযোগ তুলে সরব হল ভারতীয় মজদুর সংঘ। এনিয়ে বুধবার প্রধাননগর থানায় স্মারকলিপি দিয়েছে তারা। সংগঠনের অভিযোগ, নিয়ন্ত্রিত বাজারে ট্রাক এবং স্টলগুলি থেকে চাপ দিয়ে চাঁদা তোলা হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃণমূল জড়িত বলে অভিযোগ। তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারে বর্তমানে তৃণমূলের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই বিএমএস-এরই একাংশ সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে পালটা অভিযোগ তৃণমূলের।

মোবাইল ফেরত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : বিভিন্ন সময় নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেন সাধারণ মানুষ। এমনই উদ্ধার হওয়া ৪২টি মোবাইল ফোন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন এসিপি অনির্বাণ মজুমদার, মাটিগাড়া থানার আইসি মনোজিৎ সরকার।

গোঁসাইপুরে দ্বন্দ্ব গেরুয়া শিবিরে

শোকজের মুখে নেতারা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমার গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির তিন পঞ্চায়েত সদস্য মিলে প্রধান ও উপপ্রধানের পদ দখল করেছেন। এবার তাঁদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তুলে ব্যবস্থা নিতে চলছে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি। সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত সদস্য এবং কয়েকজন পদাধিকারীকে শোকজ করা হতে পারে। তাতে দলের অন্দরে বড়সড়ো বিরোধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি লক্ষ্মী শর্মা বলেন, ‘নেতৃত্বকে না জানিয়ে এসব করা হয়েছে। দলবদল করিয়ে বা ক্ষমতার জোরে কোনও পঞ্চায়েত দখলের নির্দেশ নেই। তারপরও কেউ তা করে থাকলে ব্যবস্থা নেবে নেতৃত্ব। দল মনে করলে শোকজের পথেও হাঁটতে পারে।’

সূত্রের খবর, গোঁসাইপুর পঞ্চায়েতে প্রধান-উপপ্রধান পদ দখলে রাজি ছিল না বিজেপির একাংশ। তারপরও দলের আর একটি অংশের মদতে বোর্ড গঠন করা হল। সেটা নিয়েই কোন্দল শুরু হয়েছে। পদ্মের গোঁসাইপুর মণ্ডলের সভাপতি শিসনু ওরাওঁ বলেন, ‘মণ্ডল ও বুথ স্তরের কয়েকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে গোঁসাইপুরে ক্ষমতা দখল করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, এটা দলবিরোধী কাজ।’

অপর গোষ্ঠীর তরফে গৌতম দে’র দাবি, পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী ছিলেন। বর্তমানে মণ্ডল কমিটির কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তাঁরাই বোর্ড গঠন মানতে চাইছেন না। গৌতম বললেন, ‘দল যদি মনে করে শোকজ করতেই পারে। কিন্তু আমরা হাল ছেড়ে পালাবার পাত্র নই। এলাকার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কাজেই সবার মতামত নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। শোকজ করলে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।’

২০১৩-’১৪ সাল থেকে তিনি বিজেপি করেন, একসময় নকশালবাড়ি ব্লকের সাধারণ সম্পাদক, সহ সভাপতির দায়িত্ব সামলেছিলেন বলে দাবি গৌতমের।

সদ্য পদে বসা উপপ্রধান গীতা সিংয়ের কথা, ‘দলের নির্দেশেই সব হয়েছে। কয়েকজন না মানলে এখন আর কী করা যাবে। বাকিটা দেখা যাক কী হয়।’

১৯ আসন বিশিষ্ট গোঁসাইপুর পঞ্চায়েতে গত মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল ১৫টিতে জিতেছিল। বিজেপি জিতেছিল

> **মণ্ডল ও বুথ স্তরের কয়েকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে গোঁসাইপুরে ক্ষমতা দখল করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ, এটা দলবিরোধী কাজ।**
>
> **শিসনু ওরাওঁ**
> *সভাপতি, গোঁসাইপুর মণ্ডল, বিজেপি*

চারটিতে। রাজ্যে পালাবদলের পরে সেখানকার তৃণমূলের প্রধান এবং উপপ্রধান তাঁদের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। গত মঙ্গলবার সেখানে বিজেপির তিন সদস্য মিলে প্রধান ও উপপ্রধান পদ দখল করেছেন।

এতে দলীয় কোন্দল বাড়বে বলে দলীয় নেতাদের অনেকেই মনে করছেন। তবে, মহকুমা পরিষদ ভোটের আগে বিজেপির এই কোন্দল দলের আরও অস্বস্তি যে বাড়াবে তা মেনে নিচ্ছেন বিক্ষুব্ধ এবং ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর অনেক নেতাই।

পাউরুটিতে মিশে শিশুশ্রমিকের ঘাম, শ্রম

রায়গঞ্জের চাপদুয়ারে রয়েছে একাধিক বেকারি। সেখানে হানা দিয়ে শিশুশ্রমিক চক্রের হদিস পেল প্রশাসন। শ্রমিকদের একাংশকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলা থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছিল।

রায়গঞ্জ, ১২ অগাস্ট : রায়গঞ্জের বেকারি মালদা থেকে শিলিগুড়ি অবধি সর্বত্র সুপরিচিত। রোজ সকালে চায়ের সঙ্গে যে বিস্কুট বা পাউরুটি খাচ্ছেন, জানেন কি, তার সঙ্গে মিশে রয়েছে কত শিশুশ্রমিকের ঘাম? দিনপ্রতি ২০০ টাকায় ময়দা মাখা থেকে শুরু করে মেশিন পরিষ্কারের মতো কাজ করতে হয় তাদের। রায়গঞ্জের চাপদুয়ারে রয়েছে একাধিক বেকারি। সেখানে হানা দিয়ে শিশুশ্রমিক চক্রের হদিস পেল প্রশাসন।

শিশু ও কিশোর সহ ১২ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন নাবালক, ছয়জন কিশোর এবং পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক বলে মেডিকেল রিপোর্টে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া ১২ জনের মধ্যে সাতজনকে হোমে রাখা হয়েছে। শ্রমিকদের একাংশকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলা থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার বন্ডেড লেবার বা বন্ধকি শ্রমিক। অর্থাৎ, তাঁদের শ্রমের বিনিময়ে থোক টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। মজুরিও মেলে না। যদিও শ্রম দপ্তর বন্ধকি শ্রমিকের বিষয়টি মানতে চায়নি।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে চাপদুয়ারের ওই খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রে মঙ্গলবার অভিযান চালানো হয়। জেলা প্রশাসনের অধীন অ্যান্টি-হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের নেতৃত্বে সেই অভিযানে পুলিশ, জেলা শিশুসুরক্ষা ইউনিট, আইনি পরিষেবা দপ্তর, শিশুকল্যাণ কমিটি (সিডব্লিউসি), শ্রম দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রায়গঞ্জের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও সহযোগিতা করে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার

শিশুশ্রমিকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বাসিন্দা। প্রত্যেকেই ঠিকাদারের মাধ্যমে এখানে কাজ করতে এসেছিলেন। কারখানায় নাবালকদের দিয়ে ময়দা বহন, যন্ত্রপাতি পরিচালনা এবং উচ্চ তাপমাত্রার ওভেনে কাজ করানো হত। পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই দীর্ঘক্ষণ কাজ করানোর অভিযোগও উঠেছে। বদলে পরিবারের হাতে অগ্রিম টাকা দেওয়া হত। আর ছিল একরাশ বিধিনিষেধ। চলাফেরায় নজরদারি, সর্দারের কাছে মোবাইল ফোন জমা রাখা, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে বাধা দেওয়া হত। কাজের সময়েরও কোনও মাথামুণ্ডু ছিল না।

উত্তর দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা সহায়তা কমিটির সেক্রেটারি কাদম্বরী অধিকারী বলেন, ‘আমাদের কাছে অভিযোগ ছিল, তাদের বন্ধকি শ্রমিক হিসেবে ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা সব অভিযোগ তদন্ত করে দেখছি। ঝাড়খণ্ড প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে উদ্ধার হওয়া শিশু ও কিশোর শ্রমিকদের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।’ তবে জেলা শ্রম দপ্তরের আধিকারিক বলদেব মণ্ডলের ভিন্ন দাবি। তিনি বলেন, ‘আমরা উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে ওরা কেউই বন্ধকি শ্রমিক নয়। স্বেচ্ছায় এসেছে।’ জানিয়েছেন, আপাতত শিশু ও কিশোর শ্রমিকরা শিশুকল্যাণ সমিতির অধীনে রয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া শিশু ও কিশোরদের সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ঝাড়খণ্ড প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের মূল স্রোতে ফেরানো হবে। একইসঙ্গে শ্রম আইন এবং বন্ধকি শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে পরবর্তী প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ করা হবে। কারখানার মালিক পবিত্র ঘোষ অবশ্য দায় এড়িয়ে গিয়েছেন।

এক বছর আগে ১৫০ কোটি ব্যয়ে সংস্কার

মরণফাঁদ জাতীয় সড়ক

অরুণ ঝা ও রণজিৎ ঘোষ

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : জলে দেড়শো কোটি!

এক বছর আগে শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর থেকে ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড় পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার করেছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই)। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই জাতীয় সড়ক মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। খানাখন্দের জেরে রোজ ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। গর্তে পরে লরির যন্ত্রাংশ ভেঙে মাঝরাস্তায় বিকল হয়ে পড়ে থাকার চিত্রও অহরহ দেখা যাচ্ছে।

গত বছর বেহাল সড়ক নিয়ে সরব হয়েছিলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল। এমনকি সেবার তিনি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকে চিঠিও দিয়েছিলেন। যদিও এবার তিনি নীরব। কার্তিকের প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁকে ফোনে ধরা হলে তিনি 'সংসদে রয়েছি' বলে ফোন কেটে দেন। পরে আবার ফোন করা হলেও আর ফোন ধরেননি।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'বর্ষার জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ করতে পারছে না। বর্ষা পেরোলেই কাজ হবে। প্রয়োজনে আমি আবার এনএইচএআই-এর সঙ্গে কথা বলব।' এদিকে, রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

গাইসাল, পাঞ্জিপাড়ায় যাতায়াতের দুটি লেনও কার্যত বেহাল। তবে, বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে কানকি পর্যন্ত ডালখোলামুখী লেনটি তুলনায় কিছুটা ভালো

খানাখন্দে ভরা জাতীয় সড়ক যেন বিভীষিকা।

ধনতলায় রাস্তার পরিস্থিতি বেশ খারাপ। রাস্তাজুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। একটু বৃষ্টি হলেই সেগুলিতে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। গাড়ির চাকা সেই গর্তে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। ধনতলা মোড়ের বাসিন্দা টিঙ্কু দাস বলছিলেন, 'বেহাল এই সড়কে গত তিন মাসে বেশক'টি দুর্ঘটনা ঘটছে। চার চাকা গাড়ি, টোটো উলটে একাধিক যাত্রী জখম হয়েছেন।'

রয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়িমুখী লেনটি এককথায় মরণফাঁদ। ওই লেনে অসুরাগড়, নিচিতপুর, হাটোয়ার সংলগ্ন এলাকায় সড়কের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। স্থানীয় অপূর্ব বিশ্বাসের কথায়, 'যানবাহন চলাচল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। আমরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছি।' কোটি কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা তৈরি করার এক বছরের মধ্যেই কেন এই বেহাল অবস্থা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। স্থানীয় সুখেন পাল তো বললেন, 'রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়।'

ইসলামপুর প্রাইভেট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত শেঠ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নিয়মিত টোল আদায় হলেও রাস্তার সংস্কার হচ্ছে না। স্থানীয় প্রশাসন সহ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সবটাই জানে।'

এদিকে, চোপড়া, কালাগছ হয়ে সোনাপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সমস্ত যানবাহনকে শম্বুকগতিতে চলাচল করতে হচ্ছে। বিধাননগরে আবার বাসস্ট্যান্ডের সামনের রাস্তায় বিটুমেন, পাথরের প্রলেপ উঠে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়েছে। ঘোষপুকুর থেকে এই জাতীয় সড়ক ফ্লাইওভারের মাধ্যমে ফুলবাড়ি বাইপাস ধরে জলপাইগুড়ির দিকে চলে গিয়েছে। তার আগে মাদাতি এলাকায় ফ্লাইওভারেও বিরাট বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। টোল প্লাজার কর্মীদের একাংশও রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, গাড়ির চালকরা টোল প্লাজা হয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার এমন অবস্থা নিয়ে আমাদের বকাবকি করছেন।

জাতীয় পতাকা হাতে উচ্ছ্বাস খুদেদের। বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিরোধীদের

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : সম্প্রতি বিজেপির তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটরের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। বামেদের এই অভিযোগকে কংগ্রেস এবং তৃণমূলও সমর্থন জানিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, কোঅর্ডিনর একটি সাংগঠনিক পদ। বিজেপির সাংগঠনিক পদাধিকারীরা কীভাবে পুরনিগমের প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করছেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে বিরোধীরা। অসাংবিধানিকভাবে এই দখলদারি আটকাতে দ্রুত পুর নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির তরফে অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বুধবার অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলেন, ''পুর কমিশনারকে বিজেপি নেতাদের এই 'দখলদারি'র বিষয়টি জানিয়েছি। পুরনিগমের বেশকিছু কর্মী যখন ওয়ার্ডে কোনও কাজে যাচ্ছেন, তখন বিজেপির কোঅর্ডিনেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা সাংগঠনিক দায়িত্ব ছেড়ে প্রশাসনিক দায়িত্ব 'এনজয়' করছেন।'' পুরনিগমের সঙ্গে বিজেপির 'নেক্সাস' তৈরি হচ্ছে বলেও অভিযোগ দিলীপের। পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমার কাছেও এব্যাপারে অভিযোগ এসেছে। আমরা দ্রুত এবিষয়ে পুর কমিশনারকে স্মারকলিপি দেব।' একই কথা বলেছেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী এবং সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। বিজেপির দখলদারির বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বরে পুনরায় পুরনিগম অভিযান করা হবে বলেও জানিয়েছেন সমন। বিজেপি নেতারা ওয়ার্ড মাস্টার, আশাকর্মী এমনকি ডেঙ্গির সার্ভে করা কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা।

বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএমের এই অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলেন, 'আমার কাছেও বিজেপির বেশকিছু নেতার বিরুদ্ধে সরকারি কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে। বিজেপির কোঅর্ডিনেটররা যদি এই 'স্পেশাল প্রিভিলেজ' পায় তাহলে আমরাও সব ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করব। বামেদেরও বলব তারাও যাতে সব ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর রাখে।' ইতিমধ্যে জেলা সভাপতির কাছে সব ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান সুজয়। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'কোঅর্ডিনেটরদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভবন

বৈদ্যুতিক সংস্কারেও দুর্নীতি

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভবনের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে বরাদ্দ হয়েছিল ৪৫ লক্ষ টাকা। অরুণ ঘোষ সভাধিপতি থাকার সময় সেই কাজ শুরু হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে কাজ শেষ হওয়ার আগেই বরাদ্দের প্রায় ৯৮ শতাংশ টাকা পূর্ত দপ্তরকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এদিকে, ওই কাজ নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। তার মধ্যে বাজারদরের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশি দামে সামগ্রী কেনার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ।

১৯৮৯ সালে নির্মিত মহকুমা পরিষদ ভবনের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার দীর্ঘকাল সংস্কার হয়নি। ফলে বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দেওয়াল থেকে তার খসে পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সমস্যা মেটাতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। এর মধ্যে ২৩ লক্ষ টাকা পরিষদের নিজস্ব তহবিল এবং ২২ লক্ষ টাকা পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে দেওয়ার কথা বলা হয়। এই টাকায় ১৩টি টিউব, ১৫০টি ডাবল টিউব, ১১৫টি বালব, ১৪৮টি সিলিং ফ্যান, ২৬টি দেওয়াল ও অন্যান্য ফ্যান কেনা হয়েছে। সুইচ বোর্ড এবং তারও কেনা হয়েছে এই টাকায়।

এদিকে, খরচের হিসাব হাতে পাওয়ার পর মঙ্গলবার পরিষদের তিনতলায় কাজের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অজয়। তাঁর অভিযোগ, এখনও বিভিন্ন জায়গায় তার ঝুলছে, বোর্ড লাগানোর কাজ অসম্পূর্ণ এবং অনেক ঘরেই বিদ্যুৎ সংযোগ স্বাভাবিক হয়নি। তাছাড়া প্রতিটি বৈদ্যুতিক সামগ্রী বাজারের দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে কেনা হয়েছে।

অজয় বলছেন, 'সভাধিপতির ঘর সংস্কার করার নামে সরকারি বরাদ্দ নয়ছয় করার চেষ্টা হয়েছে। অনেক কাজ বাকি। কাজের মান নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে জানিয়ে তদন্তের দাবি জানাব। দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। বাকিটা প্রশাসন দেখবে।'

এদিকে, দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করা

> **কাজের মান নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে জানিয়ে তদন্তের দাবি জানাব। দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে হয়েছে। বাকিটা প্রশাসন দেখবে।**
>
> **অজয় ওরাওঁ**
> *বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যতদিন দায়িত্বে ছিলাম, নিয়ম মেনে কাজ হয়েছে। বাকি সময় ছিলাম না। জানি না কী হয়েছে। তবে তদন্তে আপত্তি নেই।'

অন্যদিকে মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক বলছেন, 'এখনও বিদ্যুতের কাজ চলছে। অফিস খোলা থাকলে কর্মীরা কাজ করতে পারেন না। তাতেই কাজ শেষ করতে দেরি হতে পারে। তবে অভিযোগ থাকলে তদন্তের দাবি উঠতেই পারে।'

কংগ্রেসের কর্মসূচিতে উত্তেজনা

চোপড়া, ১২ অগাস্ট : আগাম জানানোর পরেও প্রধান দীপিকা রায় সিংহ কার্যালয়ে উপস্থিত না থাকায় চরম উত্তেজনা ছড়াল ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রধানের স্বামী, উপপ্রধান সহ কর্মীদের ঘরে আটকে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস। ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কয়েকটি চেয়ার ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ। যদিও দুই পক্ষই এই অভিযোগ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের চেষ্টায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আবাস যোজনার সমীক্ষায় অনিয়ম ও প্রকল্পটিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবিতে প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ছিল কংগ্রেসের। বুধবার বিকালে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের নেতৃত্বে অঞ্চল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা আবাস সমীক্ষায় সংক্রান্ত অনিয়ম সহ সাত দফা দাবিতে ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পৌঁছান। কিন্তু সে সময় গ্রাম পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন না প্রধান দীপিকা। পরিবর্তে প্রধানের চেয়ারে দীপিকার স্বামী বসেছিলেন বলে অভিযোগ। যা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ।

প্রধানের স্বামী, উপপ্রধান ও কর্মীদের কিছুক্ষণ ঘরে আটকে রাখেন ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পরে ব্লক প্রশাসনের তরফে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং জানানো হয় নতুন করে একদিন স্মারকলিপি নেওয়া হবে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে প্রধান না থাকায় এদিন স্মারকলিপি দেয়নি কংগ্রেস। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'আগাম জানানো সত্ত্বেও এদিন প্রধান উপস্থিতি না থেকে তাঁর স্বামীকে স্মারকলিপি নিতে পাঠিয়েছেন। আর এতেই কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে দিন ধার্য করা হবে বলে জানা গিয়েছে।'

উপপ্রধান সকিমুল ইসলামের বক্তব্য, 'অসুস্থতার কারণে প্রধান উপস্থিত থাকতে পারেননি। আমি নিজে ছিলাম। তেমন কোনও ব্যাপার নয়। সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।' প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলেও তাঁর স্বামী সুশান্ত সিংহ বলছেন, 'সেরকম ব্যাপার নয়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন প্রধান উপস্থিত থাকতে পারছেন না, বিষয়টি জানাতেই দপ্তরে গিয়েছিলাম। প্রধানের চেয়ারে বসার অভিযোগ ঠিক নয়।'

জালে স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নকশালবাড়ি, ১২ অগাস্ট : চোরাই সোনা কেনাবেচার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বর্ণ ব্যবসায়ী। ধৃতের নাম কমল ঘোষ। তিনি নকশালবাড়ির দয়ারামজোতের বাসিন্দা। নকশালবাড়ি বাজারে থাকা তাঁর গয়নার দোকানে চোরাই সোনা বিক্রি করা হয়েছে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে আসে। মঙ্গলবার কমলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নয়া উপপ্রধান

নকশালবাড়ি, ১২ অগাস্ট : অবশেষে নতুন উপপ্রধান পেল নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপির সমর্থনে উপপ্রধান নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য জগবন্ধু বর্মন সর্বসম্মতিক্রমে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ৭ জুলাই তৎকালীন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিশ্বজিতের পদত্যাগের পর থেকেই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পদটি শূন্য অবস্থায় পড়েছিল। অবশেষে বুধবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে নিয়ম মেনে উপপ্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়।

নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জগবন্ধুর নাম উপপ্রধানের জন্য উপস্থাপিত হয়। আর এতেই পূর্ণ সমর্থন জানান তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন, বিজেপির ৪ জন, সিপিএমের ২ জন এবং কংগ্রেসের ১ জন সদস্য। মোট ২৩ জন পঞ্চায়েত সদস্যই এদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাঘরে উপস্থিত ছিলেন। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা বিজেপির সাধন চক্রবর্তীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষকে সোমবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তিনি চারদিনের পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করেছিল বিজেপি।

হর ঘর তিরঙ্গা

বাগডোগরা, ১২ অগাস্ট : মাটিগাড়া ব্লকের তরফে বুধবার ব্লক অফিসে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিও অফিসের আধিকারিক, কর্মী, বিডিও প্রীতম দাস শর্মা, সাইনাথ ওয়েলফেয়ার অ্যামপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা অনুপ ধর সহ স্থানীয় নাগরিকরা অংশ নেন। বন্দে মাতরম সংগীতে সমবেতভাবে গলা মেলান।

পাকড়াও ২

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনি এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় সঞ্জয় রাই ও রমেশ প্রসাদ নামে দুই দুষ্কৃতীকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের কর্মবিরতি

কাজ করলেও বেতন কাটার অভিযোগ

মেডিকেলে আলোচনায় আন্দোলনরত অ্যাম্বুল্যান্সচালক ও স্টাফরা।

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : কাজ করলেও খাতায়-কলমে অনুপস্থিত! আর সেই যুক্তিতেই মাসের পর মাস বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে পাঁচদিন ধরে কর্মবিরতি পালন করছেন দার্জিলিং জেলার ইএমআরআই গ্রিন হেলথ ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সাপোর্ট স্টাফরা। বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট সংস্থার আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। এদিকে, চালক ও সাপোর্ট স্টাফরা কর্মবিরতিতে থাকায় বিনামূল্যের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন প্রসূতি সহ সাধারণ রোগীরা।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের টেন্ডারের ভিত্তিতে একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে এই কর্মীরা কাজ করছেন। দার্জিলিং জেলায় ৪০টি ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে প্রায় ১২০ জন কর্মী ২৪ ঘণ্টা পরিষেবায় নিযুক্ত থাকেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, প্রতি মাসে কারও ২০০-৩০০ টাকা, আবার কারও ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন কেটে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া এনএপিএস-এর ১৫০০ টাকাও কর্মীদের দেওয়া হচ্ছে না। বারবার চিঠি দিয়ে টেন্ডারপ্রাপ্ত সংস্থা এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে এনেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিক্ষোভ দেখানোর সময় দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদ তৈরি হয়। যদিও কোনও রফাসূত্র বের হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সংস্থার রিজিওনাল ম্যানেজার তন্ময়কান্তি ঘোষ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আন্দোলনকারী অ্যাম্বুল্যান্সচালক দীপক বালা বলেন, 'আমরা নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে হাজিরা দিই। অ্যাপের গণ্ডগোলে নাকি অন্য কোনও কারণে টাকা কাটা হচ্ছে, তা সংস্থা স্পষ্ট করছে না। আমাদের কর্মবিরতির ফলে দরিদ্র রোগীদের বাড়ি ফিরতে যে সমস্যা হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি।'

এদিন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা অমিয় সরকার তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে এসেছিলেন। অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় গাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে যেতে হয় তাঁকে। অমিয়র কথায়, 'আগেও ১০২ অ্যাম্বুল্যান্সে করে যাতায়াত করেছি। তবে এখন অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় ৮০০ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে হল।'

এদিকে, অপর এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক সোনা দাস জানিয়েছেন, ডিউটি চলাকালীন দুর্ঘটনার কবলে পড়লেও সংস্থা তাঁদের হেনস্তা করে এবং ক্ষতিপূরণের টাকা কেটে নেয়। পাহাড়ের অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের কোঅর্ডিনেটর অমিত গুরুংয়ের আক্ষেপ, 'অন্য রাজ্যেও এই সংস্থা অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেয়। সেখানে কর্মীদের বেতন বেশি। কিন্তু আমাদের বেতন বাড়ে না।'

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : চারশো গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ নকশালবাড়ির বাসিন্দা প্রকাশ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, নকশালবাড়ি থেকে এক ব্যক্তি বাসে করে মাটিগাড়া এলাকায় এসে মাদক পাচার করবে, গোপন সূত্রে এমন খবর পেতেই পুলিশের বিশেষ দল এশিয়ান হাইওয়ে-২ সংলগ্ন একটি টাউনশিপের কাছে অপেক্ষা করতে থাকে। পুলিশের নজরে আসে, একজন বাস থেকে নামার পর কারও অপেক্ষায় এদিক-ওদিক নজর রাখার পাশাপাশি ঘোরাঘুরি করছে। তার পরেই পুলিশ প্রকাশকে জেরা করে এবং তাঁর কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

তিন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ ইমতিয়াজ ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। গোপাল মণ্ডল সুভাষপল্লি ও মহম্মদ সাদেক ফুলবাড়ির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়ার পাইপলাইন এলাকায় কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে বলে খবর আসে থানায়। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

তিন বছরেও অধরা পরিস্রুত পানীয় জল

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১২ অগাস্ট : প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শুরু হয়েছিল জল জীবন মিশন প্রকল্প। তবে চাকুলিয়া ব্লকে সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ মাঝপথেই আটকে গিয়েছে। ব্লকের ২৬টি নির্ধারিত স্থানে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও দীর্ঘ তিন বছর ধরে কোনও অগ্রগতি হয়নি।

এলাকার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গিয়েছে ২৬টি প্রকল্পের একটিতেও এখনও পর্যন্ত জল সরবরাহ শুরু করা যায়নি। বহু জায়গায় রিজার্ভার তৈরির কাজ অর্ধেক হওয়ার পর তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কংক্রিটের অর্ধনির্মিত কাঠামো এবং ঘরগুলি কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হলেও সেই পাইপ আর মূল সংযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প সাধারণ মানুষের কোনও কাজেই আসছে না। পুরো বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রকল্পের সুবিধা না মেলায় বহু মানুষকে কেনা জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু কাজের গতি হঠাৎ এভাবে থমকে গেল কেন? সূত্রের খবর, ঠিকাদারি সংস্থার ঢিলেঢালা মনোভাব এবং প্রশাসনিক নজরদারির অভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। চাকুলিয়ার সেথোর এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ আলাউদ্দিনের কথায়, '২০২৩ সালে এলাকায় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তারপর, সেথোর, ভারনা ও ভুঁইধর প্রভৃতি গ্রামে পাইপ বসানো হয়। জলের রিজার্ভার অর্ধেক তৈরির পর থেকে কাজ বন্ধ। কেন বন্ধ রয়েছে তা আমাদের জানা

অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে রিজার্ভার।

নেই। ঠিকাদারি সংস্থাকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না।'

ভারনা এলাকার বাসিন্দা তপন দাস জানালেন, চাকুলিয়ার পুয়ার, সেথোর, তরিয়াল, বিদ্যানন্দপুর প্রভৃতি এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে সব জায়গায় একই অবস্থা। এলাকায় নলকূপের মাধ্যমে সহজে জল মেলে ঠিকই। কিন্তু জলে প্রচুর আয়রন থাকায় পেটের অসুখে ভুগতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষাকালে এলাকায় জলবাহিত রোগের প্রকোপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আগে একাধিকবার ব্লক প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি।

এদিকে, কাজ বন্ধ থাকা নিয়ে ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজার শ্যামল সরকারের জবাব, 'দু'বছর ধরে কাজের টাকা পাচ্ছি না। শেষপর্যন্ত মাঝপথে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।' ইসলামপুর মহকুমা পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক বিবেকানন্দ মণ্ডল এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুধু বললেন, 'সরকারি নির্দেশ রয়েছে, আমরা দপ্তরের কোনও ডেটা আপনাদের দিতে পারব না। পারলে কিছু করে নেবেন।'

এলাকাবাসীর সমস্যা নিয়ে চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ বন্ধ থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।' তবে বন্ধ থাকা কাজ কবে শুরু হবে তা নিয়ে কোনও জবাব দিতে পারেননি কেউই।

NOTICE

Please take notice that one of my client is going to purchase the below mentioned landed properties, from its respective owners, as stated therein, under Mauza Matiyari, J.L No: 28, Gram Panchayet Kanki, P.S: Chakulia, District: Uttar Dinajpur, West Bengal, Pin-733209

Srl	LR Plot/RS No	LR Khatian No:	Area (dec)	Name of Owner
1.	377/314	1480	7	Kanhaiyalal Jain, Ajay Kr Jain, Manish Kr Chabra, Sanjay Kr Jain
2.	377/314	1481	10	Kanhaiyalal Jain, Ajay Kr Jain, Manish Kr Chabra, Sanjay Kr Jain
3.	377/314	1484	8	Kanhaiyalal Jain, Ajay Kr Jain, Manish Kr Chabra, Sanjay Kr Jain
4.	377/314	1482	10	Kanhaiyalal Jain, Ajay Kr Jain, Manish Kr Chabra, Sanjay Kr Jain
5.	381/318	1548	6	Ajay Kr Jain
6.	382/319	1548	4	Ajay Kr Jain & Manish Kr Chabra
7.	377/314	1483	9	Kanhaiyalal Jain, Ajay Kr Jain, Manish Kr Chabra, Sanjay Kr Jain
8.	382/319	1549	5	Ajay Kr Jain & Manish Kr Chabra

Any person(s), having any objections in respect of the proposed transfer, may lodge his objection(s), if any, with the undersigned, within 14 days, from the date of this publication, otherwise, no objection will be entertained subsequent thereto.

Date: 08.08.2026

Yours truly
Nilay Sengupta
Regn. No: WB/531/1991
Advocate

9, Old Post office Street, 2nd Floor Kolkata-700001 Ph-8240670224/8443033660

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কৃষিজ বিপণন অধিকর্তা
এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গের পিঁয়াজ / রসুন উৎপাদনকারী কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি ভর্তুকীতে ২৫ টন ধারণ ক্ষমতার পিঁয়াজ / রসুন গোলা নির্মাণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। জেলার নাম :- মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলী, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। বিস্তারিত প্রয়োজনীয় তথ্যের / সংশোধিত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনের জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট বা লিঙ্কে দেখুন।
https://ambenmarketing.wb.gov.in or https://www.nstiam.org or https://www.sufalbangla.wb.gov.in or https://wbagrimarketingboard.gov.in
বর্ধিত আবেদনের শেষ তারিখ :- ২২/০৮/২০২৬
ICA-N209(2)/2026 আদেশানুসারে

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা আবাইদুল ভাঙ্গি - কে

07.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 91B 43898 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "কোটিপতি হওয়ার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি যা আমাদের জীবনে গ্রহন করা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না। এর জন্য আমদের কটি দশ টাকা প্রয়োজন যা দিয়ে আমরা অন্যান্য বিভিন্ন পুরস্কার ছাড়াও প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা পেতে পারি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৮৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩

কূটনীতি

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সবসময়ই সংবেদনশীল বিষয়। হিসেবের বাইরে নানাবিধ অদৃশ্য সমীকরণের ওপর নির্ভরশীল এই সম্পর্ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষের বিস্মৃত হওয়া কঠিন। বাংলাদেশ যেভাবে ভারতের সহযোগিতা পেয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী।

কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে অন্ধ ভারত বিরোধিতার কারণে সেই সম্পর্কে প্রবল বিদ্বেষের কুয়াশা তৈরি করেছে। তারেক রহমানের জমানায় সেই কুয়াশা কাটবে কি না, তা সময় বলবে। তবে ভারত তারেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় আগ্রহী, ব্রিকস সম্মেলন এবং দ্বিপাক্ষিক সফরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় তা স্পষ্ট। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দুই দেশের সম্পর্ক এখন নজিরবিহীন ও জটিল মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদীর মাধ্যমে সেদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ কূটনৈতিক মহল্লায় নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ঢাকা সফর এই টানাপোড়েন ও পর্দার পিছনের কূটনীতিকে আরও স্পষ্ট করেছে। হাসিনা সরকারের পতন এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণ পদ্মাপারে তীব্র অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

হাসিনাকে আইনি প্রক্রিয়ার মুখোমুখি করার জন্য বাংলাদেশের ফেরত চাওয়ার দাবি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সবচেয়ে বড় জট এখন। নয়াদিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে হাসিনার অডিও ভাষণ এতে নতুন করে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ঢাকার অভিযোগ, ভারতের মাটিকে ব্যবহার করে হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রচার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার নামান্তর।

তিক্ততা এবং অবিশ্বাসের এই বাতাবরণে ভারত সরকারের নতুন পদক্ষেপ সুচিন্তিত এবং বাস্তবমুখী কূটনৈতিক কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে। তারেককে ভারতে আসার আমন্ত্রণ বা ব্রিকস আউটরিচ অধিবেশনে যোগদানের বার্তা সেই বাস্তববাদী নীতির প্রকাশ। ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, এই আহ্বানের সঙ্গে শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান বা সাম্প্রতিক অডিওবার্তার কোনও সম্পর্ক নেই।

এর মূল উদ্দেশ্য হল আঞ্চলিক স্থায়িত্ব, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং দুই প্রতিবেশী দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। বাংলাদেশে বিএনপির প্রভাবকে মাথায় রেখে নয়াদিল্লি নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যোগাযোগের পথ সুগম করতে চাইছে। অন্যদিকে, 'র' প্রধানের বাংলাদেশ সফরের নেপথ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ড যেন ভারতবিরোধী গোষ্ঠীর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে- সেটি নিশ্চিত করা নয়াদিল্লির মূল অগ্রাধিকার।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এখন তিনটি ভিন্ন মাত্রা। প্রথমত, ঢাকা-দিল্লির রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বৃদ্ধি, হাসিনাকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন ও ভিন্নমুখী অবস্থান কূটনৈতিক সম্পর্কে দৃশ্যমান শৈত্য এনে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অচলাবস্থা থাকলেও দুই দেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে একে অপরের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। খাদ্যপণ্য আমদানি, বিদ্যুৎ বাণিজ্য এবং ট্রানজিট ইত্যাদি বন্ধ করা কোনও পক্ষের জন্য সহজ নয়।

তৃতীয়ত, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরের পরিপূরক। প্রতিবেশী বদলানো যায় না- যা কূটনীতির চিরন্তন সত্য। আবেগে ভেসে বা সাময়িক রাজনৈতিক লাভের জন্য দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরালে উভয় দেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে। দু'দেশেরই উচিত, বস্তুনিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ, যা নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না।

অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি না করে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে জটিলতা নিরসনের পথে পা বাড়ানো উচিত বাংলাদেশেরও। তারেককে ভারতের আমন্ত্রণ প্রমাণ করে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথ এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখে এক টেবিলে বসে নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ তৈরির ওপর নির্ভর করছে দক্ষিণ এশিয়ার অনাগত দিনের স্থিতিশীলতা।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

– শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

বদলেছে শাসক, বদলায়নি রাজনীতি

বীজপুরের ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলার রাজনীতিতে হিংসা, ক্ষমতা ও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পাঠ।

জয়ন্ত চৌধুরী

ইতিহাসের প্রথম পুনরাবৃত্তি হল ট্র্যাজেডি। দ্বিতীয়বার ঘটলে তা প্রহসন। সেই অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব ও পরবর্তী ঘটনাক্রমের তুলনামূলক মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে তাঁর 'দ্য এইটটিনথ ব্রুমেয়র অফ লুই বোনাপার্ট' নিবন্ধে একথা উল্লেখ করেছিলেন। ২০১১ সাল বা ২০২৬ সালের মে মাস, কোনওটার সঙ্গেই ফরাসি বিপ্লবের ১৮ ফেব্রুয়ারি বা অষ্টাদশ ব্রুমেয়র বলে তুলনা বাতুলতার নামান্তর।

কিন্তু ইতিহাসের এমন প্যাঁচানো রসিকতা বঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতায় মার্কসের সেই অমোঘ উক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে ভরা শ্রাবণ মধ্যাহ্নে, যখন বীজপুরে আক্রান্ত হন রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের দলের প্রাক্তন কর্মীর পুলিশ হেপাজতে রহস্যময় মৃত্যুর প্রেক্ষিতে তাঁর হালিশহর যাত্রা। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে তৃণমূল নেত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পুরোপুরি তৃণমূলি স্টাইলেই। বিরোধী দলনেতা থাকাকালে শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ খগেন মুর্মু, সর্বোপরি তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, যেভাবে হেনস্তা হতেন ঠিক সেভাবেই রবিবারের বীজপুরে আক্রান্ত হন মমতা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দক্ষিণ কলকাতার এক পুজো উদ্বোধনে সায় দিলেও বস্তুত তাঁকে আসতে বাধা দেওয়া হয়।

গত দেড় দশকে এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীর যুগলবন্দির দৌরাত্ম্যে বিরোধী বাম-কংগ্রেস-বিজেপি এমনকি মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর পর্যন্ত রেহাই পায়নি। নেতারা লাঞ্ছিত, প্রাক্তন বিধায়ককে শারীরিক নিগ্রহ কিংবা মিছিল থেকে টেনে নিয়ে খুন এমন ঘটনা ঘটেছে। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। 'গাঁজা কেস', মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বা এনডিপিএস চার্জ দিয়ে লক আপে পুরে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিতে থানার আইসি-কে দিয়ে হুমকি ফোন। পরের দিন কেঠো হাসি নিয়ে তৃণমূল ভবনে কিংবা কালীঘাট বা নবান্নে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেই ঘাসফুল পতাকা তুলে নেওয়ার মতো ঘটনা বঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতায় জলভাত। ২০১১ সাল থেকে গত বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার আগে পর্যন্ত এটাই ছিল মা-মাটি-মানুষের সরকারের দস্তুর।

তাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপর হওয়া হামলার ঘটনা যতটা তাঁর পক্ষে সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারত তার চেয়ে ঢের বেশি পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে বিতর্কের ঝাঁঝ উসকে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রীর কাছে এটা ট্র্যাজেডি বটেই। মমতা আক্রান্ত হচ্ছেন, ২০১১ সালের পর তা অলীক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু মসনদ খোয়ানো মমতা প্রতিপক্ষের হামলার মুখে এমন চুপসে যাওয়া (যে ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল) বেশ বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু ঢিলের বদলে পাটকেল কিংবা হিংসার বদলায় হিংসার আমদানি কোনও সংসদীয় গণতন্ত্র তো বটে সাধারণ সভ্যতার উপাদান হতে পারে না। ইতিহাসের শিক্ষা এটাই।

তাই সবে তিন মাস অতিক্রান্ত শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের পক্ষে বীজপুরের ঘটনাবলি মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয়। পালাবদলোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গের লগ্নিমুখী যে অভিযাত্রার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে বিজেপি দাবি করে, তার পক্ষেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ওপর হামলা সুস্থ রাজনৈতিক সমাজের লক্ষণ নয়। তিন দশকের প্রায় (যুক্তফ্রন্ট আমল বাদে) নিরবচ্ছিন্ন কংগ্রেস শাসন, চৌত্রিশ বছরের বাম তথা সিপিএম শাসন বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। কাশীপুর-বরাহনগর থেকে জরুরি অবস্থা। নকশাল দমনে ভুয়ো এনকাউন্টার। বহুল চর্চিত ৭২ থেকে ৭৭-এর সন্ত্রাসময় সিদ্ধার্থশংকর রায় জমানার 'ট্রেডমার্ক'।

সেই যুগের অবসানের পর থেকে সুদীর্ঘ নিরঙ্কুশ বাম জমানায় মরিচঝাঁপি, ধর্মতলার একুশে জুলাই থেকে নানুর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সব মাইলফলক। রক্তারক্তি, প্রাণহানি ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের পার্টি অফিস ভাঙা বা জবরদখল ও বিরোধী নেতার স্বাধীন নড়াচড়া করার অধিকার খর্ব করার চল বাংলায় কোনওকালেই ছিল না। এক কথায় আইনের নয়, শাসকের আইন মেনে চলতে হত বাংলায়। বিরোধীদের ওপর গাজোয়ারি কায়েম করার এই সংস্কৃতির এক্সক্লুসিভ কপিরাইট কিন্তু মমতার। নিজের তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তায় ভর করে ক্ষমতায় বসেই নিরঙ্কুশবাদ হয়ে ওঠে তার দলতন্ত্রকেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা। যার একমাত্র বীজমন্ত্র 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। তাঁর অস্ত্রই আজ বুমেরাং হয়ে ফিরছে। ইতিহাসের কী করুণ পুনরাবর্তন। ক্ষমতা বদলের পর মমতা প্রণীত ট্র্যাডিশন আয়ত্ত করেছে বিজেপি 'মব'।

গত মে মাস থেকে ডিম ছোড়া 'মব' এবার কাদার তাল ছুড়েছে মমতার গাড়িতে। গত জমানায় এমন ঘটনার পরে মমতা বা তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় জনরোষের তত্ত্ব দিয়ে 'মব' সন্ত্রাসের পক্ষ নিতেন, তাতেই স্পষ্ট ছিল সেই অপকর্ম আদতে নেত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। রবিবারের ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া শাসকের পক্ষে নেতিবাচক হতে পারে। সেই আশঙ্কায় বিজেপি সভাপতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর 'রাজনৈতিক উচ্চতা' স্মরণ করিয়ে দলের 'মব' কালচারে রাশ টেনেছেন, তাও গত দেড় দশকের প্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী। কিন্তু যাবতীয় ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু। যার সামাজিক অভিঘাত ব্যাপক আকার নেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। সাতের দশক থেকে রাজ্যে এপিডিআর-এর সৌজন্যে হেপাজতে মৃত্যু সম্পর্কে আমআদমির মধ্যে শাসক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এহেন স্পর্শকাতর বিষয়ে তথাকথিত জেন জেড ইন্ধন পেতে পারে। ইতিমধ্যে দেশে তার ক্ষেত্র সিজেপি আন্দোলন থেকেই প্রস্তুত। শুভেন্দু-শমীকরা সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন।

মমতার জমানায় ২০১৩ সালে হুগলির ধনেখালি থানায় এক তরুণের হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনা সিবিআই তদন্ত পর্যন্ত গড়ায় আদালতের নির্দেশে। সিবিআই রুখতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে মামলা লড়তে। ঘটনায় অন্যতম অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। বিরোধী নেত্রী মমতা হুগলির তেলেনিপাড়া জুট মিলের ভিখারি পাসওয়ান গুম হলে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, আজ বীজপুরে মৃত্যু নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার নিজেই হারিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। সেই কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন তাঁর উত্তরসূরি। সোমবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে, মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু বস্তুত হেপাজতে মৃত্যুর ঘটনার দায় স্বীকার করে নিলেন। মৃতের পরিজনদের সুপারিশে শাস্তি দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পুলিশ অধিকারিককে। অতীতের কংগ্রেস, বাম, হালের তৃণমূল জমানায় কখনও কোনও পুলিশমন্ত্রী এভাবে দায় কবুল করেননি। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মমতার 'স্ট্রিট ফাইটার' ইমেজ মলিনতর হল। মমতার মডেলেই শুভেন্দুও ক্ষতিপূরণের অছিলায় নগদ গুঁজে দিয়ে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়েছেন। যার ফলে মমতার ভবিষ্যৎ লড়াই সংগঠন কঠিন হল বলাই চলে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নিরঙ্কুশবাদের সাধক মমতার এই করুণ পরিণতি কিন্তু বর্তমান শাসকের কাছেও শিক্ষণীয়।

এক কথায় বীজপুরে, ইতিহাসের পুনরাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল গত চার দশক ধরে বাংলার বুকে গড়ে ওঠা 'মমতা ম্যাজিক'।

(লেখক সাংবাদিক)

বীজপুরে মমতা। হামলার পর। –ফাইল চিত্র

বীজপুরের ঘটনায় শুধু এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলার প্রশ্ন নেই, সামনে এসেছে বাংলার দীর্ঘ রাজনৈতিক হিংসার উত্তরাধিকারও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে বিরোধীদের উপর আক্রমণ, জনরোষের যুক্তি এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে যে অভিযোগ উঠত, পালাবদলের পর তারই প্রতিচ্ছবি নতুন সরকারের সময় দেখা গেলে প্রশ্ন আরও গভীর হয়। পুলিশ হেপাজতে মৃত্যু সেই প্রশ্নকে আরও স্পর্শকাতর করেছে। অতীতের অন্যায় নতুন অন্যায়ের বৈধতা হতে পারে না। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ না করে প্রতিশোধের রাজনীতি চললে পালাবদলের অর্থই শেষপর্যন্ত প্রশ্নের মুখে পড়বে। এটাই গণতন্ত্রের মূল পরীক্ষা।

আজ

১৯৬৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী শ্রীদেবী।

২০১৭

নাট্যব্যক্তিত্ব শোভা সেনের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

আলোচিত

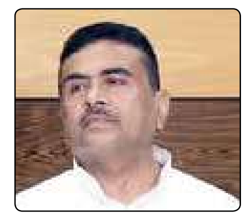

যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক, মিথ্যা অপপ্রচার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছি। ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করতে হবে। অসম্মানজনক পোস্ট ডিলিট করতে হবে। তবে ডিলিট করলেই ছাড় পাবেন, তা কিন্তু নয়।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

মুম্বই লোকাল ট্রেনের কামরায় যাত্রীরা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে। ঠিকমতো পা রাখার জায়গা নেই। তারই মাঝে ট্রেনের সিটে পা ছড়িয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে একটি পথকুকুর। সারমেয়কে বিরক্ত না করে নিজেরা দাঁড়িয়ে ট্রেন সফর করলেন যাত্রীরা।

ভাইরাল/২

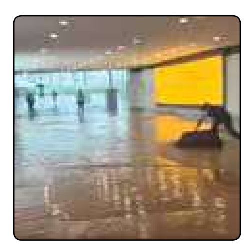

প্রথম বৃষ্টিতেই জলের তলায় সদ্য চালু হওয়া নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। টার্মিনাল থেকে পার্কিং, সর্বত্র জল থইথই। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল। কয়েক হাজার কোটি টাকায় তৈরি বিমানবন্দরের নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

জনমন জনমত

লোডশেডিংয়ে নাজেহাল শিবমন্দিরবাসী

ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর পরিষেবা একদম তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই গরমেও শিবমন্দিরে কারেন্ট থাকছে না, বিশেষ করে রাতের দিকে। নিয়ম করে রাত ১১টা নাগাদ কারেন্ট চলে যাচ্ছে। আসছে রাত আড়াইটায়। কোথাও কোনও কারণ জানার উপায় নেই। অসহায় আমরা।

একটা টোল ফ্রি নম্বর রয়েছে বটে, সেখানে শুধু অভিযোগ জানানো যায় মাত্র, বাকি কিছু জানার উপায় নেই। এই অঞ্চলে তেমন কোনও বড় শিল্পও নেই। তাহলে কেন এত লোডশেডিং? অথচ তিন মাস পর নিয়ম করে বড় অঙ্কের বিল ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরিষেবা তলানিতে। বহুবার বলেও মাসে মাসে বিল চালু করা গেল না। ওটা তো আউটসোর্সিং করা আছে। প্রত্যেক গ্রাহকের বহু টাকা ক্ষতি হচ্ছে। কে বিদ্যুৎমন্ত্রী? তাঁর কি এসব দিকে নজর আছে? কলকাতায় সিইএসসির পরিষেবা এর তুলনায় অনেক ভালো। সরাসরি কথা বলার সুযোগ আছে। আর উত্তরবঙ্গে নেতা-মন্ত্রীদের বড় বড় বক্তব্যের বাইরে কাজ কিছু হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ডব্লিউবিএসইডিসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, এ বিষয়ে নজর দিন। আর বিলের পেছনে আগে যেমন স্ল্যাব অনুযায়ী ইউনিট চার্জ লেখা থাকত তা আবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

ডঃ মলয় করঞ্জাই
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

নেতাজির অসম্মানে সাংসদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কোথায়?

গত কয়েকদিন ধরে উত্তরবঙ্গের একজন রাজ্যসভার সাংসদ ধারাবাহিকভাবে ভারত মায়ের বীর পরাক্রমশালী সন্তান সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলে চলেছেন, যা যে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক ভারতীয়র কাছে ভীষণ কষ্টের। এর আগেও তিনি আধ্যাত্মিক জগতের একজন ব্যক্তি সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলেছেন। এসব থেকে বোঝা যায় তিনি খুব সম্ভবত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, একের পর এক ঘটনার পরও ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না? তাছাড়া সাংসদের এমন সব মন্তব্য বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করছে।

সবশেষে মাননীয় সাংসদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আপনি সংযত হন এবং আপনার আধ্যাত্মিক চেতনাবোধকে আরও জাগ্রত করুন।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

র‍্যাডক্লিফের রেখায় বিভক্ত বাংলা

পাঁচ সপ্তাহের তাড়াহুড়োয় টানা সেই সীমারেখার ক্ষত রাজ্য আজও বহন করে চলেছে।

দেবব্রত চাকী

I was so rushed that I had not time to go into the details. Even accurate district maps were not there and what material there was also inadequate. What could I do in one and a half months? - Sir Cyril Radcliffe

১৯৬০ সালে এক সাক্ষাৎকারে স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ সম্ভবত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে আজও ক্ষমা করেনি। দেশভাগ, বিশেষ করে বাংলা বিভাজনের প্রসঙ্গ উঠলেই তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ব্রিটিশ আইনজীবী স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই ভারতে আসেন বাংলা ও পঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণে গঠিত দুটি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে। ৩০ জুন গঠিত বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনে কংগ্রেসের মনোনীত বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস এবং মুসলিম লিগের মনোনীত বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আক্রাম ও বিচারপতি এসএ রহমান ছিলেন। র‍্যাডক্লিফ পরে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিশনটি সাধারণ্যে 'র‍্যাডক্লিফ কমিশন' নামে পরিচিত হয়। বাংলা ও পঞ্জাবের বিভাজনের প্রক্রিয়া নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই কমিশনকে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

র‍্যাডক্লিফ কমিশন গঠনের পটভূমি নিহিত ছিল ১৯৪৭-এর ৩ জুন ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায়। প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি এবং সেক্রেটারি অফ স্টেটস লর্ড লিস্টওয়েল ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির জন্য পৃথক সংবিধান সভার সুযোগ এবং বাংলা ও পঞ্জাবের হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল চিহ্নিত করতে সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং অসমের শ্রীহট্টের ভবিষ্যৎ গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণের কথাও বলা হয়। সেই সূত্রে বাংলা ও পঞ্জাবের জন্য পৃথক কমিশন গঠিত হয়। বেঙ্গল কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সংলগ্ন এলাকাগুলির ভিত্তিতে দুই বাংলার সীমানা নির্ধারণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করা। কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই। সরকারি নথি অনুযায়ী কমিশনের প্রকাশ্য শুনানি কলকাতায় ১৬ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত চলে।

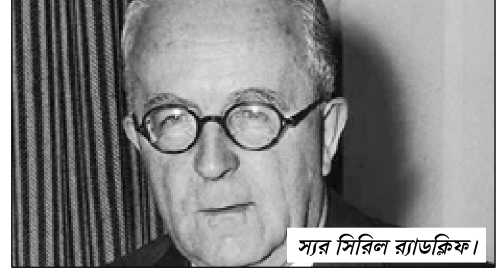

স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ।

কমিশনের কাজ শুরুর আগে পূর্ব বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত ১৬টি জেলার একটি আনুমানিক বা 'নোশনাল বাউন্ডারি' নির্ধারণ করা হয়েছিল। মুসলিম জনসংখ্যার হার হিসেবে তালিকায় ছিল ত্রিপুরা ৭৫.৪৮ শতাংশ, নোয়াখালি ৭৮.৪৮, চট্টগ্রাম ৭৩.৮০, বাখরগঞ্জ ৭১.৬৩, মুর্শিদাবাদ ৫৫.৫৬, ঢাকা ৬৬.৮২, নদিয়া ৬২.১৭, যশোর ৬১.১৬, পাবনা ৭৬.৯০, ফরিদপুর ৬৩.৮০, রাজশাহী ৭৫.৭৯, মালদা ৫৪.২৮, দিনাজপুর ৫০.৫৭, বগুড়া ৮৩.৩৬, ময়মনসিংহ ৭৬.৫৬ এবং রংপুর ৭০.৭৯ শতাংশ। সরকারি তালিকায় সিলেট পৃথকভাবে ছিল; সেখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল ৬০.৭১ শতাংশ। কমিশনের চার সদস্য ২৮ ও ২৯ জুলাই নিজেদের প্রতিবেদন জমা দেন। র‍্যাডক্লিফ তাঁর সিদ্ধান্ত ও অ্যাওয়ার্ডের নথি ১৩ অগাস্ট তারিখে সম্পন্ন করেন। ১৭ অগাস্ট সরকারিভাবে বেঙ্গল ও পঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে যাঁরা নতুন জীবন শুরু করলেন, তাঁদের কাছে স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ স্বাভাবিকভাবেই এক বিতর্কিত চরিত্রে পরিণত হন। ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর নাম ঘুরে ফিরে আসে। অথচ কমিশনের কাজের খুঁটিনাটি সাধারণ মানুষের আলোচনায় তুলনামূলকভাবে কম উঠে আসে। র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন কমিশনকে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এমন একটি সীমারেখা নির্ধারণ করতে হয়েছিল, যার অভিঘাত প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলেছে। মূল সরকারি নথিতে অবশ্য কমিশনের কাজের সময়সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রাখার নির্দেশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাগের সেই রেখা তাই কেবল একটি রাজনৈতিক সীমারেখা ছিল না, মানুষের জীবন ও স্মৃতিরও সীমারেখা হয়ে উঠেছিল। জন্মভিটে, পরিবার, সম্পত্তি ও পরিচয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা নিয়ে অসংখ্য মানুষকে নতুন বাস্তবতায় জীবন শুরু করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়েও সেই স্মৃতি সহজে মুছে যায়নি। র‍্যাডক্লিফের নিজের বক্তব্যে যে তাড়াহুড়ো, অপর্যাপ্ত মানচিত্র ও সীমিত উপকরণের কথা উঠে আসে, তা আজও ইতিহাসবিদদের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই কারণেই বাংলা বিভাজনের ইতিহাসে র‍্যাডক্লিফের নাম একই সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব, বিতর্ক এবং মানুষের দীর্ঘস্থায়ী বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

(লেখক সংস্কৃতিমন্ত্রকে বাংলা সাহিত্যের সিনিয়ার ফেলো)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২২

পাশাপাশি : ১। যা এখনও বিকশিত হয়নি ৩। নষ্টনীড় অবলম্বনে সিনেমা ৪। এককথায় তীব্র বিষ বা কালকূট ৫। বিয়ের পরদিনের অনুষ্ঠান ৭। কিস্তি বা খেপ ১০। ইসলাম শাস্ত্র অনুমোদিত বিয়ে ১২। ফুলকাটা জরিদার রেশমি কাপড় ১৪। মুসলিমদের বিয়ে ভেঙে যাওয়া ১৫। নরম প্রকৃতির ভালো মানুষ ১৬। দূতের কাজ করেন যে দেবতা।

উপর-নীচ : ১। দোষারোপ করা ২। সাদা রঙের ফুল ৩। যে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় ৬। মহিলাদের চুল বাঁধার ধরন ৮। এক মাইলের আট ভাগের একভাগ ৯। উত্তর দিক চিনিয়ে দেয় যে তারা ১১। লাইনে ছাড় হরফ লেখার চিহ্ন ১৩। পাত্রের খোলা মুখ ঢাকতে লাগে।

সমাধান ■ ৪৫২১

পাশাপাশি : ২। ভাদ্রবউ ৫। প্রকাণ্ড ৬। ন্যায়বিচার ৮। লোটা ৯। দাস্ত ১১। ছন্দপতন ১৩। খোয়াব ১৪। মোকাবিলা।

উপর-নীচ : ১। সপ্রতিভ ২। ভাণ্ড ৩। বলয় ৪। কুহর ৬। ন্যাটা ৭। বিশ্বস্ত ৮। লোলুপ ৯। দান ১০। আজীবন ১১। ছলনা ১২। তড়কা ১৩। খোলা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

'আপনি একটু বদলে গিয়েছেন'

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রতিদিনই নিট কাণ্ড, রাম মন্দিরে চুরির মতো ঘটনায় শাসক-বিরোধী আকচাআকচি চলছে। এর মধ্যেই 'তু তু ম্যায় ম্যায়' পর্বের গুমোট পরিবেশে একটুকরো বসন্ত এনে দিয়েছিল এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের মেয়ের বিয়ের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শাসক-বিরোধী শিবিরের নেতানেত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করেন। তার ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'প্রিয়াংকা কেমন আছেন?' জবাবে ওয়েনাডের সাংসদ বলেন, 'আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন স্যার?' স্মিত হেসে মোদি উত্তর দেন, 'আমি যেমন থাকি সবসময়।' কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। খাড়গে মোদিকে বলেন, 'ভাইসাব, আপনি একটু বদলে গিয়েছেন।' মোদি তখন বলেন, 'তাই নাকি?' পড়ুয়াদের বিক্ষোভের পর সমাজমাধ্যমে মোদির নিয়মিত ভিডিও বার্তা নিয়েই খাড়গে ওই মন্তব্য কিনা তা নিয়ে চর্চা চলছে।

রাজি অমিত শা, নারাজ রাহুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের দমনপীড়ন নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বুধবার নজিরবিহীনভাবে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দেন, নিট পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সংসদে আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তুত। বিরোধীরা স্পিকারকে চিঠি দিলে বুধবারই দুপুর ৩টে থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে পর্যন্ত আলোচনার জন্য সময় দেওয়ার প্রস্তাবও দেন তিনি। কিন্তু বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত বুধবারও লোকসভার অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে যায়।

বিরোধীদের বিঁধে সংসদের বাইরে অমিত শা বলেন, 'নিখোঁজ, পালিয়ে গিয়েছেন এই ধরনের শব্দ ভারতের জনজীবন ও সংসদীয় রাজনীতিতে ক্রমশ বেশি শোনা যাচ্ছে। অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিয়মিত সংসদে আসছি এবং নিজের চেম্বারে বসে থাকছি। কিন্তু বিরোধীরা যদি সংসদের কোনও কক্ষেই কাজ করতে না দেন, তাহলে আমার পক্ষে কী করা সম্ভব?'

শা-র আলোচনার প্রস্তাবকে ধর্তব্যে আনতে নারাজ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি, দেশের তরুণরা অমিত শা-র লেকচার শুনতে চান না। সংসদের বাইরে নিজের চেনাপরিচিত সাদা টিশার্ট ছেড়ে সবুজ টি শার্ট পরিহিত রাহুল বলেন, 'দিল্লি পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ কি অমিত শা দিয়েছিলেন? যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দায়ী, আর যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অক্ষম। দুই ক্ষেত্রেই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।' রাহুলের সাফ কথা, 'অমিত শা-র সাহস নেই। বেলুন ফেঁসে গিয়েছে। এখন যতই হাওয়া ভরা হোক, কোনও লাভ হবে না।' বিরোধীদের দাবি, সত্যিই যদি অমিত শা আলোচনা করতে রাজি থাকতেন তাহলে তিনি নিজের চেম্বারে না বসে থেকে লোকসভায় এসে নিজের বক্তব্য দিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারতেন।

> অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকে আমি নিয়মিত সংসদে আসছি এবং নিজের চেম্বারে বসে থাকছি। কিন্তু বিরোধীরা যদি সংসদের কোনও কক্ষেই কাজ করতে না দেন, তাহলে আমার পক্ষে কী করা সম্ভব?
>
> অমিত শা

এদিন স্পিকারকে লেখা চিঠিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সংসদের বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সরকারের পক্ষ থেকে নিট পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় সম্মতি জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, বিরোধীরা এই দাবি তোলার আগেই চলতি অধিবেশনে 'পাবলিক এক্সামিনেশন্স (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিন্স) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই সময় বিরোধী দলের কোনও সদস্যই নিট পরীক্ষা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখেননি। তা সত্ত্বেও সরকার এই বিষয়ে ফের আলোচনায় প্রস্তুত বলে চিঠিতে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অমিত শা স্পিকারকে অনুরোধ করেন, বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনা করে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যত দিন বা যত ঘণ্টা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হোক। তিনি স্পষ্ট করে জানান, নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজে লোকসভায় উপস্থিত থাকবেন, বিরোধীদের সমস্ত বক্তব্য শুনবেন এবং তাঁদের তোলা প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে তৈরি থাকবেন। অমিত শা বলেন, 'এখন জনসাধারণই সিদ্ধান্ত নিক, কে পালিয়ে যাচ্ছে।

> ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ কি অমিত শা দিয়েছিলেন? যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি দায়ী, আর যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অক্ষম। তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।
>
> রাহুল গান্ধি

সরকারের লুকানোর মতো কিছু নেই। এমনকি বিরোধীরা কেন আলোচনা হতে দিতে চাইছেন না?

সংসদে লাগাতার অচলাবস্থা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ হতাশ। সংসদীয় ব্যবস্থার ইতিহাসে এই প্রথম আমি এমন পরিস্থিতি দেখছি, যেখানে সরকার নিজেই আলোচনা চাইছে, অথচ বিরোধীরা আলোচনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।' রিজিজু বলেন, 'কী হয়েছে এই কংগ্রেস দলের? প্রায় ৫০ বছর দেশ শাসন করেছে। আজ তারা আলোচনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।' এই আচরণ গণতন্ত্র ও দেশের পক্ষে ভালো নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন দুপুর ২টোর পর লোকসভার অধিবেশন ফের শুরু হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই 'ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' সংসদের যৌথ কমিটি বা জেপিসিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। এই বিলটি নিয়েও বিরোধীদের তীব্র আপত্তি রয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিওগুলিকে নিশানা করতে চাইছে সরকার। তাই বিলটি প্রত্যাহারের দাবিও জানায় বিরোধীরা।

টাটা পরিবারে ভাঙন, পদ ছাড়ছেন চন্দ্রশেখরন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট : টাটা গোষ্ঠীর অন্দরে চলা দীর্ঘদিনের চাপা সংঘাত এবার আছড়ে পড়ল প্রকাশ্যে। পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে মতপার্থক্য মেটাতে না পেরে শেষপর্যন্ত মেয়াদ শেষ হলেই পদ ছাড়ার বড়সড় সিদ্ধান্ত নিলেন টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন। সংস্থাকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বর্তমান মেয়াদ ফুরোনোর পর তিনি আর নতুন করে এই পদে থাকতে আবেদন করবেন না। তবে শীর্ষ স্তরে যাতে আচমকা কোনও শূন্যতা তৈরি না হয়, তার জন্য বর্তমান মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব সামলাবেন তিনি।

বিবাদের সূত্রপাত গত ২৪ ফেব্রুয়ারির বোর্ড বৈঠকে। স্যর দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং স্যর রতন টাটা ট্রাস্ট সর্বসম্মতিক্রমে চন্দ্রশেখরনের মেয়াদ আরও ৫ বছর বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তাতে সরাসরি আপত্তি জানান টাটা সন্সের ৬৬ শতাংশ অংশীদারিত্বের নিয়ন্ত্রক 'টাটা ট্রাস্টস'-এর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা। সূত্রের খবর, নোয়েল কড়া শর্ত চাপিয়েছিলেন যে, টাটা সন্সকে কোনওদিন শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত (লিস্টিং) করা যাবে না। কিন্তু চন্দ্রশেখরন সেই শর্ত মানতে নারাজ ছিলেন।

টানা ছ'মাস ধরে এই সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকায় শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়েই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন চন্দ্রশেখরন। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'টাটা সন্সের মতো বিশাল প্রতিষ্ঠানের একাধিক মেগা প্রোজেক্ট এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ নেতৃত্ব নিয়ে দীর্ঘ অনিশ্চয়তা কর্মী, বিনিয়োগকারী ও স্টেকহোল্ডারদের জন্য চরম ক্ষতিকারক।' তাই বোর্ডকে তিনি দ্রুত যোগ্য উত্তরসূরি খোঁজার অনুরোধ জানিয়েছেন।

১৯৮৭ সালে টিসিএস-এ কর্মজীবন শুরু করা চন্দ্রশেখরন ২০১৭ সালে প্রথম অ-পার্সি হিসেবে টাটা সন্সের ব্যাটন হাতে নিয়েছিলেন। নিজের চার দশকের সফরকে স্মরণ করে তিনি বলেন, 'গত এক দশক টাটা সন্সকে নেতৃত্ব দেওয়া আমার কাছে চরম সম্মান ও দায়িত্বের বিষয় ছিল। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।'

এদিকে, নির্ভরযোগ্য কাণ্ডারির পদ ছাড়ার খবর ছড়াতেই শেয়ার বাজারে রীতিমতো রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। একদিনেই পুরো টাটা গোষ্ঠীর মোট শেয়ারদর ৪ শতাংশ পড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দেশের বৃহত্তম আইটি রপ্তানিকারক সংস্থা টিসিএস-এর শেয়ারদর কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ, টাটা মোটরস পড়েছে ২.৮ শতাংশ এবং টাটা স্টিল ও টাইটানের শেয়ারের দাম কমেছে প্রায় ২ শতাংশ।

রাশিয়ার হয়ে লড়বেন চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : ইউক্রেনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক 'ওশাদব্যাংক'-এর সঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিজেদের প্রতিনিধি বা আর্বিট্রেটর হিসেবে মনোনীত করেছে রাশিয়া। তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের প্রধান হিসেবে যৌথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন কোস্টারিকার প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী দিয়লা জিমেনেজ। অন্যদিকে ইউক্রেনের ব্যাংকটির প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে গ্রিক আর্বিট্রেটর তথা সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্ট্যাভরোস ব্রেকৌলাকিসকে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযানের পর দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, খেরসন ও জাপোরিজিয়া অঞ্চলে বিশাল সম্পদ ও কার্যক্রম হারানোর অভিযোগ তুলে ১৯৯৮ সালের দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির অধীনে শত মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলাটি দায়ের করে ওশাদব্যাংক। এর আগেও জার্মান জ্বালানি সংস্থা 'উইনটারশাল ডিয়া'-র একটি মামলায় রাশিয়া চন্দ্রচূড়কে আর্বিট্রেটর হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিল। তবে সেই সময় পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশন তাকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি রাশিয়ার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন।

বিজয়ের প্রস্তাব

চেন্নাই, ১২ অগাস্ট : স্ট্যালিনের পথেই হাঁটছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়। নিট পরীক্ষা তুলে দেওয়ার পর এবার ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন তিনি। তাতে দেশের লোকসভার ৫৪৩ আসন সংখ্যা স্থির রাখার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। রাজ্য সরকার মনে করছে, আগামী দিনে জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোকসভার আসন পুনর্নির্ধারণ করা হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি চরম বৈষম্যের শিকার হবে। কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবি, লোকসভা ও রাজ্যসভার বর্তমান অনুপাত (২.২ : ১) বজায় রেখে নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা ৫৪৩-এই সীমাবদ্ধ রাখা হোক। সেই সঙ্গেই ওই আসনগুলির মধ্যেই অবিলম্বে ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ আইন চালুর আর্জি জানানো হয়েছে।

কলম্বিয়ায় মৃত বেড়ে ২৫০

বোগোটা, ১২ অগাস্ট : কলম্বিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। বুধবার দুপুরেই মৃতের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আহত দেড় হাজারের বেশি। কয়েকশো মানুষ এখনও নিখোঁজ। সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিখ্যাত কফি উৎপাদনকারী অঞ্চল কালি, পেরেইরা এবং মানিজালেসে। নিখোঁজদের খোঁজে ক্রেন, এক্সকাভেটর, এমনকি খালি হাতেও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। বহু জায়গায় বিদ্যুৎ ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি ৭০টির বেশি আফটারশকে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সদ্য শপথ নেওয়া প্রেসিডেন্ট অ্যাবেলফোর্সো দ্য লা এস্প্রিয়েল্লা এদিন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করে সব ধরনের সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। ১৯৯৯-এর পর এটিই কলম্বিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বিধ্বংসী ভূমিকম্প বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইমরানের মৃত্যুর রটনায় জল্পনা

ইসলামাবাদ, ১২ অগাস্ট : পাকিস্তানের জেলবন্দি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে। আমেরিকাবাসী পাকিস্তানি সাংবাদিক ওয়াজাহাত সইদ খানের দাবি, রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদর দপ্তরের তিনটি সূত্র তাঁকে জানিয়েছে, ইমরান হয়তো আর বেঁচে নেই। যদিও এই দাবির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘদিন ধরে আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরানের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া নিয়ে পরিবারের উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সুর চড়াতে শুরু করেছে ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদির হুঁশিয়ারি, ইমরান খানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না দেওয়া হলে পিটিআইয়ের ২০ লক্ষ সমর্থক রাস্তায় নামবে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ইসলামাবাদ অভিযানের ডাক দিয়েছে পিটিআই।

এদিকে আমেরিকার ১৩ জন আইনপ্রণেতা বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে চিঠি দিয়ে ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির ওপর চলা নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ইসলামাবাদের ওপর চাপ সৃষ্টির আবেদন জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের প্রভাবাধীন পাক সরকারের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে।

মাউন্ট এটনা আগ্নেয়গিরি থেকে লেলিহান লাভা দেখার ভিড়। বুধবার সিসিলির ক্যাটানিয়াতে।

এনসিপিআই নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলেই

সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকি অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : সংসদের বাদল অধিবেশন শেষের মুখে। অথচ অধিবেশন শুরুর সময় এনসিপিআই সাংসদরা যে তিমিরে ছিলেন শেষলগ্নেও তাঁরা রয়ে গিয়েছেন সেই তিমিরেই। এখনও তৃণমূল থেকে বিদ্রোহী হওয়া ২০ জন এনসিপিআই সাংসদদের স্বীকৃতির বিষয়টির কোনও নিষ্পত্তি না হওয়ায় এবার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জুন মাসেই ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে পৃথক ২০টি আবেদন জমা দিয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল। প্রায় দু'মাস পরেও সেই আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়ায় বুধবার ফের স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি তোলেন অভিষেক। স্পিকারের তরফে শীতকালীন অধিবেশনের আগে বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেও তাতে সন্তুষ্ট নন অভিষেক। তাঁর সাফ বার্তা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত না হলে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চাইবে তৃণমূল। অভিষেকের দাবি, অধিবেশন শুরুর পর ২২-২৩ জুলাই প্রথমবার তিনি স্পিকারের কাছে বিষয়টি তোলেন। তাঁকে নির্দিষ্ট চিঠি জমা দিতে বলা হলে ২৬ জুলাইয়ের মধ্যেই সেই চিঠি দেওয়া হয়। এরপর অভিষেকের সঙ্গে সৌগত রায়, কীর্তি আজাদ এবং প্রতিমা মণ্ডলও স্পিকারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি।

অভিষেক বলেন, 'এই সাংসদরা তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সামনে রেখে তাঁরা নির্বাচনে লড়েছেন। এখন তাঁরা সংসদে এসে প্রকাশ্যেই বলছেন যে তাঁরা এনডিএ-কে সমর্থন করছেন। এই পরিস্থিতিতে সংবিধানের দশম তফসিলের বিধানগুলি খতিয়ে দেখা উচিত। তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের বিষয়টি কোনওভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।' জবাবে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বক্তব্য, 'এটা স্পিকারের বিষয়। ২০ জন সাংসদ একটা দল পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। স্পিকার মান্যতা দেবেন। কোনও নথি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য হয়তো সময় লাগছে। ওদের কতজন আছে, বাকিরা কোথায় গেল, সেটা আগে দেখুক।'

এদিন স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিষেক মূলত দুটি প্রশ্ন তোলেন। প্রথমত, দলত্যাগ বিরোধী আইনে ব্যবস্থা চেয়ে ২০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে পৃথক আবেদন জমা পড়ার পরও কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি? দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট সাংসদদের এখনও কোনও পৃথক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া না হলেও কেন তাঁদের পাশে বসানোর জন্য তৃণমূল সাংসদদের আসন পরিবর্তন করা হল? অভিষেকের দাবি, তৃণমূল সাংসদদের এখন এমন কয়েক জন সাংসদের পাশে বসানো হয়েছে, যাঁরা বিজেপির দিকে চলে গিয়েছেন এবং নিজেদের এনসিপিআই সাংসদ হিসেবে তুলে ধরছেন, অথচ তাঁদের এখনও কোনও সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অভিষেকের অভিযোগ, প্রায় দু'মাস কেটে গেলেও সেই আবেদনগুলির বিষয়ে এখনও কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। এমনকি এদিনও তাঁকে মূলত একই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী অধিবেশনের আগে বিষয়টি বিবেচনা করে জানানো হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়, পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : কেরলের নাম বদলে 'কেরলম' করার বিল ঘিরে রাজ্যসভায় সরগরম হয়ে উঠল বিতর্কে। সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নাম ও তার ঔপনিবেশিক ইতিহাস তুলে সরব হলেন বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং কালীঘাট তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

'কেরল (অল্টারেশন অব নেম) বিল, ২০২৬'-এর ওপর আলোচনার সময় শমীক দাবি জানান, 'আমাদের রাজ্যের সরকারি নাম হওয়া উচিত একটাই, 'পশ্চিমবঙ্গ'। ইংরেজিতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' লেখার প্রয়োজন নেই এবং 'পশ্চিমবাংলা' নামটির ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর মতে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামটি ব্রিটিশ আমলের দেশভাগের স্মৃতি ও ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রতীক। দেশজুড়ে যখন পরাধীনতার চিহ্ন মুছে ফেলার কাজ চলছে, তখন বাংলার ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একইসঙ্গে রাজ্যের নাম বদলে 'বাংলা' করার চেষ্টার জন্য তৃণমূল ও বামেদের কটাক্ষও করেন তিনি।

অন্যদিকে, ডেরেক ও'ব্রায়েন কেন্দ্রকে বিঁধে প্রশ্ন তোলেন, কেরলের নাম বদলের প্রক্রিয়া তরান্বিত হলেও বাংলার নাম বদলের প্রস্তাব দীর্ঘ আট বছর ধরে কেন্দ্র আটকে রেখেছে কেন? এই নিয়ে বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ। পাশাপাশি, পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই দ্রুত বিল পাশ করানো এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কিছু বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। বিতর্কে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। তিনি বলেন, কেরলের নাম বদল সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিলে অন্য রাজ্যের প্রসঙ্গ টানা অপ্রাসঙ্গিক। এর ফলে কেরলম বিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যসভায় রাজনৈতিক তরজা নতুন মোড় নেয়।

সওয়াল শমীকের

> আমাদের রাজ্যের সরকারি নাম হওয়া উচিত একটাই, 'পশ্চিমবঙ্গ'
>
> শমীক ভট্টাচার্য

শীঘ্রই যন্তরমন্তর সিজন ২ : দীপকে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট : নিট কেলেঙ্কারি, পড়ুয়া আত্মহত্যা এবং শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে নজিরবিহীন জেন-জেড আন্দোলনের জেরে শেষমেশ ইস্তফা দিতে হয়েছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। সেই বিপুল সাফল্যের হাত ধরে রাজনীতির অলিন্দে সাড়া ফেলে দেওয়া ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবার নতুন আন্দোলনের তোড়জোড় করছে। সেটাও হবে সেই ঐতিহাসিক যন্তরমন্তরেই। সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের মন্তব্য, 'অনেকেই ইনস্টাগ্রামের কমেন্টে জানতে চাইছেন যন্তরমন্তর সিজন ২ কবে শুরু হবে। আমি তাঁদের বলতে চাই, খুব শীঘ্রই যন্তরমন্তর সিজন ২ শুরু হবে।' তবে ঠিক কোন দাবিতে ওই আন্দোলন শুরু হবে সেটা অবশ্য এখনও খোলসা করেননি তিনি বা সিজেপি নেতৃত্ব।

ইতিমধ্যে দেশজুড়ে আমজনতার মন বুঝতে 'কেয়া বোলতি পাবলিক' শীর্ষক একটি জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে 'আরশোলা'র দল। তাহলে যন্তরমন্তর সিজন ২-তে কী থাকবে? দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস জানিয়েছেন, 'দেশ জুড়ে অযোগ্য সরকার আর তাদের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। মানুষ কী বলছেন আমরা সেটা শুনতে দেশজুড়ে সফর করার কথা ভাবছি। স্বাধীনতা দিবস থেকে আমরা শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রচার শুরু করব।' ইতিমধ্যে ১৫ অগাস্ট দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস থেকে সিজেপি শুরু করতে চলেছে 'স্কুল ঠিক করো' অভিযান। মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি জেলায় অভিজিৎ দীপকের নিজের গ্রাম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, অভিভাবক ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামভিত্তিক সরকারি স্কুলগুলির পরিকাঠামো বদলানোই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি

উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে বেহাল রাস্তার দাবিতে খুদে স্কুলপড়ুয়াদের প্রতিবাদকেও তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। সৌরভ দাসের কথায়, 'সরকারগুলি যেভাবে আমাদের স্কুলগুলিকে অবহেলা করেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। এবার এটা ঠিক করার পালা।'

এদিকে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তেই নিয়মিত বাধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন দীপকে। বুধবার দিল্লিতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করতে গিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়তে হয় দলকে। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ দীপকের অভিযোগ, শাসক বিজেপির তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করায় দিল্লির কোনও হলমালিকই তাঁদের মিটিংয়ের জন্য জায়গা ভাড়া দিতে রাজি হননি। শেষ মুহূর্তে বহু কষ্টে একটি হল বুক করা হলেও, মিটিংয়ের দিন সকালে হলমালিকদের ভয় দেখিয়ে অনুষ্ঠান বাতিল করার হুমকি দেওয়া হয়। সিজেপি প্রধানের সাফ বক্তব্য, 'মোদি সরকার যে দেশের তরুণসমাজকে ভয় পাচ্ছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।' যদিও বিজেপির তরফ থেকে সিজেপির এই রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগ সম্পর্কে এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

ল্যাবে তৈরি খুদে মগজই আগামীর কম্পিউটার

মেলবোর্ন, ১২ অগাস্ট : মানুষের সাধারণ চামড়া থেকে সংগৃহীত কোষ এবার ল্যাবে বসে দিব্যি ভিডিও গেম খেলছে! শুনতে আষাঢ়ে গল্প মনে হলেও খুদে এই কৃত্রিম মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটিয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের জাদুতে গবেষণাগারের পাত্রে বেড়ে উঠছে জীবন্ত নিউরন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কোষকে বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারসাজিতে রূপান্তরিত করে তৈরি করা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক মগজ বা 'ব্রেন অর্গানয়েড'। এগুলি অবিকল মানুষের পূর্ণাঙ্গ মস্তিষ্কের মতো জটিল না হলেও নিউরনগুলো একে অপরের সঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে দিব্যি যোগাযোগ সারছে।

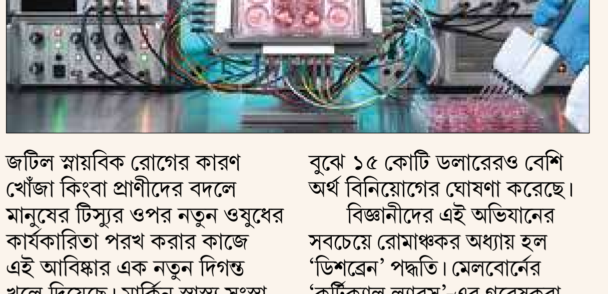

জটিল স্নায়বিক রোগের কারণ খোঁজা কিংবা প্রাণীদের বদলে মানুষের টিস্যুর ওপর নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরখ করার কাজে এই আবিষ্কার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। মার্কিন স্বাস্থ্য সংস্থা এনআইএইচ এই গবেষণার গুরুত্ব বুঝে ১৫ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে।

বিজ্ঞানীদের এই অভিযানের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় হল 'ডিশব্রেন' পদ্ধতি। মেলবোর্নের 'কর্টিক্যাল ল্যাবস'-এর গবেষকরা কয়েক লক্ষ জীবন্ত নিউরনকে ইলেকট্রোডের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ক্লাসিক গেম 'পং' খেলতে শিখিয়েছেন। গবেষক রামার্কো সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'বিজ্ঞানীরা ল্যাবে খুদে মানুষের মগজ তৈরি করছেন।' ল্যাবে তৈরি এই 'সিন্থেটিক বায়োলজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স' দিয়ে ভবিষ্যতে আস্ত কম্পিউটার তৈরির সম্ভাবনাও দানা বাঁধছে। তবে এই খুদে মগজগুলো যত উন্নত হচ্ছে, ততই জটিল নৈতিক প্রশ্ন উঠছে। গবেষকদের মনে প্রশ্ন জাগছে, 'অর্গানয়েড কি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার মতো জটিল হয়ে উঠতে পারে?' ল্যাবে তৈরি এই মগজের মানবাধিকার কিংবা টিস্যুদাতার অধিকার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই সূচিত হল বায়ো-কম্পিউটিংয়ের নবযুগ।

নগদ-কাণ্ডে দোষী প্রাক্তন বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : দিল্লির বাসভবনে বিপুল নগদ আগলে রাখার অভিযোগে বিদ্ধ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি যশবন্ত বর্মা। লোকসভা-গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব ক'টি অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৪ মার্চ দিল্লির ৩০ তুঘলক ক্রিসেন্টের সরকারি বাসভবনের গুদামে আগুন লাগলে থরে থরে সাজানো ৫০০ টাকার নোটের হদিস মেলে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ, ওই বিপুল নগদের উৎস নিয়ে বিচারপতির দেওয়া ব্যাখ্যা ছিল 'বিভ্রান্তিকর ও অসত্য'। উদ্ধার হওয়া পোড়া নোটের উৎস বা মালিকানা সম্পর্কে কোনও সন্তোষজনক বা স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

তদন্ত কমিটির ১২৬ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'তথ্যপ্রমাণ আবাসে প্রচুর নগদের উপস্থিতি নিশ্চিত করছে, যার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই।'

ঘটনাস্থল সিল করার আগেই গুদাম পরিষ্কার করে তথ্যপ্রমাণ নষ্টের দায়েও তাঁকে অভিযুক্ত করেছে কমিটি। গত ৯ এপ্রিল ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে পদচ্যুতির লজ্জা এড়াতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন বর্মা।

হর ঘর তিরঙ্গা প্রচারে শামিল এনসিসির খুদেরাও। গুরুগ্রামে।

চা বোনাসে নজর

নাগরাকাটা, ১২ অগাস্ট : গত বছরের মতো একতরফা চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নয়, বরং চা বাগানগুলির বর্তমান আর্থিক অবস্থা খতিয়ে দেখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই বোনাস নির্ধারিত হোক— এমনটাই চান মালিকরা। আগের মতো ক্যাটিগোরি প্রথা ফিরিয়ে আনার পক্ষেও সওয়াল করছেন তাঁরা। তবে এই আলোচনায় মালিকদের আপত্তি না থাকলেও শ্রমিকের প্রাপ্য ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি থেকে একচুলও পিছু হটতে নারাজ শ্রমিক সংগঠনগুলি। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা বৈঠক শুরুর আগেই এক চাপা দ্বৈরথের আবহ তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে।

কাজ করছেন চা শ্রমিকরা। তাকিয়ে আছেন বোনাস ভাগ্যর দিকেও।

চা মহল সূত্রে খবর, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বোনাস রফা করাই চা বাগানের দশকের পর দশকের দস্তুর। সেই আলোচনা ভেস্তে গেলে তবেই শ্রম দপ্তর হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু গত বছর শ্রম দপ্তর থেকে এক নির্দেশিকা বা মেমোরান্ডাম জারি করে সমস্ত বাগানের জন্য ঢালাও ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা করা হয়েছিল। তা নিয়ে বিতর্কের শেষ ছিল না। বহু রুগ্ন বাগান নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে কম হারে বোনাস দেয়, আবার কোথাও ২০ শতাংশ বোনাস দিতে হয়েছে কিস্তিতে। এমনকি গতবারের বোনাসের কিস্তি এখনও বকেয়া রয়েছে এমন বাগানও ডুয়ার্স-তরাইয়ে রয়েছে।

ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড় মিলিয়ে প্রায় ৩০০টি বড় বাগান ছাড়াও বহু ছোট ও ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে। বড় বাগানের বোনাস ফয়সালা দেখেই ছোট বাগানগুলি পথ চলে। এবার এখনও বোনাস নিয়ে সরকারি বৈঠক শুরু না হলেও, ভিতরে ভিতরে আনঅফিশিয়াল আলোচনা শুরু করেছেন মালিকরা। চা বণিকসভা টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে বোনাস নিষ্পত্তিই চা বাগানের দীর্ঘকালের সংস্কৃতি। এবার সেই প্রথা ফিরে এলে অবশ্যই তা স্বাগত।' ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর চেয়ারম্যান শিবকুমার কল্যাণী বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত ভিত্তিতে বোনাস ফয়সালাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।'

অন্যদিকে, জয়েন্ট ফোরামের শীর্ষ নেতা তথা সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম সাফ জানান, 'আমাদের দাবি ২০ শতাংশ হারের বোনাস দিতে হবে। সেটাও পুজোর এক মাস আগে।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি যুগলকিশোর ঝা বলেন, 'গোড়া থেকেই আমাদের সাংগঠনিক দাবি ২০ শতাংশ হারের বোনাস। রাজ্যও বিষয়টি দেখছে।' কংগ্রেস সমর্থিত এনইউপিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক অলোক চক্রবর্তী জানান, 'শ্রমিকদের যাতে কেউ বঞ্চিত না করে, তা যে কোনও মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে।'

- একতরফা সিদ্ধান্ত নয়, বাগানের অবস্থা খতিয়ে দেখে আলোচনার মাধ্যমেই চা বোনাস নির্ধারণ চান মালিকরা
- ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতেই অনড় শ্রমিক সংগঠনগুলি, পুজোর এক মাস আগে মেটানোর আর্জি
- দ্বিপাক্ষিক প্রথা বনাম একতরফা নির্দেশিকা, বোনাস চুক্তির আগেই চাপা উত্তাপ চা বলয়ে

পৃথিবীর পাঠশালা

হীরক বৃষ্টির আশ্চর্য গ্রহ

ভাবলে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু আকাশ থেকে জলের বদলে আস্ত হিরে ঝরে পড়ার ঘটনা এই সৌরজগতেই ঘটে। নেপচুন এবং ইউরেনাসের মতো বরফে মোড়া গ্যাসীয় গ্রহগুলোর গভীরে রয়েছে এক অদ্ভুত আবহাওয়া। সেখানে মিথেন গ্যাসের ওপর প্রবল তাপ আর চাপ এতটাই বেশি থাকে যে, কার্বন পরমাণুগুলো জুড়ে গিয়ে নিখুঁত হিরের আকার নেয়। তারপর সেই ভারী হিরেগুলো গ্রহের গভীরে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। মহাকাশের এই অমূল্য বৃষ্টি মানুষের ধরাছোঁয়ার একেবারেই বাইরে।

মৃত পোপের অদ্ভুত বিচার

ইতিহাসের পাতায় অনেক আজব বিচারের কথা থাকলেও এটি সবাইকে হার মানায়। নবম শতাব্দীতে পোপ ফরমোসাস মারা যাওয়ার প্রায় সাত মাস পর তাঁকে কবর থেকে তুলে আনা হয়। তাঁর মৃতদেহকে রীতিমতো পোপের পোশাক পরিয়ে বিচারসভায় সিংহাসনে বসানো হয়। নতুন পোপ তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করেন এবং মৃতদেহের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করতে থাকেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত পোপের তিন আঙুল কেটে তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জল ছুড়ে নিখুঁত শিকার

জলের নীচে থেকে ডাঙার পোকা ধরা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু আর্চারফিশ বা তিরন্দাজ মাছের কাছে এটি এক মজার খেলা। জলের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া পোকা বা গাছের ডালে বসা মাছি দেখলে এরা মুখের ভেতর জল জমিয়ে পিচকারির মতো তীব্র বেগে ছুড়ে মারে। এদের জলের তির এতটাই নিখুঁত যে শিকার টাল সামলাতে না পেরে সোজা জলে পড়ে যায়, আর এরা এক নিমেষে তাকে গিলে নেয়। পদার্থবিদ্যার সূত্র যেন এদের জন্মগতভাবে মুখস্থ।

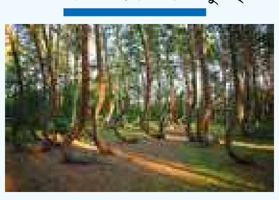

পোল্যান্ডের রহস্যময় বাঁকা জঙ্গল

পোল্যান্ডের এক প্রত্যন্ত এলাকায় পাইন গাছের এক অদ্ভুত জঙ্গল আছে, যাকে দেখলে মনে হয় যেন গাছগুলো মাটি থেকে বেরোনোর সময় কোনও অজানা কারণে ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। প্রতিটি গাছের গুঁড়ি মাটি থেকে সামান্য উঠেই উত্তর দিকে নব্বই ডিগ্রি বেঁকে গিয়ে আবার সোজা ওপরে উঠেছে। কেউ বলেন তুষারপাতের চাপে এমন হয়েছে, আবার কেউ বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থানীয় কৃষকরা নৌকার কাঠ বানানোর জন্য চারাগাছগুলোকে এমন আকার দিয়েছিলেন। আসল কারণ আজও অজানা।

জলদাপাড়ায় হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় হাতিকে পুজো বনমন্ত্রীর।

হাতি দিবসে সংঘাত রোখার বার্তা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ অগাস্ট : গজরাজদের জন্য আজ শুধুই আরাম আর ভূরিভোজের দিন! নদীর জলে পরম আদরে স্নান থেকে শুরু করে আখ, মিষ্টিকুমড়ো আর কলার রাজকীয় ভোজে বুধবার উত্তরবঙ্গজুড়ে পালিত হল বিশ্ব হাতি দিবস। তবে এই উৎসবের মাঝেই প্রকট হয়ে উঠল হাতির বাসস্থানের তীব্র সংকট এবং মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাতের চরম বাস্তব চিত্রটিও।

এদিন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় ১৭টি কুনকি হাতিকে পুজো করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি প্রমুখ। হলং নদীতে গজরাজ, তিস্তারানি, প্রিয়দর্শিনী ও ডায়নাদের স্নান করিয়ে পরম স্নেহে গা ঘষে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আজ ওদের জন্মদিন। আমার মা বলতেন জন্মদিনে কোনও কাজ করার দরকার নেই। শুধু আরাম করো। আমিও বনকর্তাদের বলে দিয়েছি আজ সমস্ত কাজ থেকে ওদের বিশ্রাম দিতে হবে।' পিলখানায় গণেশপুজোর পর হাতিদের প্রিয় খাবার তুলে দেন মন্ত্রী। শম্ভু নামের একটি দামাল হাতিকে সামনের দুই পা জোড়া করে নমস্কার করতেও দেখা যায়। এদিন ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পেও সাতটি কুনকি হাতির পুজো ও জন্মদিন পালন করেন মন্ত্রী। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'স্ন্যাপ'-এর উদ্যোগে সেখানে হাতিদের ফল খাওয়ানো হয়। স্ন্যাপ-এর কর্ণধার কৌস্তভ চৌধুরী জানান, সংঘাত এড়াতে সচেতনতা বাড়াতেই এই উদ্যোগ। হস্তী দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় খুদেদের মধ্যে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেন বনমন্ত্রী। বনবস্তিবাসীদের দেওয়া হয় সার্চলাইট।

উৎসবের পাশাপাশি চালসায় 'স্পোর'-এর উদ্যোগে হাতির করিডর সুরক্ষা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে উঠে আসে উদ্বেগের ছবি। বন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩০টি হাতি এবং ৭০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। বনমন্ত্রী অভিযোগ করেন, গত কয়েক দশকে বিগত সরকার বন দপ্তরকে খরচের খাতায় ফেলে রেখেছিল, জঙ্গল ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, 'নগরায়ণ ও বনভূমি কমার পাশাপাশি মানুষও জঙ্গলের গভীরে ঢুকছে।' হাতি লোকালয়ে এলে রিলস বানানো ও ছবি তোলার হিড়িক নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, জঙ্গলের ঘনত্ব কমেছে, বন্ধ হয়েছে বহু করিডর। আদিবাসী উন্নয়ন মঞ্চের প্রাক্তন সদস্য তেজকুমার টোপ্পো জানান, ডুয়ার্সের জঙ্গলে আগের মতো কাঁঠাল, জাম্বুরার মতো ফলের গাছ না থাকায় খাবারের অভাবেই হাতি লোকালয়ে আসছে।

সংঘাত মোকাবিলায় বুধবার ডায়না রেঞ্জের তরফে নাগরাকাটা ও বানারহাট ব্লকের ২৭টি মৌজার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি মৌজায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া হয়েছে। প্রতিটি বাহিনীতে ১০ জন করে থাকছেন। লুকসানের গোর্খা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডায়না রেঞ্জের লালঝামেলা বস্তিতে দুটি করে এবং হৃদয়পুর মৌজায় একটি বাহিনীর হাতে সার্চলাইট তুলে দেয় 'স্পেন্টা ফাউন্ডেশন'। ডায়না রেঞ্জ অফিসার সাম্য রায় জানান, এই বাহিনী গঠনের ফলে শস্য ও সম্পদের পাশাপাশি প্রাণহানি অনেকটাই কমবে। পাশাপাশি নাগরাকাটার আটটি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, কুইজ ও আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, বাগডোগরার ব্যাংডুবিতে 'নেচার হেল্প অর্গানাইজেশন' ও কার্সিয়াং বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব হাতি দিবস পালিত হয়। ডিএফও দেবেশ পান্ডের উপস্থিতিতে পরিবেশে হাতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি, পড়ুয়াদের নিয়ে কুইজ, পুরস্কার বিতরণ এবং হাতি নিয়ে কাজ করা দক্ষ বনকর্মীদের শংসাপত্র ও উপহার দিয়ে এদিন সংবর্ধনা জানানো হয়।

আবেদন

কিশনগঞ্জ, ১২ অগাস্ট : ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার জেলা শাসক নবীন কুমারের নেতৃত্বে কিশনগঞ্জ শহরের বাড়ি বাড়ি তেরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুরোধ করা হয়েছে। বুধবার এই উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে বিশাল মিছিল। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার, মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার, জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা এই মিছিলে শামিল হন। এদিন স্থানীয় পশ্চিমপালি চক থেকে শুরু হয়ে আর দে মার্কেটের মাতৃ মন্দিরের সামনে শেষ হয় মিছিল।

জরুরি ওষুধ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে তিনিও সেই ওষুধ পাননি। ক্ষুব্ধ মিষ্টু বলেন, 'আর্থিক অবস্থা ভালো হলে সরকারি হাসপাতালে আসতাম না। বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া আমাদের অধিকার। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি ওষুধগুলোই কেন অমিল, জানি না। বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে অন্তত ২০০ টাকা খরচ হবে, যা আমাদের মতো গরিব মানুষের পক্ষে জোগাড় করা খুব মুশকিল।'

একই রকম তিক্ত অভিজ্ঞতা বাগরাকোটের বাসিন্দা লিপিকা রায়ের। গলাব্যথার সমস্যা নিয়ে তিনি হাসপাতালে এসেছিলেন। চিকিৎসক তাঁকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন ৫০০ লিখেছিলেন। হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে না পেয়ে ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে তা কিনতে বাধ্য হন তিনি। অন্যদিকে, মাথা ফেটে যাওয়ার প্রবল ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন দীপক রায়। চিকিৎসক তাঁকে প্যারাসিটামল ৬৫০ লিখলেও তিনি পান প্যারাসিটামল ৫০০। তাঁর আক্ষেপ, 'মাথা ফাটার ব্যথায় ৫০০ এমজির ওষুধ খেলে কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

এইভাবে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে গিয়ে গরিব মানুষ যখন প্রতিদিন নাজেহাল, তখন বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'সব জায়গাতেই ওষুধ রয়েছে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও সমস্ত ওষুধ থাকার কথা। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি।'

জঙ্গলে ফিরল মাতৃহারা গন্ডার শাবক

ফালাকাটা, ১২ অগাস্ট : মাকে ছাড়া এক-দেড় বছরের সন্তানকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব? এ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে ছিল জলদাপাড়া বন দপ্তর। তবে সেই উদ্বেগ কিছুটা হলেও কেটেছে। কারণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেই শাবক। তাই তাকে নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া হল। শাবকটি একশৃঙ্গী গন্ডার। তাকে উদ্ধার এবং বাঁচানোটা চ্যালেঞ্জ ছিল বনকর্মীদের কাছে। অবশেষে শাবকটিকে জলদাপাড়ার হরিণডাঙ্গা টাওয়ারের পাশে জঙ্গল লাগোয়া তৃণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর নজর রাখতে পারবেন বনকর্মীরা। বন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, 'মাকে হারানোর পর গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে শাবকটি। দীর্ঘ চেষ্টার পর বুনোটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয়। তারপর উদ্ধার করে হরিণডাঙ্গা টাওয়ারের পাশে জঙ্গল লাগোয়া তৃণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বনের পরিবেশের সঙ্গে সে কতটা মানিয়ে নিতে পারছে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে।'

তৃণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শাবকটিকে।

শাবকটি সুরক্ষিতভাবে জঙ্গলে ফেরায় কুঞ্জনগরের বাসিন্দারাও স্বস্তিতে। স্থানীয় বাসিন্দা শশাঙ্ক বর্মনের কথায়, 'মা গন্ডারটি একজনের বাড়িতে ভালোরকম ভাঙচুর চালায়। তারপর তার মৃত্যু হয় আচমকা। কিন্তু বাচ্চাটির কথা ভেবে আমরাও দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সে যাতে সুরক্ষিত থাকে এটা আমরাও চাইছিলাম। শেষপর্যন্ত শাবকটিকে জঙ্গলে ছাড়ার খবর শুনে আমাদেরও ভালো লাগছে।'

এদিকে, মা ও শাবক গন্ডারের লোকালয়ে আসা, মা গন্ডারের মৃত্যু, বনকর্মী, পুলিশের ভিড় এসব যেন ভুলতে পারছেন না কুঞ্জনগরবাসী। কারণ, জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া কুঞ্জনগরে অতীতে অনেক বন্যপ্রাণী এসেছে। হাতি তো হামেশাই ঢুকে পড়ে। হাতির হানায় মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। তবে এভাবে শাবক নিয়ে গ্রামে এসে মাদি গন্ডারের মৃত্যু, এরকম ঘটনা অতীতে হয়নি। বন দপ্তর জানিয়েছে, কোনও মর্দা গন্ডারের তাড়া খেয়ে শাবক সহ গন্ডারটি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর শাবকটিকে বাঁচানো ছিল কঠিন কাজ। এজন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ৬টি রেঞ্জের ৬০ জন বনকর্মী দিনভর কঠোর পরিশ্রম করেছেন। মানুষের ভিড় সামলেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগর বিটের জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল মাদি গন্ডারটি। সঙ্গে ছিল শাবকও। তবে দীর্ঘ সময় ছুটোছুটি করে শেষপর্যন্ত মাদি গন্ডারটির মৃত্যু হয়। প্রথমে জাল দিয়ে শাবককে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন বনকর্মীরা। তারপর কুনকি নিয়ে এসে সেটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করা হয়। এরপর বাঁশের খাঁচায় পুরে বুনোটিকে ট্র্যাক্টরে তুলে জলদাপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই শাবকটিকে হরিণডাঙ্গা টাওয়ারের তৃণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক বনকর্মীর কথায়, 'আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়েছে। তবু হাল ছাড়িনি। মাকে হারানোর যন্ত্রণা কী, তা নিজের জীবনে বুঝেছি। গন্ডার শাবকটিরও সেই পরিস্থিতি হয়েছিল। তবে সুরক্ষিতভাবে তাকে ছেড়ে দিতে পেরেছি, সেটাই আনন্দের।'

নাম না করে সতর্কবার্তা নগেনকে

প্রথম পাতার পর

গত রবিবারও জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ির সভায় বিজেপি সাংসদ দাবি করেছিলেন, ভারতকে স্বাধীন করায় নেতাজির অবদান নেই। তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ও বাঙালি সহ দেশবাসীর কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে বুঝতে পেরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে এবিষয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বুধবার উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের পাশে নিয়েই হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু।

তাঁর কথায়, 'স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতির অপমান সহ্য করব না। সমাজমাধ্যমে এধরনের পোস্টকেও ছাড় দেওয়া হবে না।' বিষয়টি নিয়ে 'মেটা' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি ছাড়াও দেশভাগ নিয়ে নগেনের বক্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কোচবিহারের মহারাজা হিটলার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরাজিত করেছিলেন। কোচবিহারের মহারাজাকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট করা হলে দেশ ভাগ হত না।

এই বক্তব্য বিজেপির দেশভাগ সংক্রান্ত অবস্থানের পুরোপুরি বিপরীত। শুধু গ্রেপ্তার নয়, ড্যামেজ কন্ট্রোলে বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বিধায়করা তাঁদের বিধানসভা এলাকায় কার্যালয় তৈরি করবেন নেতাজির নামে। ওই কার্যালয়গুলির নাম হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাকেন্দ্র। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ওই সেবাকেন্দ্র চালু রাখতে মাসিক ৩০ হাজার টাকা সহায়তা দেবে। সেবাকেন্দ্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দেওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নেতাজির ছবি রাখা বাধ্যতামূলক।

শর্তে 'অন্নপূর্ণা'

প্রথম পাতার পর

মালতীকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারাই শুধু এই যোজনার প্রাপক হতে পারেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৭ অগাস্ট থেকে যোগ্যতার বিচারে যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা পাঠানো শুরু করবে রাজ্য সরকার। এই যোজনার জন্য জমা করা আবেদন এখনও যাচাই করা চলছে। সেই প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। তৃণমূল রাজত্বে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা পেতে আয়ের কোনও ঊর্ধ্বসীমা ছিল না। জমির কোন শর্তও ছিল না। চাকরিরত নন- এমন যে কোনও মহিলা ওই ভাণ্ডারের প্রাপক হতে পারতেন।

সেই অবাধ বিলিব্যবস্থা আর থাকল না শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের শাসনে। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার জানান, প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অন্নপূর্ণা যোজনার ভাতা দেওয়া হবে। যাঁরা এই ভাতা পাবেন, তাঁরা অন্য কোনও সরকারি সামাজিক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হবেন। দিব্যাঙ্গ ভাতা ও পিএম কিশান নিধি যোজনা একমাত্র ব্যতিক্রম। ওই দুই প্রকল্পের সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসা যাবে। সরকারি, সরকার পোষিত তো বটেই, পুরসভা, পঞ্চায়েতে স্থায়ী চাকুরেরা অন্নপূর্ণা যোজনায় বঞ্চিত। তবে চুক্তিভিত্তিক বা ঠিকাকর্মীদের পরিবার আবেদন করতে পারবে। জুলাই মাসে ১ কোটিরও বেশি মহিলা অন্নপূর্ণা যোজনা পেয়েছিলেন বটে। কিন্তু তারপর অভিযোগ ওঠে, সব শর্ত পূর্ণ করলেও অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সেই অভিযোগ ওঠার পর সরকার আবেদনপত্র পরীক্ষা শুরু করে। অগাস্টে আরও বেশি মহিলা এই যোজনার আওতায় আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। শুভেন্দু বলেন, 'যোগ্যদেরই একমাত্র এই যোজনার সুবিধা দেওয়া হবে। আবেদন পরীক্ষা নিয়ে কারও উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই।'

প্রতিবাদ

চোপড়া, ১২ অগাস্ট : চোপড়ায় সাংসদ রাজু বিস্টের কার্যালয় খোলার ব্যাপারে ভাড়াবাড়ি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সাংসদের কার্যালয়ের জন্য এক তৃণমূল কর্মীর বাড়িভাড়া নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এমন অভিযোগের প্রতিবাদে বুধবার বিকেলে মিছিল বের করেন বজরং দল, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, সীমান্ত চেতনা, এবিভিপি ও বিএমএসের সদস্যরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা স সম্পাদক কৌশিক পাল বলেন, 'সাংসদের কার্যালয় খুলতে কালাগছ এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ঠিক করা হয়েছে। সাংসদের কার্যালয় তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে চলতে পারে না।' এদিন কালাগছ আলোড়নী সংঘ মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে কালাগছ বাজার পরিক্রমা করে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন অবশ্য বলেন, 'তৃণমূল কর্মীর বাড়ির ব্যাপারে জানা নেই। সাংসদের পিএ নিজেও ঘরের খোঁজ নিয়েছেন।' বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদের কথায়, এলাকায় একাধিক ঘর দেখা হয়েছে। এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

গ্রেপ্তার তিন

কিশনগঞ্জ, ১২ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ জেলার অ্যান্টি নারকোটিক্স ফোর্স ও নেপাল সীমান্তের সুখানি থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অভিযানে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মদ ও অবৈধ মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ তিনজন মাদক চোরাচালানিকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার রাতে এএনটিএফ কোচাধামন থানা এলাকার দে মার্কেটের পোয়াখালি চকের কাছে অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম অবৈধ মাদক বাজেয়াপ্ত করে। অন্যদিকে সুখানি থানার পুলিশ ১৩৬ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে।

ধৃত চোর

কিশনগঞ্জ, ১২ অগাস্ট : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জে মোটরবাইকের ডিকি ভেঙে প্রায় দেড় লাখ টাকা নগদ ও লক্ষাধিক টাকার সোনা, রুপোর গয়না চুরির পান্ডা বিকাশ দাসকে হুগলির পান্ডুয়া থেকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করল পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্স।

ডুবে মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১২ অগাস্ট : কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে চাকলা গ্রামে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। মৃতের নাম মহম্মদ হাদি (১৬)। মঙ্গলবার স্কুল থেকে পালিয়ে নদীতে স্নান করতে নেমেছিল সে। ডুবে যাওয়ার পর সেদিন এসডিআরএফ ও স্থানীয় জেলেরা তার দেহ পাননি। বুধবার সকালে তারা তার দেহ উদ্ধার করেন।

কাওয়াখালিতে

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি বুধবার দার্জিলিংয়ের ডিআইজি জয়িতা বসু, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার উপস্থিতিতে শহরের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ও হোর্ডিং ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচারের রূপরেখা তৈরি নিয়ে আলোচনা চলে। প্রশাসনের এক কর্তা জানান, গোটা উত্তরবঙ্গে একই ধরনের প্রচারের জন্য ইনফ্লুয়েন্সারদের বিশেষভাবে সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

গত ১৮ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরকন্যায় 'চিকেনস নেক' করিডর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পাশাপাশি নতুন আইন প্রণয়ন নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। সেই বৈঠকের এক মাস শেষ হতে না হতেই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' সংলগ্ন কাওয়াখালিতে এ ধরনের মেলা আয়োজনকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল। প্রশাসনের অপর এক কর্তার কথায়, 'এত বড় অনুষ্ঠানকে উৎসবের মেজাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে এই প্রদর্শনীকে সফল করে তোলেন।'

বাতিল মমতা জমানার সব ওবিসি শংসাপত্র

প্রথম পাতার পর

নিয়োগে ৭ না ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হবে, তা নিয়ে জটিলতায় একাদশ-দ্বাদশ স্তরে শিক্ষক পদপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংও বুধবার স্থগিত ঘোষণা করে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'আগের সরকার যে দুর্নীতি করেছে, তাতে শুধু শংসাপত্র কেন, আরও অনেক কিছু বাতিল হবে। যেভাবে দুর্নীতি করেছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা উনি নিজেই। ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূল আমলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। অযোগ্যদের বাদ দিতে গিয়ে যোগ্যরা যাতে বাদ না যান, সেটা দেখতে হবে সরকারকে।'

২০১০ সালের পরের ওবিসি শংসাপত্রগুলি বাতিল বলে আগেই রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট। ২০১০ সালের পর ওবিসি সম্প্রদায়কে 'এ' এবং 'বি' হিসেবে ভাগ করেছিল তৃণমূল সরকার। ২০২৪ সালে ৬৬টি সম্প্রদায়কে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। সেই শংসাপত্র বাতিল করে হাইকোর্ট নতুনভাবে সমীক্ষা করে ফের তালিকা তৈরি করতে বলেছিল।

সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাজ্য সরকার আর্জি জানালেও হস্তক্ষেপ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। বরং হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে। সেই অনুযায়ী নতুন সমীক্ষা করে ওবিসি তালিকায় বদল আনা হয়েছিল। তাতেও আপত্তি জানিয়ে হাইকোর্ট বলেছিল, মাত্র আড়াই হাজার নমুনার ভিত্তিতে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তাতে অসংগতি আছে। এর মাধ্যমে ১৪২টি গোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্ট ওই তালিকা নাকচ করায় ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য।

কিন্তু শীর্ষ আদালত স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় নতুন নিয়মে ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া চলছিল। সরকার বদল হতে আগের এসএলপি প্রত্যাহার করে নতুন সরকার। ওবিসি 'এ' এবং ওবিসি 'বি' ক্যাটিগোরি তুলে দেওয়া হয়। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য একটিই সংরক্ষণ নীতি রাখা হবে বলে জানায় রাজ্য সরকার। সংরক্ষণ নীতিতেও পরিবর্তন আনা হয়।

নেট পরীক্ষার্থী শ্রেয়সী ঢাংয়ের একটি মামলার ভিত্তিতে বুধবার হাইকোর্ট ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দিল। ওবিসি 'এ' শ্রেণি থেকে ওবিসি শ্রেণিভুক্ত হওয়ার অপশন দেওয়ার জন্য আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন শ্রেয়সী। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড তাঁকে সেই অপশন দিয়েছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে, আগের রায় অনুযায়ী শ্রেণি বিভাজন সঠিক ছিল না। এতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর যাঁরা নতুন করে শংসাপত্র সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরাও সমস্যায় পড়লেন।

মহারাজের পড়াশোনা

প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে মামলা করা হবে। গোটা বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি।' নগেন্দ্র অবশ্য এবিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে চাননি। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে হলে তিনি উত্তেজিত হয়ে যান। তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মারতে উদ্যত হন। পরবর্তীতে একাধিকবার ফোন করা হয় নগেন্দ্রকে। তবে তিনি ফোন ধরেননি।

সরুপেটা ইংলিশ হাইস্কুল সম্পর্কে জানতে চেয়ে অসম সরকারের শিক্ষা দপ্তরে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছিলেন উদয়নারায়ণ। তার প্রেক্ষিতেই বরপেটার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাতুলকুমার দাস স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন, সংশ্লিষ্ট নামের কোনও স্কুলের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই (মেমো নম্বর- বিডিসি/ আরটিআই/২০২৩/৮৩/১০৩৫২)। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই নগেন্দ্রর শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র নিয়ে আরও কয়েকটি অভিযোগ জমা হয়েছে অসম সেকেন্ডারি এডুকেশনের ডিরেক্টরের কাছে। পুনরায় বিষয়টি যাচাই করাও হয়েছে, তবুও সংশ্লিষ্ট নামের কোনও স্কুলের অস্তিত্ব মেলেনি। অসম শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'গত এক বছরে সরুপেটা ইংলিশ হাইস্কুল নিয়ে তথ্য জানতে চেয়ে বেশকিছু আবেদন এসেছে। কয়েকটি অভিযোগও পেয়েছি আমরা। ওই স্কুলের নামে ভুয়ো শংসাপত্র বের করে সরকারি চাকরি করার মতো অভিযোগও আমাদের নজরে এসেছে। তার প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে রিপোর্টও চাওয়া হয়েছিল। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ওই নামের কোনও স্কুল নেই। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। কোনও জালিয়াতি হয়ে থাকলে তা পুলিশের মতো পারদর্শী দলই তদন্ত করে বের করতে পারবে।'

বঙ্গাইগাঁও রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যালস কর্তৃপক্ষের কাছেও সম্প্রতি নগেন্দ্রর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে। তাঁর চাকরি নিয়ে তদন্ত করে পদক্ষেপের দাবিও উঠেছে। সংস্থার কর্তারা অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে তাদের দলের রাজ্যসভার সাংসদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠায় মহা বিপাকে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

শিবমন্দিরের পথে রোদজ্বলা দুপুরে সুর ফেরি চাঁদের

পঞ্চানন বর্মন

শিবমন্দির, ১২ অগাস্ট : তাঁর জীবনের হারমোনিয়ামের হাপর ছিঁড়ে গিয়েছে, বেসুরো বাজছে সংসার। তবুও অন্যের যন্ত্রে সঠিক সুরটি বেঁধে দিতে তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। তিনি চাঁদ সরকার। তাঁর জীবন ঝলসানো রুটির মতো হলেও তাঁর ডাক শুনে অনেকে হাতে চাঁদ খুঁজে পান। 'হারমোনিয়াম সারাই...', 'হারমোনিয়াম সারাবেন গো...'—এই ডাকই তাঁর আসল পরিচয় নয়। তিনি বেসুরো যন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ভাঙা রিড আর ছিঁড়ে যাওয়া হাপরে তাঁর আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই নিমেষে ফিরে আসে পুরোনো দিনের সেই চেনা সুর।

সেদিন শ্রাবণের মেঘলা দুপুরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর কানে এল কে যেন ডাকছে— 'কাকু, ও কাকু... এদিকে এসো।' দেখলেন এক ছোট্ট মেয়ে জানলা দিয়ে ডাকছে। মুহূর্তেই তাঁর অভুক্ত মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই বাড়ির কাছে যেতেই মেয়েটি তার মাকে নিয়ে দৌড়ে বাইরে এল। তার মা তাঁকে ভেতরে এনে বসালেন। কাজের ফাঁকে শুরু হল গল্প। দশ বছরের মেঘনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চাঁদের চোখে ভাসছিল তাঁর নিজের মেয়ের মুখ। দশম শ্রেণিতে পড়ে সে, অসম্ভব ভালো গান গায়। কাজের তাগিদে দুই-তিন মাস বা কখনও এক মাস বাদে মাত্র ১০-১৫ দিনের জন্য বাড়ি যান তিনি। মেয়ে বাবার পথ চেয়ে বসে থাকে।

চাঁদের বাড়ি বহরমপুরে। পেটের টানে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে গত ২০ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় একাই ভাড়া থাকেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাবা বাবলু সরকারের কাছেই হাতেখড়ি। তাঁর কথায়, 'আমরা চার ভাই। সবাই এই কাজ করি। এক ভাই কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। এ আমাদের রক্তে মিশে আছে। বাবা শিখিয়েছিলেন, সুরের কখনও মৃত্যু হয় না। সেই

চাঁদ সরকার।

> আগে তো ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখত। এখন সে সব পাট নেই। এখন তো সব মোবাইলে, কম্পিউটারে।
>
> চাঁদ সরকার

কথা সম্বল করেই তো পড়ে আছি।'

সুরের সাধনা থাকলেও রোজগারের খাতায় সুর সবসময় বাঁধা থাকে না। কাজ জোটে অত্যন্ত অনিশ্চিতভাবে। কোনওদিন হয়তো ২০০০ টাকা, আবার বরাত ভালো থাকলে ৫-৬ হাজার টাকাও কামাই হয়। কিন্তু প্রতিদিন যে কাজ জুটবে, তার নিশ্চয়তা নেই। অনেকদিন এমনও যায়, যখন ক্লান্ত শরীরে শূন্য পকেটে ফিরতে হয় ভাড়ার ঘরে। জীবনের এই টানাপোড়েনের মাঝে প্রতিদিন ঘাড়ে গামছা নিয়ে নতুন উদ্যমে লড়াই চালিয়ে যান। দীর্ঘ ২০ বছরের একাকিত্ব আর লড়াই নিয়ে চাঁদ আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আগে তো ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শিখত। এখন তো সব মোবাইলে, কম্পিউটারে। তবুও হারমোনিয়াম সারিয়ে বাজিয়ে দেখি, আর যখন মালিকের মুখে হাসি ফোটে, তখন মনে হয় পরিশ্রম সার্থক হল।'

মেঘনাদের পাশের বাড়ির ষাটোর্ধ্ব জলি দাশের প্রাণপ্রিয় হারমোনিয়ামটিও দীর্ঘদিন ধরে খারাপ পড়ে ছিল। এই যন্ত্রটি শুধুই কাঠ আর রিডের নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক পুরোনো আর অমূল্য স্মৃতি। ৪৬-৪৭ বছর আগে, বিয়ের পর পুলিশ আধিকারিক স্বামী দেবব্রত দাশের কাছ থেকে পাওয়া প্রথম উপহার এটি। আড়াই হাজার টাকার সেই পুরোনো হারমোনিয়ামে যেন নতুন প্রাণ ঢেলে দিলেন চাঁদ।

জলিদেবী বললেন, 'অন্য কোনও কাজও তো করতে পারো? তাহলে তো পরিবার ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় না?' চাঁদ উত্তর দিলেন, 'কী করব, জিভ ছোট বলে কথা দেরিতে ফুটেছিল। অভাবের সংসারে লেখাপড়াও বেশিদূর হল না। পেটের দায়ে এখন এই কাজই ভরসা।' মুখে কথা আটকে গেলেও হারমোনিয়ামের রিডের ওপর তাঁর আঙুল পড়লেই বেরিয়ে আসে নিখুঁত সুরের মূর্ছনা। যন্ত্রের বুক থেকে সুর তুলে অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে হারমোনিয়াম সারাইয়ের বাক্স কাঁধে নিয়ে ফের অচেনা পথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন তিনি।

বুধবার শহরের তাপমাত্রা চড়ল ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি। প্রখর রোদ আর অসহ্য গুমোটে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। রাস্তাঘাট ছিল তুলনামূলক ফাঁকা, ব্যবসাবাণিজ্যেও মন্দার ছোঁয়া। বিকেলের দিকে সেবক রোডে এক টোটোচালকের আকস্মিক মৃত্যুতে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পরিবারের দাবি, অত্যধিক গরমের কারণেই স্ট্রোক হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে এক দুঃসহ দিন পার করলেন শহরবাসী। আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও শমিদীপ দত্ত।

শহরে দহনজ্বালা

রোদের চোখরাঙানি

মঙ্গলবারের ৩৬.১ ডিগ্রির রেশ বজায় ছিল বুধবারেও। সকাল থেকেই সূর্যের তাপ ছিল বেশ চড়া। গরম থেকে বাঁচতে অনেকেই ঝুঁকেছেন পেট ঠান্ডা রাখা খাবারের দিকে। গত রাতের জল দেওয়া ভাতে তেল-নুন-লংকা মেখে খেয়েই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন অনেকে। যেমন সন্দীপ্তা ব্রহ্ম, রোদ দেখেই আর বাইরে বেরোনোর সাহস পাননি। ঘরে বসেই সারলেন পান্তাভোজ। তবে সবার কপাল তো আর সন্দীপ্তার মতো নয়। জীবিকার তাগিদে রোদে পুড়তেই হয়েছে বহু মানুষকে।

সেবক রোডে চাঞ্চল্য

এদিন বিকেলে সেবক রোডে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ঘোগোমালি বাজার এলাকার বাসিন্দা, ৫০ বছর বয়সি টোটোচালক অদ্বৈত বসাক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দ্রুতগতিতে আসা টোটোটি একটি ভ্যানকে ধাক্কা মারে। চালক 'বাঁচাও-বাঁচাও' বলে চিৎকার করে ওঠেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে টোটোর পেছনের সিটে বসালে তিনি অসাড় হয়ে যান। নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির বড় ছেলে অভিজিৎ বসাক বলেন, 'বাবার হার্টের সমস্যা থাকলেও গরমে কয়েকদিন ধরে হাঁসফাঁস করছিলেন। গরমের কারণেই বাবার স্ট্রোক হয়েছে বলে আমাদের মনে হচ্ছে।' যদিও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ওপরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ভর করছে বলে জানিয়েছে।

ফাঁকা বাজার

আবহাওয়া দপ্তর ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কথা বললেও, 'রিয়েল ফিল' ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। কলেজপাড়ায় গাছের নীচে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে রিকশাচালক প্রকাশ মাহাতো আক্ষেপ করলেন, 'এমনিতেই যাত্রী কম, তার ওপর এই গরমে কেউ রিকশায় উঠতে চায় না। কাজ না করলে খাব কী?' একই ছবি ব্যবসাতেও। মহাবীরস্থানের জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী প্রকাশ সাহা কাউন্টারে মাথা দিয়ে

রোদজ্বলা রাস্তায় তিন ছবি।

বসে ছিলেন। তাঁর কথায় হতাশা ঝরে পড়ল, 'সকাল থেকে একটা বোতামও বেচতে পারিনি। এত গরমে কি মানুষ জামা-কাপড় কিনতে আসবে?'

অনলাইন নির্ভরতা

এয়ারভিউ মোড় থেকে বিধান মার্কেট— সব জায়গাই ছিল থমথমে। বিকেলে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি নামলেও তাতে স্বস্তি মেলেনি, উলটে ভ্যাপসা গুমোট ভাব আরও বেড়েছে। রোদে পুড়ে কাজ করা তরুণরা জলের বোতল কিনে মুখে-মাথায় জল দিয়ে ক্লান্তি মেটানোর চেষ্টা করছেন। রোদের ভয়ে অনেকেই বাজারমুখী হননি। অরবিন্দপিল্লর রোহন মুখোপাধ্যায় যেমন চিকেন থেকে সবজি— সবই অনলাইনে অর্ডার দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মা-কেও বাজারে যেতে বারণ করেছি। এই গরমে ঘুরে ঘুরে জিনিস কেনার এনার্জি নেই।'

আইসক্রিমও অবিক্রিত

বড়দের পাশাপাশি ছোটদের ভোগান্তিও চরম। স্কুলগুলোতে পড়ুয়াদের হাজিরা কমেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বারবার পড়ুয়াদের জল খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে ছোট্ট রিশভ আইসক্রিমের আবদার করলেও তা পূরণ হয়নি। অবাক করার মতো বিষয়, আইসক্রিমওয়ালা রাজু সাহাও ঠেলাগাড়ি ছায়ায় রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, 'সবাই ভাববে গরমে আইসক্রিম খুব বিক্রি হবে, তবে সত্যি বলতে আজ একেবারেই বিক্রি নেই। লোকই তো নেই রাস্তায়, কে কিনবে?'

স্বস্তির বার্তা

যদিও বিকেল গড়াতেই আবহাওয়ায় খানিকটা পরিবর্তন আসে। চড়া রোদ শান্ত হয়, কমে ভ্যাপসা ভাব। আর এর মাঝেই খুশির খবর শোনাল আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার থেকেই শিলিগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা একধাক্কায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে, যা শহরবাসীকে দেবে বহুকাঙ্ক্ষিত স্বস্তি।

এক মাসেই বিকল স্বয়ংক্রিয় কিয়স্ক

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি শহরের প্রধান ডাকঘরে সেল্ফ পার্সেল এবং স্পিড পোস্ট কিয়স্ক উদ্বোধন করা হয়েছিল জাঁকজমকভাবেই। তবে উদ্বোধনের এক মাসের মধ্যেই বিকল হয়ে গিয়েছে সেই কিয়স্ক। স্বাভাবিকভাবেই থমকে গিয়েছে স্বয়ংক্রিয় কিয়স্কের মাধ্যমে পার্সেল ও চিঠিপত্র জমা নেওয়ার কাজ।

প্রধান ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত পোস্টমাস্টার বাবলুকুমার রাম বলছেন, 'যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে কিয়স্কটি বন্ধ রাখা হয়েছে। সেটি সচল করার জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে। আশা করছি শীঘ্রই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

বুধবার দুপুরে প্রধান ডাকঘরে ঢুঁ মারতেই লম্বা লাইন নজরে পড়ে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমীর দে বলেন, 'স্বয়ংক্রিয় কিয়স্ক থাকলেও কোনও লাভই তো হচ্ছে না। নতুন পরিষেবা চালু হলেও তার কোনও সুফল পাচ্ছি না। দেখছি কিয়স্কটি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে।'

দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সুদীপ্ত পালের বক্তব্য, 'প্রায় দিনই স্পিড পোস্টের জন্য ডাকঘরে আসতে হয়। তবে কিয়স্ক বন্ধ থাকায় অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছি।'

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি পাচারের অভিযোগে দুটি ডাম্পার ও আর্থমুভার আটক করল এনজেপি থানার পুলিশ। পাশাপাশি বালি পাচারের অভিযোগ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাহু নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে ডাম্পারে বালি ভরা হচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেগুলিকে আটক করে।

দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে নালিশ

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে সরকারি পদের অপব্যবহার, আর্থিক অনিয়ম এবং সরকারি নথিপত্রে কারচুপির মতো অভিযোগ উঠেছে। প্রিয়ম সাহা নামে এক ব্যক্তির নামে পুরনিগমে ওই চিঠি জমা পড়েছে। পুরনিগমের শীর্ষস্থানীয় এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা এসব থাকা বাধ্যতামূলক। চিঠিতে নাম থাকলেও বাকি কোনও তথ্য নেই। ফলে এই চিঠিকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।'

৭ অগাস্ট পুরনিগমের কমিশনারকে দেওয়া চিঠিতে দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন প্রিয়ম সাহা। অভিযুক্ত দুজনই তৃণমূল আমলের প্রায় প্রথম দিক থেকে এখানে রয়েছেন। প্রিয়মের অভিযোগ, ওই দুই আধিকারিক ধারাবাহিকভাবে নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে বাদ সাধছেন। পুরনিগমের জেনারেল ফান্ড এবং অন্য পুর তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচ করা এবং কিছুক্ষেত্রে টাকা আত্মসাৎও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই দুই আধিকারিকের যোগসাজশে প্রচুর অনিয়ম হওয়ায় পুরনিগম অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগকারী দাবি করেছেন। প্রিয়ম সাহার দাবি, পুরনিগমের নথিপত্র এমনকি জমির নথিও বিকৃত করে বহিরাগতদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। পুর পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের কাছেও ঘুষ এবং উপঢৌকন নেওয়ার অভিযোগের কথাও চিঠিতে লেখা হয়েছে। পুরকর্তারা সরকারি নিয়মের দোহাই দিয়ে এই চিঠিকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না। তাঁদের বক্তব্য, নিয়ম মেনে সঠিকভাবে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি এলে নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

খাদ্যসুরক্ষা অভিযান

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : কোনও রেস্টুরেন্টে অপরিচ্ছন্ন কিচেনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে মুখরোচক খাবার তৈরি। সেই খাবার আরও লোভনীয় করে তুলতে ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন রং। বুধবার অভিযানে নেমে এমন ছবি দেখলেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবারের হদিসও পেয়েছেন তাঁরা।

শহর শিলিগুড়ির একাংশ হোটেল ও রেস্তোরাঁর খাবারের মান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। যদিও বর্তমানে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকার পাব, রেস্তোরাঁ ও দোকানে অভিযান চালানোর কাজ শুরু করেছে। মঙ্গলবার শহরের সেবক রোড এলাকার পর বুধবার হিলকার্ট রোড এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

এদিন শুরুতেই একটি রেস্টুরেন্টে হানা দেন আধিকারিকরা। পুরনিগম ও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা শুরুতেই রেস্টুরেন্টের কিচেন রুমে পৌঁছে যান। দেখেন রীতিমতো অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে। অন্যদিকে, রান্নার মান বাড়াতে দেদারে রং ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। নথি যাচাই করতে গিয়ে পুরকর্মীদের নজরে আসে এক বছর ধরে ট্রেড লাইসেন্স রিনিউয়াল করা হয়নি। যে কারণে এখানকার মালিককে পুরনিগমে নথি সহ উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেস্টুরেন্টের মালিক রবি গুপ্তা বলেন, 'রং ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তা মেনে চলা হবে। সেইসঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সও রিনিউয়াল করিয়ে নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, সুইট ও স্ন্যাক্সের দোকানে পাওয়া যায় মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাবার। ঘটনায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা দোকান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেন। সেইসঙ্গে বেশকিছু প্যাকেটজাত খাবার নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, ওই নমুনা পরীক্ষা করার জন্য শালবাড়ির রিজিওনাল ফুড টেস্টিং ল্যাবে পাঠানো হবে। সেখান থেকে রিপোর্ট আসার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

দোকানটির তরফে সোনিত আগরওয়াল বলেন, 'ভুলবশত মেয়াদ উত্তীর্ণ কিছু প্যাকেটজাত খাবার মজুত ছিল। তবে ক্রেতাদের হাতে যে কোনও সামগ্রী তুলে দেওয়ার আগে তার মেয়াদ যাচাই করে নেওয়া হয়।'

এদিনের অভিযান পর্বে রেস্টুরেন্টে উপস্থিত ময়নাগুড়ির বাসিন্দা কানন সাহা বলেন, 'আমরা তো বিশ্বাস করেই রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করতে আসি। দামের অনুপাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ভালো মানের খাবার পাব বলেই আশা করি। সেক্ষেত্রে মাঝেমধ্যেই এধরনের অভিযান চালানো প্রয়োজন।'

অভিযানে বচসা ১২ নম্বর ওয়ার্ডে

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ডে বাইক ও গাড়ির পার্কিং ব্যবস্থা করার পরই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ট্রাফিক প্রশাসন। মেলা গ্রাউন্ডে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার পরেও বিধান রোড ও সংলগ্ন রাস্তায় অবৈধভাবে পার্ক করে রাখা বাইক এবং গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন। আর এই অভিযান ঘিরেই বুধবার পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বিমল সিনহা সরণিতে তুলকালাম কাণ্ড বাধল। দোকানের আসবাব রাস্তার মধ্যে রাখা আছে নাকি দোকানের নিজস্ব সীমানার ভিতরে, তা নিয়ে এদিন ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এক ব্যবসায়ী।

অভিজিৎ কুণ্ডু নামের ওই ব্যবসায়ীর দাবি, তিনি তাঁর দোকানের জায়গার মধ্যেই বিক্রির জন্য চেয়ার সাজিয়ে রেখেছেন। যদিও পরিষ্কার দেখা যায়, দোকানের বাইরে চেয়ারের সারি রাখা রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ তর্জা চলার পরও ওই ব্যবসায়ী নিজের দাবিতে অনড় থাকেন। তিনি বলেন, 'দোকানের জায়গার মধ্যেই আমার দোকানের জিনিস রয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ বলছে সরানোর জন্য। কিন্তু আমি সরাব কেন?'

ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদকে বিধান মার্কেটে ঢুকে প্রচার করতে দেখা গিয়েছে, তেমনই অভিযানে ১৫টির বেশি চালান কাটা হয়েছে। আর্থিক জরিমানা হয়েছে কয়েক হাজার টাকা। দুটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করা হয়। মঙ্গলবারের হিসেব মিলিয়ে মোট চালানের সংখ্যা ৪০। মোট ছয়টি বাইকও তোলা হয়েছে।

এদিন গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে ট্রাফিক প্রশাসনের অভিযান শুরু হয়। শুরুতেই দেখা যায়, মোড়ের মাথায় কেউ একটি বাইক রেখে চলে গিয়েছেন। ট্রাফিক প্রশাসন গিয়ে সেটি তুলে নেয়। কিছুটা এগোতেই আরও একটি বাইককে ক্রেনে তোলা হয়।

বিধান রোডে অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান। ছবি : সূত্রধর

পার্কিংয়ে স্বস্তি পাড়ায়, রাস্তায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : মেলা গ্রাউন্ডে নতুন পার্কিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় দীর্ঘদিনের যানজট থেকে অবশেষে মুক্তি পেল বিধান রোড সংলগ্ন এলাকা। যানজটমুক্ত শিশির ভাদুড়ি সরণি, বিমল সিনহা সরণি এবং রাজা রামমোহন রায় সরণি এখন কার্যত ফাঁকা। স্বস্তি ফিরেছে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তবে তাঁদের একটাই চিন্তার বিষয়, আর তেরোদিন পরেই মেলা গ্রাউন্ডে বিনামূল্যে পার্কিংয়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এরপর ফি দিয়ে গাড়ি রাখতে হবে। সেই পার্কিং ফি আদায়কে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের জুলুমবাজি না হয়, প্রশাসনের কাছে সেই আবেদনই রাখছেন তাঁরা।

বুধবার দুপুর আড়াইটে। শিশির ভাদুড়ি সরণিতে ঢুকে মনে হল যেন ছুটির দিন। রাস্তার দু'পাশের সব দোকান খোলা থাকলেও, আগের মতো গাড়ির ভিড় বা যানজট নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মাধবী সরকার স্বস্তির সুরে বলেন, 'রবিবার ছাড়া কর্মব্যস্ত দিনে এভাবে বাড়ির দরজা শেষ কবে খুলেছি, মনে করতে পারছি না।' একসময় এই রাস্তায় 'নো পার্কিং' বোর্ড থাকলেও কেউ তার তোয়াক্কা করত না। ওষুধের পাইকারি দোকানের এক কর্মীর কথায়, 'আগে এমন অবস্থা ছিল যে, দুর্ঘটনা ঘটলে দমকল ঢোকারও জায়গা থাকত না।' শুধু শিশির ভাদুড়ি সরণি নয়, বিমল সিনহা সরণি এবং রাজা রামমোহন রায় সরণির চিত্রটাও এখন একইরকম।

বিধান রোড সংলগ্ন রাস্তাগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল শিশির ভাদুড়ি সরণির। পাইকারি ওষুধের বাজার থাকায় সারাদিন প্রচুর মানুষের আনাগোনা থাকে। আগে ক্রেতা-বিক্রেতারা রাস্তার ওপর যত্রতত্র বাইক রাখায় হাঁটার পর্যন্ত জায়গা থাকত না। এমনকি স্থানীয় একটি স্কুলের সামনেও বাইক রাখা হত। চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিভাবক বলেন, 'আগে যেভাবে বাইক রাখা থাকত, তাতে

রাজা রামমোহন রায় রোড এবং শিশির ভাদুড়ি সরণি এখন একদম ফাঁকা।

ছেলে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার ভয় করত।'

যানজটের কারণে চরম সমস্যায় পড়তেন ব্যবসায়ীরাও। রাজা রামমোহন রায় সরণি ও বিমল সিনহা সরণির দোকানের কর্মী মণীশ রায় জানান, আগে ক্রেতাদের দোকানে ঢোকার জায়গা থাকত না। বাইক ও স্কুটিচালকদের সঙ্গে তাঁদের মাঝেমধ্যেই বচসা হত। পুজোর সময় এই রাস্তাগুলোতে গাড়ি ঢোকানোই যেত না। পার্কিং সরে যাওয়ায় এখন রাস্তা অনেকটাই চওড়া মনে হচ্ছে।

তবে এখনও কিছু মানুষ রাস্তার ওপর গাড়ি বা বাইক রেখে চলে যাচ্ছেন। নিয়ম ভাঙা স্কুটারচালক প্রণব দাস বলেন, 'মেলা গ্রাউন্ড কিছুটা দূরে। দু'মিনিটের কাজ, তাই জিনিস নিয়েই চলে যাব।' সচেতনতার অভাব দূর না হলে এই সমস্যা পুরোপুরি মিটবে না বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চা চলছে, ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আগেই মেলা গ্রাউন্ডে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা যেত। অতীতে শিশির ভাদুড়ি সরণিকে 'ওয়ান ওয়ে' করা বা পার্কিংয়ের জন্য সাদা দাগ টানার মতো পদক্ষেপগুলি কোনও কাজেই আসেনি।

বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'ইচ্ছে থাকলেই অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তেই বিনা খরচে অনেক কাজ করা সম্ভব। ভলভো বাসের সমস্যারও এভাবেই সমাধান হয়েছে।' শহরবাসীর কাছে

- মেলা গ্রাউন্ডে পার্কিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় বিধান রোড সংলগ্ন অনেক রাস্তা যানজট থেকে মুক্তি পেয়েছে
- রাস্তা ফাঁকা হওয়ায় হাঁটার পরিসর বেড়েছে, স্বস্তি পেয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী, স্থানীয় বাসিন্দারা
- বিধায়ক শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্তেই অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব
- আগামীদিনে মানুষের কাছ থেকে ন্যূনতম পার্কিং ফি নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক

আইন মেনে চলার আবেদন জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'পার্কিংয়ের জন্য একেবারেই সামান্য টাকা নেওয়া হবে। বিষয়টি আমি নিজে দেখব।'

লক্ষ্যভেদ

'লক্ষ্যভেদ'-এর নতুন সংখ্যায় স্বাগত! নীল আকাশে ডানা মেলার স্বপ্নকে কীভাবে বাস্তব পেশায় পরিণত করবেন, জানুন 'আকাশে ওড়ার পেশা' প্রতিবেদনে। পাশাপাশি থাকছে আধুনিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেরিয়ার 'সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট' হওয়ার খুঁটিনাটি। কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার মূল মন্ত্র 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি' এবং আপনাদের কেরিয়ার জিজ্ঞাসা নিয়ে থাকছে এক্সপার্ট কর্নার।

স্কিল অফ দ্য উইক

অ্যাডাপ্টেবিলিটি

আধুনিক কর্মজগতে সবচেয়ে ধ্রুবক এবং সুনিশ্চিত বিষয় হলো 'পরিবর্তন'। আজ যে প্রযুক্তি বা কাজের পদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে, আগামী চার-পাঁচ বছর পর তা হয়তো সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যেতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে কাজের ধরন বদলাচ্ছে চোখের পলকে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং প্রবল প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি স্কিল হলো 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি' বা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

ধরে নেওয়া যাক, আপনি অফিসে একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে বা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে অত্যন্ত অভ্যস্ত। হঠাৎ করেই আপনার কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিল যে তারা সম্পূর্ণ নতুন কোনো সিস্টেম বা অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তিতে আপডেট হবে। এই বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক কর্মীই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, হতাশ হন বা নতুন নিয়মের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করতে শুরু করেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত পেশাদার, তিনি এই সময় ঘাবড়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ মাথা ঠান্ডা রেখে দ্রুত সেই নতুন জিনিসটি শিখে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই ইতিবাচক মানসিকতাকেই অ্যাডাপ্টেবিলিটি বলা হয়। এটি আসলে 'আনলার্ন' এবং 'রিলার্ন' (Unlearn and Relearn)-এর একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, নিজের পুরোনো এবং বাতিল হয়ে যাওয়া ভুল অভ্যাসগুলোকে সচেতনভাবে ভুলে গিয়ে, সময়ের দাবি মেনে সম্পূর্ণ নতুন দক্ষতাকে গ্রহণ করা।

বর্তমান কর্পোরেট দুনিয়ায় নিয়োগকারী সংস্থারা এখন এমন কর্মীই বেশি খোঁজেন, যাঁরা যেকোনো চ্যালেঞ্জিং বা অচেনা পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে না গিয়ে নতুন সমাধান বের করতে পারেন। আপনার প্রথাগত ডিগ্রি আপনাকে হয়তো একটি চাকরি এনে দিতে পারে, কিন্তু সেই চাকরিতে টিকে থাকতে গেলে এবং দ্রুত উন্নতি করতে গেলে এই মানসিক নমনীয়তা থাকাটা আজ বাধ্যতামূলক। অ্যাডাপ্টেবিলিটি মানে শুধু প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নয়, বরং নতুন কোনো টিমের সঙ্গে, নতুন বসের অধীনে বা সম্পূর্ণ অচেনা কোনো শহরের কাজের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সাবলীলভাবে মানিয়ে নেওয়াটাও এর মধ্যে পড়ে। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্কিলটি আয়ত্ত করা কোনো জন্মগত প্রতিভা নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। নিয়মিত নিজের কাজের গণ্ডির বাইরের বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার তাগিদ অনুভব করা এবং নিজের আরামের জায়গা বা 'কমফোর্ট জোন' থেকে বেরিয়ে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার মাধ্যমেই এই স্কিলটি অর্জন করা সম্ভব।

আকাশে ওড়ার পেশা

নীল আকাশে ডানা মেলার স্বপ্ন মানুষের চিরকালের। আর সেই স্বপ্নকে যখন পেশায় পরিণত করা যায়, তখন কেরিয়ার হয়ে ওঠে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং গ্ল্যামারাস। ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিবহন বা এভিয়েশন শিল্প বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল একটি সেক্টর। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিমানযাত্রার প্রবণতা অভাবনীয় হারে বেড়েছে। নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরি হচ্ছে, পুরোনো বিমানবন্দরগুলোর সম্প্রসারণ ঘটছে এবং বিভিন্ন এয়ারলাইন্স সংস্থা হাজার হাজার নতুন বিমান কিনছে। উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিপুল কাজ এর একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ। এই বিশাল শিল্পকে সচল রাখার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচুর দক্ষ পেশাদারের প্রয়োজন হয়। কমার্শিয়াল পাইলট থেকে শুরু করে কেবিন ক্রু, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এবং গ্রাউন্ড স্টাফ—এভিয়েশন সেক্টরে উচ্চ বেতনের এবং বৈচিত্র্যময় কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যা সাধারণ গতানুগতিক পেশার চেয়ে অনেকটাই আলাদা।

এই শিল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পদটি হলো কমার্শিয়াল পাইলট। একজন পাইলট হওয়ার পথটি বেশ দীর্ঘ এবং ব্যয়সাপেক্ষ হলেও, এর রিটার্ন বা বেতন কাঠামো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (CPL) পাওয়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স এবং অঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক। এরপর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (DGCA) অনুমোদিত যেকোনো ফ্লাইং স্কুলে ভর্তি হয়ে ২০০ ঘণ্টার ফ্লাইং ট্রেনিং সম্পূর্ণ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই ট্রেনিংয়ের খরচ বেশ অনেকটাই, তবে অনেক ব্যাংক এখন পাইলট ট্রেনিংয়ের জন্য এডুকেশন লোন প্রদান করে। এছাড়া ভারতীয় বায়ুসেনা বা সেনাদলে পাইলট হিসেবে যোগ দিলে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে এই ট্রেনিং নেওয়া সম্ভব, যার জন্য এনডিএ (NDA) বা সিডিএস (CDS) পরীক্ষা দিতে হয়।

বিমান আকাশে ওড়ার পেছনে গ্রাউন্ড স্টাফ বা বিমানবন্দর পরিচালন টিমের ভূমিকা অপরিসীম। যাত্রীদের চেক-ইন করানো, ব্যাগেজ সামলানো এবং বিমানের সঠিক সময়ে ওঠানামা নিশ্চিত করার কাজটি এঁরাই করেন। যেকোনো শাখায় স্নাতক হয়ে বা এভিয়েশন ম্যানেজমেন্টে বিবিএ করে এই কাজগুলোতে যুক্ত হওয়া যায়। এছাড়া অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার (ATC), যাঁরা টাওয়ারে বসে পাইলটদের সঠিক পথের নির্দেশ দেন। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (AAI) ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিজ্ঞানের স্নাতকদের বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে এই পদে নিয়োগ করে থাকে। বিমানে কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি যাতে না থাকে, তা নিশ্চিত করেন এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়াররা (AME)। সব মিলিয়ে, যাদের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা রয়েছে এবং যাঁরা শিফটিং ডিউটিতে কাজ করতে প্রস্তুত, তাঁদের জন্য এভিয়েশন শিল্প এক দুর্দান্ত এবং অত্যন্ত সম্মানজনক কেরিয়ারের সুযোগ এনে দেয়।

কেবিন ক্রু হিসেবে কেরিয়ার

পাইলটের পরেই বিমানের ভেতরে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব থাকে কেবিন ক্রু বা এয়ার হোস্টেসদের ওপর। অনেকের ধারণা কেবিন ক্রু হওয়ার জন্য শুধু শারীরিক সৌন্দর্যই যথেষ্ট। এটি সম্পূর্ণ ভুল। একজন কেবিন ক্রুর প্রাথমিক কাজ হলো জরুরি অবস্থায় যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করা। এর জন্য তাঁদের ফার্স্ট এইড, ফায়ার ফাইটিং এবং এমার্জেন্সি ইভাকুয়েশনের কড়া প্রশিক্ষণ নিতে হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর বিভিন্ন এভিয়েশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ডিপ্লোমা করে সরাসরি এয়ারলাইন্সগুলোর ইন্টারভিউতে বসা যায়। এই পেশায় চমৎকার কমিউনিকেশন স্কিল, উপস্থিত বুদ্ধি এবং শারীরিক ফিটনেস অত্যন্ত জরুরি।

সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট

স্মার্টফোনের দৌলতে আমরা এখন আক্ষরিক অর্থেই ডিজিটাল পৃথিবীতে বসবাস করছি। ব্যাঙ্কের লেনদেন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত ছবি, অফিসের গোপনীয় নথি বা সরকারি তথ্য—সবকিছুই এখন ইন্টারনেটের সার্ভারে বন্দি। আর এই ডিজিটাল সুবিধার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এক অদৃশ্য আতঙ্ক—সাইবার ক্রাইম বা ডেটা চুরি। হ্যাকাররা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফাঁদ পেতে বিভিন্ন কোম্পানির সার্ভার বা সাধারণ মানুষের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঠিক এই জায়গাতেই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন সাইবার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট বা এথিক্যাল হ্যাকাররা। এঁরা হলেন সেই প্রযুক্তিগত পুলিশ, যাঁরা হ্যাকারদের আক্রমণ থেকে কর্পোরেট বা সরকারি ডেটাবেসকে সুরক্ষিত রাখেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে সাইবার সিকিউরিটি এখন শুধু একটি আইটি জব নয়, এটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং কেরিয়ার গড়ার এক অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র।

একজন এথিক্যাল হ্যাকার বা পেনিট্রেশন টেস্টারের কাজ হলো কোনো কোম্পানির সার্ভার বা ওয়েবসাইটের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা, যাতে আসল হ্যাকাররা সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে না পারে। তাঁরা হ্যাকারদের মতো করেই ভাবেন এবং আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে সুরক্ষার ত্রুটিগুলো মেরামত করা। বর্তমান সময়ে সমস্ত বড় ব্যাঙ্ক, ই-কমার্স কোম্পানি, হাসপাতাল এবং এমনকি পুলিশ বা প্রতিরক্ষা দপ্তরেও এই সাইবার বিশেষজ্ঞদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। আগামী দিনে যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের ব্যবহার আরও বাড়বে, তখন এই ডেটা সুরক্ষার বিষয়টি আরও বেশি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই প্রথাগত সফটওয়্যার ডেভেলপারের চেয়ে একজন সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্টের বেতন এবং বাজারে চাহিদা সবসময়ই ঊর্ধ্বমুখী থাকে।

সাইবার সিকিউরিটিতে কেরিয়ার গঠন

এই পেশায় আসতে গেলে শুধু কম্পিউটার চালানো জানলে হবে না, নেটওয়ার্কিং এবং অপারেটিং সিস্টেমের একদম গভীরে গিয়ে কাজ শেখার মানসিকতা থাকতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকের পর কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বি.টেক করে সাইবার সিকিউরিটিতে স্পেশালাইজেশন করা যায়। এ ছাড়া বিসিএ (BCA) বা বি.এসসি করার পর সার্টিফাইড এথিক্যাল হ্যাকার (CEH), সিআইএসএসপি (CISSP) বা কম্পটিয়া সিকিউরিটি প্লাস (CompTIA Security+)-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের প্রফেশনাল সার্টিফিকেশনগুলো অর্জন করলে বিশ্বের যেকোনো বড় সংস্থায় সরাসরি কাজ পাওয়া সম্ভব। এই পেশার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে পড়াশোনা কখনো শেষ হয় না। প্রতিদিন প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আপডেট রাখতে হয়। যাদের প্রযুক্তির প্রতি গভীর প্যাশন আছে এবং যাঁরা প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন, সাইবার সিকিউরিটি তাঁদের জন্য এক অত্যন্ত রোমাঞ্চকর পেশা।

এক্সপার্ট কর্নার

প্রসেনজিৎ বর্মন, ময়নাগুড়ি : আমি মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করতে চাই। কিন্তু আমার চোখে চশমা আছে। চশমা থাকলে কি মার্চেন্ট নেভিতে সুযোগ পাওয়া যায়?

উত্তর : প্রসেনজিৎ, মার্চেন্ট নেভির বিভিন্ন বিভাগের জন্য চোখের দৃষ্টির নিয়ম আলাদা। নটিক্যাল বা ডেক ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে (যাঁরা জাহাজ চালান) চোখের দৃষ্টি 6/6 হওয়া বাধ্যতামূলক এবং কালার ব্লাইন্ডনেস থাকলে চলে না। কিন্তু তুমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট বা ক্যাটারিং বিভাগে যোগ দিতে চাও, তবে নির্দিষ্ট মাত্রার চশমা বা কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। বিস্তারিত শারীরিক যোগ্যতার মাপকাঠি ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং (DGS)-এর ওয়েবসাইটে গেলেই তুমি জানতে পারবে।

সুদীপ্তা সেন, শিলিগুড়ি : অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স বিষয়টি আসলে কী এবং এখানে কাজের সুযোগ কেমন?

উত্তর : সুদীপ্তা, ইনস্যুরেন্স বা বিমা কোম্পানিগুলো যে জটিল গাণিতিক ও পরিসংখ্যানগত হিসাবের ওপর ভিত্তি করে পলিসির প্রিমিয়াম বা ভবিষ্যতের ঝুঁকি নির্ধারণ করে, তাকেই অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স বলা হয়। অঙ্ক এবং পরিসংখ্যানে (Statistics) যাদের অত্যন্ত ভালো দখল রয়েছে, তাদের জন্য এটি বিশ্বের অন্যতম উচ্চ বেতনের এবং মর্যাদাপূর্ণ একটি কেরিয়ার। ইনস্টিটিউট অফ অ্যাকচুয়ারিজ অফ ইন্ডিয়া (IAI) আয়োজিত এসিইটি (ACET) প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে এই প্রফেশনাল কোর্সে যুক্ত হওয়া যায়।

পল্লবী দাস, কোচবিহার : আমি স্বভাবগতভাবে বেশ লাজুক এবং একা কাজ করতে বেশি পছন্দ করি। আমার জন্য কোন ধরনের কেরিয়ার উপযুক্ত হতে পারে?

উত্তর : পল্লবী, যারা একটু ইন্ট্রোভার্ট বা অন্তর্মুখী স্বভাবের, তাদের জন্য এমন পেশা বেছে নেওয়া উচিত যেখানে সারাদিন প্রচুর মানুষের সঙ্গে কথা বলার চাপ থাকে না। তোমার জন্য ডেটা অ্যানালিসিস, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কন্টেন্ট রাইটিং, গ্রাফিক ডিজাইন বা সায়েন্টিফিক রিসার্চের মতো কাজগুলো অত্যন্ত উপযুক্ত হতে পারে। এই কাজগুলোতে মূলত নিজের মনোযোগ এবং একাগ্রতার ওপর নির্ভর করেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। তুমি নিজের আগ্রহ অনুযায়ী এর মধ্যে যেকোনো একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারো।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনও প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন :

ubscareeroption@gmail.com

চেনা গলে অচেনা মেজাজ

বুধবার গৌতম গম্ভীররা দেখে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই পিচের ঘাস অনেকটাই ছেঁটে ফেলা হয়।

জোড়া ধাঁধায় ভারতীয় শিবির

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১২ অগাস্ট : ‘শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন? দেশটা দারুণ সুন্দর। তার ওপর ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্টও দেখবেন, ভাগ্য ভালো আপনার!’ সকাল আটটায় চেন্নাই বিমানবন্দরে অভিবাসন দপ্তরের অফিসারের কথায় যে উচ্ছ্বাস ছিল, দ্বীপরাষ্ট্রে পা রাখার পর সেই ছবিটা বেশ অচেনা ঠেকল।

চেন্নাই থেকে কলম্বোগামী বিমানে আলাপ হওয়া সহযাত্রী তুষারা পেরেরা যেমন বলছিলেন, ‘আমাদের ক্রিকেটের সোনালি অতীতই এখন একমাত্র ভরসা। টেস্ট সিরিজে শুভমান গিলের ভারতই পরিষ্কার ফেভারিট।’ কিন্তু গলের রাস্তায় কান পাতলে অন্য সুর। মাস ছয়েক আগে টি২০ বিশ্বকাপের সময় ভারত-পাকিস্তান মহারণ ঘিরে যে উন্মাদনা দেখেছিলাম, এবার তার ছিটেফোঁটাও নেই। শ্রীলঙ্কা বোর্ড গ্যালারিতে দর্শকদের জন্য ফ্রি এন্ট্রির ঘোষণা করেছে, তবুও শনিবার থেকে শুরু হতে চলা গল টেস্টে মাঠ কতটা ভরবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

অথচ দীর্ঘ নয় বছর পর শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। ২০১৭ সালে বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারত যখন এখানে সিরিজ জিতেছিল, সেই দলের কেবল লোকেশ রাহুল আর রবীন্দ্র জাদেজাই এখনকার স্কোয়াডে রয়েছেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে এই সিরিজের গুরুত্ব ঠিক কতটা, সেটা প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের কলম্বোয় পা রাখার পরেই পরিষ্কার। গলের ডাচ কলোনির শান্ত পরিবেশ আর ভারত মহাসাগরের রোমান্টিকতার আড়ালে ভারতীয় শিবিরের অন্দরে এখন বইছে টেনশনের চোরাস্রোত।

সীতাংশু কোটাককে নিয়ে গলের পিচ দেখছেন গৌতম গম্ভীর। বুধবার।

প্রথম টেনশন অবশ্যই গলের বাইশ গজ। বুধবার বেলার দিকে শ্রীলঙ্কার অনুশীলনের মাঝেই আচমকা পিচ দেখতে হাজির হন ভারতীয় কোচ গৌতম গম্ভীর এবং ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তাঁরা খুব কাছ থেকে পিচ পর্যবেক্ষণ করে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইশ গজের কভার সরিয়ে শুরু হয় ঘাস ছাঁটাই। বোঝাই যাচ্ছে, গলে স্পিন বনাম স্পিনের লড়াইয়ের মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে এবং এই বাইশ গজের চরিত্রই শনিবার থেকে এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে।

দ্বিতীয় টেনশন প্রথম একাদশের কম্বিনেশন। বি সাই সুদর্শন চোট পাওয়ায় তিন নম্বরে দেবদত্ত পাডিক্কাল নিশ্চিত। কিন্তু ছয়ের নম্বর জায়গা নিয়ে জোর লড়াই চলছে সরফরাজ খান এবং ধ্রুব জুরেলের মধ্যে। প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক কিরণ মোরে মনে করছেন, টেস্টে আগে রান পাওয়ার অভিজ্ঞতা এবং কিপিং-ফিল্ডিংয়ের কারণে জুরেল কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে তাঁর ফর্ম (০, ১৩ এবং ২) ও স্পিনের বিরুদ্ধে অস্বস্তি টিম ম্যানেজমেন্টকে ভাবাচ্ছে। বিশেষ করে গলের টার্নিং ট্র্যাকে অফস্পিনারদের বিরুদ্ধে তিনি কতটা সাবলীল, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে, মহম্মদ কাইফের মতো প্রাক্তনদের বাজি সরফরাজ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬৫ গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি রান করা মুম্বইয়ের এই ব্যাটার স্পিনের বিরুদ্ধে রকমারি শট খেলতে সিদ্ধহস্ত, যা গলের উইকেটে চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে ভীষণ কার্যকরী হতে পারে।

বোলিং লাইনআপ নিয়েও ধাঁধা কম নেই। পেস আক্রমণে মহম্মদ সিরাজ ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা নিশ্চিত। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কথা ভেবে গুরনুর ব্রারকে নিয়ে তিন পেসারে নামা হবে, নাকি মানব সুথারকে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে খেলানো হবে? রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবকে নিয়ে তিন স্পিনারের আক্রমণ সাজানোর পক্ষে মত দিচ্ছেন মণিন্দার সিংয়ের মতো প্রাক্তনরা। বিশেষ করে ওডিআই দল থেকে বাদ পড়া জাদেজার কাছে এই সিরিজ অস্তিত্ব প্রমাণের লড়াই। আর কুলদীপের রিস্ট স্পিন যে কোনও মুহূর্তেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

কলম্বো থেকে গলে পৌঁছানোর পর আজ বুধবার দিনটা বিশ্রামেই কাটিয়েছে ভারতীয় দল। বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় গলের মাঠে তাদের অনুশীলন রয়েছে। হয়তো সেখানেই প্রথম একাদশের একটা স্পষ্ট রূপরেখা মিলবে। উপরি পাওনা হিসেবে থাকছে গ্যারি কার্স্টেনের উপস্থিতি। শুভমান ও গম্ভীরকে খুব কাছ থেকে চেনা শ্রীলঙ্কার কোচের রণকৌশলও ভারতীয় শিবিরের মাথাব্যথার কারণ। সব মিলিয়ে, গলের সমুদ্রপাড়ের হাওয়া এখন স্পিন আর দল নির্বাচনের অঙ্কে বেশ গরম।

কার্স্টেনের লুকোচুরি

ভারতের বিরুদ্ধে দলে ডিকওয়েলা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

গল, ১২ অগাস্ট : সবই কেমন যেন অচেনা!

ভারত মহাসাগরের অবিরাম ঢেউ ভাঙাগড়ার খেলা চলছেই। গল ফোর্ট অতীতের মতোই সগৌরবে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তারপরও গলে চেনা মেজাজের একটু যেন অভাব। স্থানীয়দের মধ্যে শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ বা লোকেশ রাহুলদের নিয়ে প্রবল আগ্রহ। দীর্ঘ নয় বছর পর শ্রীলঙ্কার মাটিতে টেস্ট খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু শ্রীলঙ্কা দলের অন্দরে চলছে অন্য নাটক।

কলকাতা থেকে চেন্নাই হয়ে কলম্বো, সেখান থেকে গাড়ি ছুটিয়ে দুপুর তিনটের সামান্য পর যখন গলে পৌঁছালাম, শ্রীলঙ্কা দলের অনুশীলন ততক্ষণে শেষ। আর তার পরপরই প্রথম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কা বোর্ড। ভাবা যায়! শনিবার থেকে শুরু টেস্ট, আর তার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে দল ঘোষণা। পাড়ার ক্রিকেটেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি শৃঙ্খলা থাকে।

শ্রীলঙ্কার স্কোয়াড

ধনঞ্জয় ডি সিলভা (অধিনায়ক), লাহিরু উদারা, নিশান মাদুষ্কা, কামিন্দু মেন্ডিস, দীনেশ চান্ডিমল, পাসিন্দু সূর্যবান্দারা, সোনাল দিনুশা, নিরোশান ডিকওয়েলা, রমেশ মেন্ডিস, প্রভাত জয়সূর্য, কেশরা নুয়ান্থা, মিলন রত্নায়েক, অসিথা ফার্নান্ডো, লাহিরু কুমারা, বিশ্ব ফার্নান্ডো ও দিলশান মধুশঙ্কা।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, চোট-আঘাতই শ্রীলঙ্কার নির্বাচকদের যাবতীয় অঙ্ক ঘেঁটে দিয়েছে। কুশল মেন্ডিসের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট আর পাথুম নিসাঙ্কার কবজির অস্ত্রোপচার গোটা টপ অর্ডারকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। আর সেই ধাক্কা সামলাতেই ৩৩ বছর বয়সে তিন বছর পর টেস্ট দলে ফিরলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার নিরোশান ডিকওয়েলা। নিশাঙ্কার অবর্তমানে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব সম্ভবত সামলাবেন নিশান মাদুষ্কা এবং লাহিরু উদারা। মিডল অর্ডারে দীনেশ চান্ডিমাল, কামিন্দু মেন্ডিস এবং অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভার মতো পরিচিত মুখ থাকলেও, দলের বাকি অংশে আনকোরাদের ছড়াছড়ি।

অবাক হওয়ার আরও বাকি। বুধবার টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন ছিল না, কিন্তু গলের মাঠে শ্রীলঙ্কার প্র্যাকটিস সেশন কভার করতে গিয়ে ভারতীয় সাংবাদিকরা পড়লেন নতুন অভিজ্ঞতার সামনে। আচমকা বোর্ড জানাল, রুদ্ধদ্বার অনুশীলন হবে! সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষেধ। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মতো হাই প্রোফাইল দলও যা করতে দুইবার ভাবে, গ্যারি কার্স্টেনের দল সেটাই অনায়াসে করে দেখাল। আসলে কোচ তাঁর রণকৌশল এবং প্রথম একাদশের রূপরেখা কিছুতেই ভারতীয় শিবিরের সামনে ফাঁস করতে চাননি।

দল নির্বাচনেও চমকের শেষ নেই। ঘরের মাঠে, বিশেষ করে গলের মতো ট্র্যাকে শ্রীলঙ্কা স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন চারজন বিশেষজ্ঞ পেসার! অসিথা ফার্নান্ডো, লাহিরু কুমারা, বিশ্ব ফার্নান্ডো এবং দিলশান মধুশঙ্কা। অলরাউন্ডার মিলন রত্নায়েককে ধরলে পেস বিকল্প দাঁড়ায় পাঁচে। মধুশঙ্কা তিন বছর আগে অভিষেক টেস্ট খেলার পর আর লাল বলের ক্রিকেটেই সেভাবে নেই, গত দুই মাস খেলেছেন শুধু টি২০। টেস্টে তাঁর এখনও কোনও উইকেট নেই, অথচ তাঁকেই ফেরানো হয়েছে।

২০২৩ সালের মার্চে শেষবার টেস্ট খেলেছিলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার নিরোশান ডিকওয়েলা।

অন্যদিকে স্পিন বিভাগে মাত্র তিনজন বিশেষজ্ঞ। বাঁহাতি প্রভাত জয়সূর্যের সঙ্গে রয়েছেন রমেশ মেন্ডিস এবং সম্পূর্ণ অচেনা অফস্পিনার কেশরা নুয়ান্থা। পাসিন্দু সূর্যবান্দারা বা ২৫ বছরের নুয়ান্থা ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি অভিজ্ঞ না হলেও, গত মাসে গলে ভারত ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন নুয়ান্থা। কলম্বোয় প্রস্তুতি ম্যাচেও ভারতের বিরুদ্ধে ৩ উইকেট পেয়েছেন তিনি।

গ্যারির এমন অদ্ভুত কৌশলে আনকোরা আর অনভিজ্ঞ ক্রিকেটারে ভর্তি এই শ্রীলঙ্কা কি শক্তিশালী ভারতের বিরুদ্ধে আদৌ প্রতিরোধ গড়তে পারবে? নাকি রুদ্ধদ্বার অনুশীলনের আড়ালে কোনও বড় চমক লুকিয়ে রাখছেন কোচ কার্স্টেন? উত্তর পেতে অপেক্ষা শনিবার সকালের।

আবেগঘন পোস্টে অবসরের ভাবনা মেসির

‘বিদায় বাবা, তোমার অভাব অপূরণীয়’

রোসারিও, ১২ অগাস্ট : ফুটবল কেরিয়ারের প্রথমদিন থেকে বাবাকে পাশে পেয়েছেন তিনি। সেই লিওনেল মেসি সদ্য পিতৃহারা হয়েছেন। পরিবারকে সময় দিতে আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবল থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লিও। তারমাঝেই বাবা হোর্হেকে নিয়ে বিশাল এক আবেগঘন পোস্ট করলেন তিনি। যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অবসরের ভাবনাও।

সামাজিক মাধ্যমে বাবার সঙ্গে ছবি দিয়ে দীর্ঘ পোস্টে মেসি লিখেছেন, ‘বাবা, তুমি আর নেই- এই সত্যটা আমি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। আমি এটা মেনে নিতে চাই না। তোমাকে আর কোনওদিন দেখতে পাব না, আমাদের আর কখনও কথা হবে না- এই চিন্তাটা করাও আমার জন্য কঠিন। আমি জানি তুমি অনেক কষ্টে ছিলে এবং এই চলে যাওয়া হয়তো তোমাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু তুমি বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলে। আমাদের একসঙ্গে আরও অনেক আনন্দ করার বাকি ছিল। তুমি বারবার আমাকে আরেকটি বিশ্বকাপ খেলতে বলতে। আর টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার ঠিক কয়েক দিন আগেই তোমার শরীর সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়ে পড়ে। এই প্রথম এমন একটা টুর্নামেন্ট হল, যেখানে তুমি গ্যালারিতে বা পাশে ছিলে না। কিন্তু মা আমাকে বারবার আশ্বস্ত করছিলেন যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে এবং খেলা দেখতে যাওয়ার মতো শক্তি ফিরে পাবে। আমিও তোমাকে বলেছিলাম, আমরা ফাইনালে পৌঁছাবই, যাতে তুমি অন্তত শেষ ম্যাচটা দেখতে আসতে পারো।’

৫৯৭ শব্দের বার্তায় বাবার প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে মেসি আরও লিখেছেন, ‘প্রতিটি ম্যাচ শেষেই আমি তোমার মেসেজের অপেক্ষা করতাম, তোমাকে ভীষণ মিস করতাম। তখনই আমি বুঝতে পারি পরিস্থিতি কতটা গুরুতর। তা সত্ত্বেও চেয়েছিলাম, যাতে তুমি আমাকে অন্তত একটি ম্যাচে খেলতে দেখতে পারো। আমরা ফাইনালে পৌঁছালাম, কিন্তু তুমি সেখানে থাকতে পারলে না। আমি ট্রফিটা জিততে চেয়েছিলাম, যাতে তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে নতুন একটি ট্রফি দেখাতে পারি। কিন্তু আমি পারলাম না। আমার শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছিল না। এবার আমি শারীরিক সীমা অতিক্রম করে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনি। আমি তোমাকে আজ এইসব বলছি কারণ, একমাত্র এই বিষয়টা নিয়েই আমাদের কথা বলা হয়নি। এছাড়া বাকি সব তো তোমার জানাই ছিল। আমাদের প্রতিদিন কথা হত, আর আমার ব্যস্ততার ফাঁকে সময় পেলেই আমরা দেখা করতাম।’

এরপরই অবসরের জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছেন মেসি। বলেছেন, ‘তোমাকে ছাড়া আমি এখন কী করব, কীভাবে এগিয়ে যাব- কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি শুধু ফুটবলটাই খেলতে পারি, কিন্তু জানি না সেটা আর কতদিন চালিয়ে যেতে পারব। একদম শুরু থেকে তুমি আমার পাশে ছিলে। কিন্তু আমরা একসঙ্গে সফরটা শেষ করতে পারলাম না। বিদায় বাবা...তোমার অভাব পূরণ করা অসম্ভব। বাবা তোমাকে ভালোবাসি।’

লিওকে শক্ত থাকার বার্তা রোনাল্ডোর

বাবা হোর্হের সঙ্গে নিজের পুরোনো এই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন লিওনেল মেসি।

মেসির খারাপ সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও। মেসির পোস্টের কমেন্টে রোনাল্ডো লিখেছেন, ‘এই কঠিন সময়ে আমার তরফ থেকে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য একটি বিশাল আলিঙ্গন। লিও, শক্ত থেকো।’

চুপিসারে বিয়ে রোনাল্ডোর

নয় বছর একসঙ্গে থাকার পর জর্জিনাকে স্ত্রীর স্বীকৃতি

দুইজনের আংটি বদলের এই ছবি পোস্ট করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো লিখেছেন ‘সি লাভ জি’।

লিসবন, ১২ অগাস্ট : অবশেষে দীর্ঘ নয় বছরের একসঙ্গে থাকার পর প্রেমিকা জর্জিনা রডরিগেজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আগেই তাঁদের বাগদান পর্ব হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগে সেই খবর সামনে এনেছিলেন জর্জিনা। এবার চুপিসারে বিয়েও সেরে ফেললেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

২০১৬ সাল, রোনাল্ডো তখন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলছেন। মাদ্রিদেরই এক বহুজাতিক সংস্থার বিপণিতে আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পরবর্তী সময় একাধিক সাক্ষাৎকারে জর্জিনা বলেছেন, প্রথম সাক্ষাতেই রোনাল্ডোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। শুরুর দিকে দুইজনেই সম্পর্কের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে বেশিদিন তা সম্ভব হয়নি। ২০১৭ সালের শুরুতে জুরিখে ফিফার ‘দ্য বেস্ট’ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রথমবার প্রকাশ্যে রোনাল্ডো-জর্জিনাকে একসঙ্গে দেখা যায়। এরপর সিআর সেভেনের কেরিয়ারের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পাশে থেকেছেন জর্জিনা। জানা যায়, ওই সময় থেকেই এক ছাদের তলায় থাকা শুরু করেন তাঁরা। তারকা জুটি একসঙ্গে পাঁচ সন্তানকে বড় করছেন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো জর্জিনাকে ‘স্ত্রী’ বলে সম্বোধন করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে চারহাত এক হওয়া বাকি ছিল। অবশেষে ১১ অগাস্ট বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তাঁরা।

রোনাল্ডো সমাজমাধ্যমে আংটি বদলের ছবি পোস্ট করে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে এনেছেন। কিছুদিন আগেই এমন গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, নিজের শহর মাদেইরার এক ক্যাথিড্রালে বিয়ে করবেন রোনাল্ডো। যদিও সেই সময় দুই পরিবারের তরফেই বিয়ের খবর অস্বীকার করা হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার পর্তুগালের কাসকাইসে দুই পরিবারের উপস্থিতিতে একেবারে ঘরোয়া পরিসরে বিয়ে সেরেছেন তারকা দম্পতি।

টেস্টে ব্যর্থতার জন্য টি২০, ওডিআই-কে দুষছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : মাঝে দিন দুয়েক। শনিবার স্বাধীনতা দিবসের দিনে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচ গলে। পরেরটা কলম্বোয়। যদিও দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এক-দুইটি টেস্ট সিরিজে মন ভরছে না কপিল দেবের। দেশের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের অভিযোগ, ভারতীয় দল টেস্ট কম খেলছে। অনেক বেশি ফোকাস করছে টি২০, ওডিআই ক্রিকেটে।

কপিলের যুক্তি, সাদা বলের ফরম্যাটে বেশি খেলছে বলেই টেস্টে বারবার স্পিন-দুর্বলতা সামনে চলে আসছে। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জোড়া টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার নেপথ্যে যা অন্যতম কারণ। এক প্রিমিয়ার লিগের বিশেষ অনুষ্ঠানে এসে কপিল বলেছেন, ‘সাম্প্রতিককালে ভারত কিন্তু স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরতে পারছে না। ব্যর্থতার মূলে অতিরিক্ত টি২০, ওডিআই খেলা। টেস্ট ক্রিকেট আলাদা চ্যালেঞ্জ। আশা করব, শ্রীলঙ্কা সফরে টিম হিসেবে এককাট্টা হয়ে ভালো খেলবে ওরা।’

‘মা বেঁচে থাকলে কিছু রেসিপি বলে দিত’

সমস্যা মেটাতে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিংবদন্তি অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমসারির ভারতীয় খেলোয়াড়রা ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলে না বললেই চলে। স্পিনের বিরুদ্ধে সমস্যার এটাও একটা কারণ। বিসিসিআইয়ের নিশ্চিত করা উচিত, প্রত্যেকে যেন তিন-চারদিনের ঘরোয়া ম্যাচগুলিতে অংশ নেয়। তাছাড়া তারকারা ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললে ওদের দেখে শিখবে, উজ্জীবিত হবে নতুনরাও।’

১৬ বছরের লম্বা কেরিয়ারে ১২১টি টেস্ট খেলেছেন কপিল। কিন্তু চোটের জন্য কখনও মাঠের বাইরে কাটাতে হয়নি। বর্তমান প্রজন্মের ছবিটা ঠিক উলটো। কপিল যদি তুলনায় নারাজ। যুক্তি, বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে তুলনা অহেতুক। তারপর কিছুটা মজার সুরে বলেছেন, ‘মা আজ বেঁচে নেই। নাহলে শরীর সুস্থ রাখার জন্য বেশ কিছু রেসিপি বলে দিত!’

বিশ্বজয়ী অধিনায়কের মতে, ফাস্ট বোলারদের চোটআঘাতের সম্ভাবনা সবসময় বেশি। পেসারদের ওয়ার্কলোডের দিকে তাই নজর দেওয়া দরকার। বর্তমানে খুব বেশি সংখ্যক টি২০, ওডিআই ম্যাচ হয়ে থাকে। ফলে শারীরিক ধকলও বেশি পড়ে। চোটআঘাত এড়াতে ফাস্ট বোলাররা কতটা ধকল নিতে পারবে, তাদের কতটা চাপ দেওয়া উচিত, সেদিকে বাড়তি মনোযোগ দিতে হবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে।

জামিন পেলেন না সুশীল

নয়াদিল্লি, ১২ অগাস্ট : কুস্তিগির সুশীল কুমারের জামিনের আবেদন খারিজ করল দিল্লি হাইকোর্ট।

২০২১ সালে ছত্রশাল স্টেডিয়ামে দুই দল কুস্তিগিরের সংঘর্ষে প্রাণ হারান সাগর ধনকর নামে এক কুস্তিগির। সেই হত্যা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী সুশীল। গত পাঁচ বছর জেলে রয়েছেন তিনি। জামিন পাওয়ার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন সুশীল। তাঁর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে জেল হেপাজতে রয়েছেন সুশীল। কয়েকজন সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ বাকি থাকলেও, দীর্ঘ সময় জেলে থাকার কারণে সুশীলকে জামিন দেওয়া হোক। তবে এই জামিনের বিরোধিতা করেন পুলিশের আইনজীবী ও নিহত সাগরের বাবার আইনজীবী। সবকিছু শোনার পর বিচারপতি সুশীলের জামিনের আবেদন খারিজ করেন।

শ্রীলঙ্কা সিরিজে ধারাভাষ্যে রাহানে

মুম্বই, ১২ অগাস্ট : আন্তর্জাতিক ও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছেন। শনিবার শুরু ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজে ধারাভাষ্যে অভিষেক হচ্ছে আজিঙ্কা রাহানের। সিরিজের সম্প্রচার সংস্থা সোনি স্পোর্টসের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক রাজেশ কল বলেছেন, ‘ক্রিকেট মাঠে মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য, দক্ষতা, বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন রাহানে।’

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতিতে মনবীররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ কে হবে তা ঠিক হয়নি। কিন্তু মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস কোনও ঢিলেমি দিতে চাইছেন না। বুধবার ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই গা ঘামালেন ফুটবলাররা। মূলত রিকভারি সেশনে অংশ নিলেন শুভাশিস বসুরা। আপুইয়াকে মাঠের চারপাশে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আল আরাবি বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ ছিল। ম্যাচ দেখতে আসা লাল-হলুদ সমর্থকরা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের অনুশীলন করতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁদের চোখ ছিল ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরোর দিকে। কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই কলকাতায় পা রাখছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও সামির জেলজকোভিচ। বৃহস্পতিবার আসছেন ছাঙ্গতে। জেলজকোভিচের শুক্রবার আসার কথা রয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান খেলবে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে।

টাটা গ্রুপকে চিঠি জেএফসি সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অগাস্ট : জামশেদপুর এফসি-র সিনিয়ার দল বন্ধ না করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে মুম্বইতে টাটা গ্রুপের হেড অফিসে চিঠি পাঠাল মাইনস ফ্যান গ্রুপ। হঠাৎই জামশেদপুর এফসি-র তরফে জানানো হয় যে, এই মরশুম থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আর দল নামানো হবে না। বেকার হয়ে যাওয়া দলের ফুটবলাররা আবেদন জানায় এই সিদ্ধান্ত বদলের। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটা পদযাত্রাও হয় জামশেদপুরে।

ডুরান্ডে বিদায় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (লালথানকিমা)
ইন্ডিয়ান আর্মি-২
(ক্রিস্টোফার, শাফিল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অগাস্ট : শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে ২-১ গোলে হার। ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের।

বুধবার ডুরান্ডে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শুরু থেকেই বল পায়ে রেখে আক্রমণ তৈরির চেষ্টায় ছিল মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর মহমেডান। গোলের সুযোগও চলে এসেছিল ৪ মিনিটে। লালথানকিমার নিখুঁত সেন্টার ধরে গোল লক্ষ্য করে শট নেন লালরেমসাঙ্গা ফানাই। তবে তা পোস্টে প্রতিহত হয়। মহমেডান ডেডলক ভাঙল ৩৪ মিনিটে। দূরপাল্লার শটে লক্ষ্যভেদ লালথানকিমার। প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কয়েকবার আক্রমণে উঠে এল ইন্ডিয়ান আর্মিও। দ্বিতীয়ার্ধে সেনা দলটি আক্রমণের ধার বাড়াতেই চিড় ধরল সাদা-কালো রক্ষণে। ৫৯ মিনিটে গোলশোধ করে ইন্ডিয়ান আর্মি। ম্যাচের সংযুক্তি সময় জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় তারা। ডুরান্ড কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে হলে এদিন জিততেই হত মহমেডানকে। ম্যাচ হেরে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্বেই অভিযান শেষ করল তারা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে নকআউটে জায়গা করে নিল ইন্ডিয়ান আর্মি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **কৃতিকা** : আজ তোমার ১ম জন্মবার্ষিকীতে জানাই আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। - **বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ও দাদু-দিদা এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ।** আনন্দনগর সাহা পাড়া ও ফার্ম শহীদগড়, ময়নাগুড়ি।

রানার্স বিশাল, দেবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : নৈহাটিতে গোপীনাথ ঘোষ মেমোরিয়াল স্টেট র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের সিঙ্গলসে দেবরাজ ভট্টাচার্য রানার্স হয়েছে। একই বয়স বিভাগে অভীক ধর পেয়েছে ব্রোঞ্জ। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগ থেকে রুপো এনেছে বিশাল মণ্ডল। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে রিপর্ণা সাহা ব্রোঞ্জ পেয়েছে। চারজনই শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির।

পদক জয়ের পর বিশাল মণ্ডল, দেবরাজ ভট্টাচার্য, অভীক ধর ও রিপর্ণা সাহা (উপর থেকে)।

আল আরাবিকে উড়িয়ে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের মূলপর্বে ইস্টবেঙ্গল

রোহিত দানু শেষ গোল করার পর তাঁকে নিয়ে উল্লাস রশিদের।

ইস্টবেঙ্গল এফসি-৪
(জয়, রশিদ, ডেভিড ও দানু)
আল আরাবি-১
(ইয়োলা-পেনাল্টি)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের মূলপর্বে গেল ইস্টবেঙ্গল।

বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্লে-অফে ৪-১ গোলে আল আরাবিকে হারাল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। চ্যাম্পিয়ন কোচের ক্ষুরধার মস্তিষ্কই যেন বদলে দিল গোটা দলটাকে। পরিবর্ত ফুটবলারদের দিয়েই বাজিমাত ইস্টবেঙ্গলের। তবে এটাও ঠিক প্রতিপক্ষ হিসাবে এদিন যাদের পায় ইস্টবেঙ্গল এএফসি কাপের কোনও ম্যাচে এত নিম্নমানের দল কবে এসেছে মনে করা যাচ্ছে না। পাল্লা দিয়ে শুরুর দিকে খারাপ খেলছিল ইস্টবেঙ্গলও। প্রথম ৭০ মিনিট দেখে মনে হয়েছে, কোনও দলই যেন জিততে চায় না। তবে শেষদিকে একসঙ্গে পিভি বিষ্ণু, রোহিত দানু, রোহিত কুমার, ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে পরপর নামিয়ে ম্যাচের মোড়ই ঘুরিয়ে দিলেন হাবাস। ৯০ মিনিটে ১-১ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়ে ইস্টবেঙ্গল করল আরও ৩ গোল। এর আগে আল জাওরার বিপক্ষে এশিয়ান কাপ উইনার্স কাপেই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জেতে ইস্টবেঙ্গল। এদিন সেই ৪-২ গোলের রেকর্ড ভাঙতে না পারলেও স্বপ্ন দেখানো শুরু করল লাল-হলুদ বাহিনী।

অথচ এদিন শুরুর দিকে ম্যাচটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল না এত রোমাঞ্চকর হতে পারে শেষটা। বরং রীতিমতো বিরক্তিকর পারফরমেন্স লেগেছে দুই দলের ফুটবলারদেরই। বরং ম্যাচ অতিরিক্তি সময়ে গড়াতে পারে ভেবে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাগজের ডেডলাইন নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই পেনাল্টি থেকে গোল আল আরাবির। ৭৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন আনায়ো ইয়োলা। সন্দীপ মান্ডি তার এক মিনিট আগে বক্সের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন কিনান মালেকোকে। স্বাভাবিকভাবেই পেনাল্টি দেন তাজিকিস্তানের রেফারি গুলমুরোদি সাদুউল্লো। কিন্তু হাবাস এবার তাঁর চালটা দিলেন। যে দলে স্ট্রাইকার নেই সেই দলেরই চার-চারজন গোল করে গেলেন। ডুরান্ড কাপের ম্যাচে দূর্দান্ত গোল করা ড্যানি র‍্যামিরেজ এদিন অত্যন্ত খারাপ। তাঁকে তুলে বিষ্ণু ও বিপিন সিংয়ের জায়গায় রোহিত দানুকে নামিয়ে খেলায় গতি নিয়ে এলেন হাবাস। আর তাতেই কাজ হল। রোহিতকে ফাউল করায় ফ্রি কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। মহম্মদ বসিম রশিদের ফ্রি কিকে হেড করে গোলশোধ এইমুহূর্তে লাল-হলুদ সমর্থকদের সবচেয়ে অপছন্দের ফুটবলার জয় গুপ্তার।

তেরো বছর আগে কুয়েত এসসি-র কাছে হেরে এএফসি কাপের ফাইনাল খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয় ইস্টবেঙ্গলের। সেই কুয়েতেরই আর এক দল যে এত খারাপ হতে পারে, সেটা আগাম আন্দাজ করা যায়নি। বরং অপ্রস্তুত ইস্টবেঙ্গল কতটা লড়বে, তা নিয়েই সন্দিহান ছিলেন সমর্থকরা। ম্যাচ শুরুর আগে টিম লিস্ট দেখেও মনে হচ্ছিল, ইস্টবেঙ্গল এখনও দলটাই গুছিয়ে উঠতে পারেনি। খেলা শুরু হওয়ার মিনিট দশেক গড়াতে না গড়াতেই বোঝা গেল, একটু ধরে খেললেই জয়ের রাস্তা খুলতে অসুবিধা হবে না ইস্টবেঙ্গলের। জিকসন সিং, এডমুন্ড লালরিনডিকা, জেসিন টিকেদের আত্মবিশ্বাস এতই কম যে ম্যাচের প্রথমার্ধে অন্তত বার তিনেক গোলমুখে নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করলেন জিকসন, জেসিন ও রশিদ। বিরতির পর ফিরেই বিপিনের তো শট যে গোলে না ঢুকে কীভাবে সেভ হল, সেটাই আশ্চর্যের। রশিদের গোলটা ১১৮ মিনিটে। দানুর শট প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে ডানপ্রান্তে দাঁড়ানো রশিদের কাছে গেলে তাঁর চলতি বলেই নেওয়া শট সোজা তিনকাঠিতে। ১২০ মিনিটে দানুর থেকে পাওয়া বলে ডেভিডের গোল। দানুর শেষ গোল অতিরিক্ত সময়ের সংযুক্তি সময়ে।

গত দুইদিনের প্রচণ্ড রোদের পর এদিন সকাল থেকে আকাশ ভেঙে দফায় দফায় বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে যায়। তার জন্য এই আল আরাবির ফুটবলারদের কিছুটা হলেও অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একেবারেই খেলতে পারবে না। দলটাকে দেখে মনে হল এখানকার কলকাতা লিগের ভবানীপুর এফসি, জর্জ টেলিগ্রাফের থেকেও খারাপ। এত নিম্নমানের দল কীভাবে এএফসি কাপের মতো টুর্নামেন্টের প্লে-অফে খেলার সুযোগ পায় সেটাও এক প্রশ্ন।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, হার্দিক, আনোয়ার, সন্দীপ, জয়, এডমুন্ড (ডেভিড), জিকসন, রশিদ (রোহিত কুমার), বিপিন (রোহিত দানু), র‍্যামিরেজ (বিষ্ণু) ও জেসিন (ক্রিস)।

জয়ের পর দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছে টিম ইস্টবেঙ্গল। ছবি : ডি মণ্ডল

দলগত সংহতিতেই জয়, বলছেন রশিদ

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১২ অগাস্ট : শেষ বাঁশি বাজতেই উত্তাল গ্যালারি। ডাগআউটে উচ্ছ্বাস লাল-হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের। অন্যদিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আল আরাবির ফুটবলাররা।

পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল সবসময় ভয়ংকর। ময়দানের চলতি প্রবাদ। সেটা জানতেন না আর আরাবির ফুটবলাররা। ১ গোলে পিছিয়ে পড়েও ৪-১ গোলে দাপুটে জয়। এশিয়ার মঞ্চে রাজকীয় মেজাজে লাল-হলুদ শিবির। এই জয়ের নায়ক একজনই। দলের মিডফিল্ড জেনারেল মহম্মদ বসিম রশিদ।

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ বসিম রশিদের। ছবি : ডি মণ্ডল

ম্যাচের আগেই লড়াইয়ের সুর শোনা গিয়েছিল রশিদের গলায়। এদিন মাঠেও সেটা করে দেখালেন। নিজে গোল করলেন। আবার গোল করালেন। সামনে দলকে নেতৃত্ব দিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতিয়েও আদর্শ টিমম্যানের মতো রশিদের গলায় দলগত সংহতির সুর। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কে অধিনায়ক সেটা নয়। আমাদের দলে ২২ জন খেলোয়াড় রয়েছে। আজ আপনারা দেখেছেন, যারা মাঠে এসেছে, প্রত্যেকেই নিজের ভূমিকা পালন করেছে। এই সাফল্যে সবার ভূমিকা রয়েছে।'

আইএসএলের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচেও রশিদ গোল করেছিলেন। এদিনও গোল করলেন। কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন রশিদ। উত্তর দিলেন, 'এটার উত্তর দেওয়া কঠিন। আমি দলকে সাহায্য করতে পেরে খুব খুশি। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' ম্যাচের পর বন্ধু জাইদ কুনবারের সঙ্গে জার্সি বিনিময় করেন তিনি।

দলের পারফরমেন্সে গর্বিত হাবাস। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলন শুরুর আগে তাঁর প্রশ্ন, 'ইস্টবেঙ্গল জিতে ভারতকে গর্বিত করেছে। আজ আনন্দের দিন তোমরা সবাই খুশি তো?' পরে দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হয়েছে। দলের পারফরমেন্সে আমি গর্বিত। প্রতিটা খেলোয়াড় নিজেদের সেরাটা দিয়েছে।'

এদিকে ইস্টবেঙ্গলের আরেক গোলদাতা ডেভিড লালহালানসাঙ্গা এর আগে এএফসি যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে আল্টিন আসিরের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন। এদিনও করলেন। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'আমাকে ঈশ্বর এই ধরনের ম্যাচের জন্য তৈরি করেছেন। এইসব ম্যাচে গোল করতে ভালো লাগে।' অন্যদিকে প্রতিপক্ষ কোচ গোরান সাবলিচের মতে, নিজেদের ভুলেই ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে।

উত্তরের খেলা

শীর্ষে অমিয়াংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ অগাস্ট : শিলিগুড়ি চেস গার্জিয়ান ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষ আন্তর্জাতিক ক্লাসিকাল দাবায় বুধবার তিন রাউন্ড শেষে শীর্ষে রয়েছেন অমিয়াংশ ভাওয়াল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আরমান সিদ্দিকি ও নির্ঝর রায়। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আরিয়ান বৈষ্ণে। এদিনের খেলার সূচনা করেন শিলিগুড়ি চেস গার্জিয়ান ক্লাবের সভাপতি নরেশ ধারেয়া, সহসভাপতি শিবশংকর রায় প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় মোট ১০ রাউন্ড খেলা হবে।

নায়ক প্রাসিল

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ১২ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'এ'-এর ম্যাচে সাহাপাড়া নবীন সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে প্রতাপ সংঘকে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে একমাত্র গোলটি করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রাসিল ওরাওঁ।

মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামল কান্তি সাহা
ষষ্ঠ প্রয়াণ বার্ষিকী- (প্রয়াণ : ১৩.০৮.২০২০)
ষষ্ঠ প্রয়াণ বার্ষিকীতে তোমার আত্মার শান্তিকামনায় শোকসন্তপ্ত পরিবার- ফুলরেনু সাহা (স্ত্রী), রুবী সাহা, ডাঃ নিখিল ভক্ত, ডাঃ রাহুল ভক্ত (কন্যা-জামাতা-নাতি), ডাঃ রাজীব সাহা, শিল্পি সাহা, ঋতিকা সাহা (পুত্র-পুত্রবধূ-নাতনি)

Terms and Conditions applied *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st August 2026. #10% Instant Cashback up to ₹10000 is available on all HMSI models for EMI transactions made using HDFC Bank & IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹20000 (Tenure 6 months & above). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 31st August 2026. ^The price shared above is of Activa 110 Std OBD2B Model Variant for West Bengal. ^For more information contact nearest dealers. The feature shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

ডিলারের বিশদ বিবরণ জানতে QR কোড স্ক্যান করুন

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.
For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in